ইন্দ্রচন্দ্র।

(লৌকিক উপন্যাস)

"The poet's eye in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven;
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them in to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

Shakespeare.

১১৮নং আপার চিৎপুর রোড "আর্য্যপুস্তকালয়"।

শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক প্রণীত ও প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের বক্তব্য।

বোধ হয় বাঙ্গালী পাঠকের বাঙ্গালা পুস্তক পাঠের সময় নাই বা পাপ আছে বলিয়া সমগ্র পুস্তক খানি পাঠ করেন না; সেই জন্য পূর্ব্বতন প্রাচীন গ্রন্থকারগণ পুস্তকস্থ বিষয় সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য ভূমিকা লিখিবার প্রথা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন এবং আজি পর্য্যন্ত অনেকেই সেই পথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। তবে অনুসরণকারীগণ—নবীন কি প্রবীণ সে সংবাদ রাখি না; ভাবে বোধ হয় নবীন নহেন—প্রবীণ; নচেৎ বহু আয়াসলব্ধ মস্তিষ্ক ব্যায়ে শত পৃষ্ঠা লিখিত পুস্তকের এক পৃষ্ঠা ভূমিকা লিখিয়া তৎপাঠে পাঠককে সমগ্র পুস্তক পাঠের ফল দিবেন কেন? অন্ততঃ আমার বিবেচনায় ইহা সৎযুক্তি বলিয়া বোধ হয় না। জগৎপদ্ধতি অসম্পূর্ণ বলিয়া গ্রন্থকারের বহু পরিশ্রমের ফল পাঠক একটু কষ্টস্বীকার করিয়া পাঠ করিবেন না ভবিষ্যতে ইহা নীতিবিরুদ্ধ। আশা করি,—নবীন লেখকগণ অন্য পথ অবলম্বন করিবেন। কিন্তু আমি এখন করি কি? আমি যে নবীনও নহি, প্রবীণও নহি—মাঝামাঝিতে পড়িয়াছি। সুতরাং সমালোচকগণ ক্ষমা করিবেন—মাঝামাঝি লিখি—আপনারা অভয় দিন—বলুন "তথাস্তু"!

—হিন্দুবিবাহের অবস্থা, একীকরণ, হিন্দু স্ত্রী সকল অবস্থায় সহধর্ম্মিণী—সকল অবস্থায় নহেন ইন্দ্রচন্দ্রকে লইয়া তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

কলিকাতা
বসন্ত পঞ্চমী ১২৯৬ সাল। } শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক।

সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত

মাতৃভাষার মুখোজ্জলকারী বঙ্গের কৃতিপুত্র

সিবিলিয়ান কুলতিলক

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এস,

মহোদয়ের পবিত্র করে

"ইন্দ্রচন্দ্রকে"

সমর্পণ করিলাম।

ইন্দুচন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—oo—

তামাক খাওয়া না ছাই খাওয়া।

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যার্নেসাঞ্চচিন্তয়েৎ।

কমলাকান্ত।

অভাবে তাম্রকূটং পিবেৎ।

ছক্কুবাবু।

"একছিলিম তামাকসেজে একলা খাবার যো নাই আর লোকে বলে মড়ক হয়েচে" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ হরকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সদরের রোয়াক পরিত্যাগ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

কর্ত্তার তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া মুখোপাধ্যায় গৃহিণী নথনাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি হয়েচে কি? সকাল বেলা এত গজর গজর ক'চ্চো কেন?"

"আরে বেটার লঘু গুরু জ্ঞান নাই—যার তার হাত থেকে হুঁকো নেয়, পাজিবেটা ভারি বেয়াদপ—আমার ছেলে হ'লে

বেটার গলায় পা দিয়ে মার্‌তাম," রাগে মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুঁকার মুখনল আর একপেঁচ ঘুরাইয়া বসাইয়া দিলেন।

কাহার উপর দিয়া গালিবৃষ্টি হইয়া গেল গৃহিণী তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোকের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, সকল বিষয়ের তথ্য লওয়া— বিশেষ কলহের তথ্য লওয়া গুণটা আছেই। কাহার উপর দিয়া গালি বৃষ্টি হইল বুঝিতে না পারায় পেট, ফুলিতে আরম্ভ হইল। স্থির থাকিতে না পারিয়া অগত্যা পঞ্চম হইতে ধৈবতে স্বর নামাইয়া বলিলেন, "আমাকে বোল্‌বে কেন, আমি তোমার কে, এ বাড়ির চাক্‌রাণী বইত নয়, আমার এত খবরেই বা দরকার কি।" মুখভার করিয়া গৃহিণী সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

গৃহিণীকে যাইতে দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন, "আরে তুমি আবার যাও কোথা?"

গৃহিণী শুনিয়াও শুনিলেন না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরপি বলিলেন, "আরে প্রাতঃকালে এ'ত ভাল জালাতে পড়্‌লেম গো—আবার তুমি চটো কেন, তোমার কি হ'লো।"

অজাযুদ্ধ, ঋষির শ্রাদ্ধ, প্রভাতে মেঘডম্বুর প্রভৃতি পুরাতন উপমার সহিত দম্পতি কলহের তুলনা করিয়া আমি আমার লেখার মৌলিকতা নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহি। মিলুক আর নাই মিলুক আমি কিন্তু নূতন প্রকারে উপমা না দিয়া ছাড়িব না। আমার মতে, স্ত্রীলোকের রাগ আর তালপাতার আগুন উভয়ই সমান; এককথায় বা এক ফুঁয়ে প্রবল হয়; আবার যখন যায় তখন একেবারে ধুস—আর তাহার চিহ্নমাত্র

দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহিণী কর্ত্তার উপর রাগ করিয়া মন্থরগমনে যাইতে ছিলেন, কিন্তু আর যাইতে পারিলেন না; ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাবো আর কোন্ চুলোয়, আর চো'ট্‌বোই বা কার উপর।"

গৃহিণী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু যে কয়পদ অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না; অগত্যা কর্ত্তা ভড়াক্ ভড়াক্ শব্দে তামাক টানিতে টানিতে অগ্রসর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আরে বেটার পুষ্যি পুত্তুরে বুদ্ধি আর কত ভাল হবে। মুখুয্যে ভায়া আদর দিয়ে ছেলে-টার মাথা খেলে।"

আসল কথাটা কি বুঝিতে না পারায় গৃহিণী একটু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "একবার চোখমেলে চাও—কি হয়েচে ভেঙ্গেই বল—তার পর সমস্ত দিন আছে চক্ষু বুঁজে হুঁকোয় মুখে হয়ে থেকো, কেউ কিছু বল্‌বে না।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটু একটু আফিঙ খাইতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "বাতে আফিঙ বিশেষ উপকারী, তাই জন্য এক পয়সার আফিঙ দুদিন করি।" প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে—বৃদ্ধাবস্থায় শরীরটা তাজা রাখাই প্রধান; এই জন্য প্রাতঃকাল নাগাইত বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঝাঁপ ফেলিয়া বসিয়া থাকিতেন—নরলোকের মুখ প্রায় দেখিতেন না। "আসল কথাটা কি বল না ছাই" কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, "আরে বোল্‌বো আমার মাথা আর মুণ্ডু। তামাকটা নিয়ে সদরে ব'সেছি আর ঐ চন্দ্রশিখর মুখুয্যের কুলাঙ্গার পুষ্যিপুত্তুরটা না বলা না কওয়া—খপ্ ক'রে হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে ভড় ভড় করে টান্‌তে আরম্ভ করে

দিলে। বেটাঁর গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়, সেকি না আমার সাক্ষাতে তামাক খায়।”

এতক্ষণের পর মুখোপাধ্যায়গৃহিণী কর্ত্তার রাগের কারণ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, “তার আর হয়েছে কি, এর জন্য এত রাগারাগি গালাগালি কেন? তুমি না হয় আর এক ছিলিম সেজেই খাওনা।”

“হাঁ—তুমি ওর কিছুই বোঝ না;—সারাদিন ঐ কর্ম্মই করা যাক্।” বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় আর এক-ছিলিম তামাক সাজিয়া বহির্বাটীতে গমন করিলেন। যাইবার কালে আপন মনে বলিলেন, “তামাক খাওয়া না ছাই খাওয়া।” গৃহিণী ও গৃহকর্ম্মে মন দিলেন।

খানাকুলকৃষ্ণনগরে গৌরাঙ্গপুর একটী গণ্ডগ্রাম; গ্রামের জমীদার চন্দ্রকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অবসতি চাটুর্য্যে-নিকব কুলীন—বনিয়াদি বড়লোক—জমীদারীর আয়ও যথেষ্ট কিন্তু নিঃসন্তান। বংশ রক্ষার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ক্রমান্বয়ে চারিটী বিবাহ করিয়াছেন; সকল গুলিই বর্ত্তমান সুতরাং সংসার জাজ্বল্যমান। “কপালে নাইকো ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি” এই মহাবাক্যের সার্থকতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। যে আশায় চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করিয়াছিলেন, কপালগুণে তাহার বিপরীত ফল ফলিল। পুৎ নামে নরক হইতে ত্রাণ করিবার জন্য পুত্র না হইলেও ত্রাণের অন্য উপায় হইয়াছিল। পুরাণোক্ত শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ দর্শন প্রায় ফাঁক যাইত না—চট্টোপাধ্যায় গৃহিণীদিগের কলহের জ্বালায় প্রাচীরে কাক বসিতে পায় না।

চারিটী গৃহিণী ব্যতীত চট্টোপাধ্যায়ের সংসারে একটী ভাগি-

নেয়, এক বিবধা পিসি, মামি এবং অনেকগুলি অনাথা জ্ঞাতি কন্যা থাকেন। এই অনাথা জ্ঞাতিকন্যাগণের মধ্যে একজন সাত মাসের এক পুত্রসন্তান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠা গৃহিণী লীলাবতীর হস্তেদিয়া পরলোক গমন করেন। পিতৃ মাতৃ-হীন শিশু সেই অবধি লীলাবতীর যত্নে লালিত পালিত হইয়া এক্ষণে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। লীলাবতী আদর করিয়া পালিত পুত্রের নাম রাখিয়াছেন "ইন্দ্রচন্দ্র"। কনিষ্ঠা গৃহিণী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদরের গৃহিণী, তাঁর পালিত পুত্র ইন্দ্র-চন্দ্রও আদরের,—সুতরাং আহ্লাদে গোপাল হইবারই কথা। ইন্দ্রচন্দ্রের জ্বালায় গ্রামে লোক তিষ্ঠিতে পারে না। এমন দিন নাই যে দিন ইন্দ্রচন্দ্র একজন না একজনের সঙ্গে বিবাদ না করে। ছোট গৃহিণীর আদরের পুত্র বলিয়া গ্রামের লোক কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না।

শেষদশা পর্য্যন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্তানাদি হইল না দেখিয়া পোষ্যপুত্র লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কনিষ্ঠা গৃহিণী পোষ্যপুত্র লইবার কথা শুনিয়া বলিলেন, "যদি লইতে হয় তবে ইন্দ্রচন্দ্র ব্যতীত আর কাহাকেও লওয়া হইবে না।"

অপরা গৃহিণীত্রয় ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বলি-লেন, "কৃষ্ণধন থাকিতে পোষ্য পুত্রের আবশ্যক কি?"

কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয়; বাল্যকাল হইতে তাঁহারই আশ্রয়ে পালিত।

আপত্তি টিকিল না; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কনিষ্ঠা গৃহিণীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না,—ইন্দ্রচন্দ্রকেই পোষ্যপুত্র লওয়া স্থির হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভাগিনেয়ের নামে যৎ-কিঞ্চিৎ দিয়া সমস্ত বিষয়াশয় ইন্দ্রচন্দ্রের নামে লেখাপড়া

করিয়া দিলেন; কেবল জোড়া বৎসরে শুভকর্ম্ম করিতে নাই বলিয়া পুত্রেষ্টি যাগ স্থগিত রাখিলেন। এই ইন্দ্রচন্দ্রই অদ্য প্রাতেঃ হরকালি মুখোপাধ্যায়ের হস্ত হইতে হুঁকা লওয়ায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গালি দিতেছিলেন।

জমীদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছারী বাড়ির পার্শ্বে হরকালী মুখোপাধ্যায়ের বাস্ত। পূর্ব্বে মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার এক সাহেবের হোসে সরকারী করিতেন; এক্ষণে বৃদ্ধ হওয়ায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই বাস করেন। বাটীর চারিদিক ইষ্টকের প্রাচীর দ্বারা ঘেরোয়া করা। বহির্বাটীর দুই পার্শ্বে দুইটী বৈঠকখানা; সম্মুখে চণ্ডীমণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপের দুই পার্শ্বে সারিবন্দি অনেকগুলি ধানের মরাই। তৎপশ্চাৎ অন্দর, অন্দরের পর বাগান সম্বলিত খিড়কির পুষ্করিণী। স্ত্রী, নলিনীনাথ নামে ষোড়শবর্ষ বয়স্ক এক পুত্র, পুত্রবধূ এবং মহামায়া নামে এক একাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার। সমান ঘর পাওয়া যায় নাই বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় এতাবৎ কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই; এজন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন। পুত্র নলিনীনাথ আধুনিক রকমের সুশিক্ষিত না হইলেও বিষয়াশয় রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ। বাল্যকালাবধি ইন্দ্রচন্দ্রের সহিত প্রণয়, এইজন্য ইন্দ্রচন্দ্র সময়ে সময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে যাইতেন; ইহাতে মুখোপাধ্যায় অসন্তুষ্ট বই কখন সন্তুষ্ট নহেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—oo—

ইন্দ্রচন্দ্রের দৌরাত্ম্য।

গোপাল আমার ক'চিখোকা,
আঁধার ঘরের জোনাকীপোকা।

প্রাচীন গীত।

বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রৌদ্র—ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য। বৃষ্টির অভাবে ধান্যক্ষেত্র সকল ফাটিয়া সাত খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। পথঘাট জন শূন্য, শব্দ মাত্র নাই;—কচিৎ দুই এক জন গ্রাম্য লোক মাথায় মোট করিয়া মাঠের উপর দিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে কাঠঠোক্‌রা পাখীর কুড়ুর কুড়ুর শব্দ শুনা যাইতেছে। গরু বাছুরের জ্বালায় গ্রামস্থ প্রায় সকলেরই সদর দ্বার রুদ্ধ; কেবল জমীদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। গরু বাছুরে তাঁহার কোন ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা নাই—কারণ হরে খানসামা দ্বারে উপবিষ্ট।

মধ্যাহ্নাহারের পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈঠকখানার উপাধানে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধ শায়িত অর্দ্ধ উপবিষ্ট ভাবে অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে নিদ্রামগ্ন—ধৈবতে পঞ্চমে নাসিকাধ্বনি হইতেছে। সেবককে নিদ্রামোহে অচৈতন্য দেখিয়া তামাকুসুন্দরী মনের দুঃখে আত্মঘাতিনী হইতেছেন—অভিমানে আলবোলার নল ওষ্ঠ পরিত্যাগ করতঃ চট্টোপাধ্যায়ের দক্ষিণ বাহুর উপর লম্ব-

মান হইয়া পড়িয়া আছেন। বোধ হয় চক্ষের জল ফেলিয়া থাকিবেন, নচেৎ অমল ধবল ফরাসের উপর দাগ কিসের ?

সদরে একটা গোল উঠিল, "আমি একথা কর্ত্তাকে জানা-বই জানাবো, তাঁর বিচারে যা হয় তাই হবে।"

প্রত্যুত্তর হইল, "ওরে তুই এখন যা, কর্ত্তা উঠ্‌লে আমিই বল্‌বো ; এখন আর গোল করিস্‌ না।"

"না, তা হবেনা। গরীব ব'লে কি তার বিচার নাই।"

আফিঙ খোরের সজাগনিদ্রা—গোলযোগ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের কর্ণে গেল। ডাকিলেন, "ওরে হরে" হরিচরণ ওরফে হরে নিচু হইতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে যাই।"

যথাকালে হরিচরণ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দর্শন দিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের গোল রে হরে ?"

হরিচরণ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একবার ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে ও কিছুই নয়, খোকাবাবু সেধো গোয়ালার গাছথেকে দুটো আম পেড়েচে তাই ও বেটা গোল কর্‌চে ; বলে কর্ত্তাকে জানাবো।"

"সেধো গোয়ালার গাছথেকে দুটো আম পেড়েচে বলে সে এত গোল কচ্চে বলে বোধ হয় না। আচ্ছা তুই তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়, আর একছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়।"

বিমর্ষ হইয়া হরিচরণ কলিকা লইয়া প্রস্থান করিল। সেধো গোয়ালাকে ডাকিয়া কি বলিল কিন্তু সেধো সে কথায় সম্মত হইল না। অগত্যা হরিচরণ তামাকু সাজিয়া আপনিই টানিতে আরম্ভ করিল। যখন দেখিল তামাক প্রায় শেষ হইয়াছে, তখন

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে সেধো গোয়ালাকে সঙ্গে লইয়া বৈঠক-খানায় প্রবেশ করিল। হরিচরণ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া সট্‌কার উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া প্রস্থান করে এমন সময়ে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈরে, সেধোকে ডেকে দিলি না।"

হরিচরণ উত্তর করিল, "আজ্ঞে ঐ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সেধো গোয়ালা এক দীর্ঘ প্রণাম করিয়া ভেউ ভেউ শব্দে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কান্না দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে সাধুচরণ কি হয়েছে। কাঁদ্‌চিস কেন?"

সাধুচরণের মুখে কোন্ কথা নাই, কেবল কাঁদে আর ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়ে। অনেক পেড়াপিড়ির পর সাধুচরণের মুখে বোল ফুটিল। বলিল, "দোহাই কর্ত্তা মহাশয় এর বিচার আপনাকেই কর্ত্তে হবে।"

কর্ত্তামহাশয় বিষম গোলে পড়িলেন। বলিলেন, "আগে কি হয়েচে বল্, তবেতো তার বিচার কর্‌বো। খোকাবাবু তোর গাছে আম পেড়েছে বলে কাঁদ্‌চিস্ কি?"

হ। আজ্ঞে তিনি আমার গাছের আম পাড়্‌বেন কেন? তাঁর অভাব কিসের।"

চ। "তবে কি হয়েছে?

হ। আজ্ঞে আমি দুধনিয়ে হাটে যাচ্ছিলাম আর খোকা-বাবু একটা ইট মেরে আমার দুধ শুদ্ধ হাঁড়িটা ভেঙ্গে দিলেন।" সাধুচরণ আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

"থাম্ থাম্ আর কাঁদিস্‌নে; এখন যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দে। থামকা খোকা তোর হাঁড়িটা ভেঙ্গে দিলে?"

সা। "আমি কিছুই বলি নাই; যদুমোড়ল সাক্ষী আছে।"

চ। "আর সাক্ষীসাবুদে কাজ নাই। তোর হাঁড়িতে কত দুধ ছিল?"

"আজ্ঞে দশসের।"

"দাম কত?"

সাধুচরণ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আজ্ঞে আঠার আনা।"

চ। "আর কাঁদিস্‌নে; সরকারের কাছ থেকে আঠার আনা নিয়ে যা।"

সাধুচরণ আবার এক প্রণাম করিয়া সরকারের নিকট হইতে দাম লইয়া প্রস্থান করিল।

সাধুচরণ প্রস্থান করিলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একবার বৈঠকখানার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হরে খানসামার অনুসন্ধান করিলেন, দেখিলেন হরে নাই। হরে গোলযোগ দেখিয়া তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই চম্পট দিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা জানিতে পারেন নাই। কাজেই একটু রুক্ষস্বরে ডাকিলেন, "হরে একবার এদিকে আয়তো।"

ডাক শুনিয়া হরের মস্তক ঘুরিল—জড়িতস্বরে উত্তর দিল "আজ্ঞে যাই।"

"আজ্ঞে যাই" বলার পরপ্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল; কিন্তু হরিচরণ, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দর্শন দিলেন না। অগত্যা চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় ডাকিলেন, "ওরে বেটা কথাটা কি গ্রাহ্য হ'ল না?"

মাথা ঘুরুক আর কাটাই পড়ুক কিন্তু হরিচরণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। একেবারে একছিলিম তামাক সাজিয়া কলিকায় সজোরে ফুঁ-দিতে দিতে বৈঠকখানার দ্বারের নিকট পাপোসের উপর গিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে যে ওজনে কলিকায় ফুঁ-দিতে ছিল, পাপোসের উপর দাঁড়াইয়া তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিল। ইচ্ছা—চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কথাটা ভুলিয়া যান। চট্টোপাধ্যায় কিন্তু সে প্রকৃতির লোক নহেন; হরিচরণের কলিকায় ফুঁ দেওয়া দেখিয়া ভুলিলেন না। বলিলেন, "হ্যাঁরে বেটা আবার মিছে কথা বোলতে আরম্ভ করেচিস?"

হরিচরণকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে হইল না; আপনিই বলিতে আরম্ভ করিল। বলিল, "আগে ও আমার কাছে আমের কথাই বলেছিলো।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বাপেক্ষা আর একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "তোর কাছে আমের কথা বলেছিল, আর আমার কাছে দুধের কথা বল্লে—না?"

হরিচরণের মুখে আর কোন কথা নাই; মাথা চুলকাইতেছে আর কলিকায় ফুঁ-দিতেছে।

"বার বার তিনবার, এবার যদি তোকে মিছে কথা বল্তে শুনি, তা হ'লে সেই দিনেই দূর করে দেবো"; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নীরব হইলেন। হরেও সেই দগ্ধাবশিষ্ট কলিকা সটকায় দিয়া সে যাত্রা অব্যাহতি পাইল।

ইন্দ্রচন্দ্র সেধো গোয়ালার দুধের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়া কর্ম্মান্তরে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে শুনিলেন সেধো, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট নালিস করিতে গিয়াছে; সুতরাং আর যাওয়া হইল না। কি হয় জানিবার জন্য বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

হরে খানসামা, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্রোধানল হইতে অব্যাহতি পাইবামাত্র সম্মুখে ইন্দ্রচন্দ্রকে দেখিতে পাইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ধমক খাওয়ায় হরিচরণের একটু অভিমান হইয়াছিল; ইন্দ্রচন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার প্রতিশোধটুকু তাঁহারই উপর দিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, সুতরাং হরে ইন্দ্রচন্দ্রকে দেখিয়াও দেখিল না—পাশ কাটাইয়া চলিল। হরে চলিয়া যায় দেখিয়া, ইন্দ্রচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে হরে, সেধো নাকি বাবার কাছে নালিস কত্তে এসেছিল?"

হরে উত্তর দিল না দেখিয়া ইন্দ্রচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে কথা কচ্চিস্ না কেন?"

ইন্দ্রচন্দ্র দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন দেখিয়া, হরে মনে মনে বুঝিল আর উত্তর না দেওয়াটা ভাল নয়, সুতরাং নাকি সুরে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"আজ্ঞা হাঁ কিরে বেটা, ভাল ক'রে কথার জবাব দেনা।"

হ। আজ্ঞা হাঁ এসেছিল।

ই। তারপর কি হ'লো?

হরিচরণ পূর্ব্বাপেক্ষা সুরের ওজন আর একটু চড়াইয়া লইল। বলিল, "হলো আর কি, বড়লোকের ফাঁড়া গরীবের উপর দিয়ে গেল।"

দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন ইন্দ্রচন্দ্র ব্যাপারটা ভালরূপ বুঝিতে পারিলেন না, তখন হরের উপরে রাগ হইল। বলিলেন, "বেটা বড়লোকের ফাঁড়া গরীবের উপর দিয়ে যাবে না তবে কি বড় লোকের উপর দিয়ে যাবে? তবে গরীব কোন্ কাজের জন্যে? এখনও তোর ফাঁড়া যায় নাই; কি হয়েচে ভেঙ্গে বল, নাইলে তোর এই ঝাঁকড়া চুল টেনে

ছিঁড়বো।” এক লম্ফে ইন্দ্রচন্দ্র হরিচরণের চুলের ঝুঁটি ধরি লেন।

হরিচরণ। “উ-হু ছাড়, খোকাবাবু ছাড় বল্‌চি গো বল্‌চি।”

ইন্দ্রচন্দ্র। “বল্‌ বেটা, আগে বল্‌ তবে ছাড়্‌বো।”

হরিচরণের চুলে টান পড়ায় অভিমানে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। বলিল, “কি বল্‌তে হবে শীঘ্র বলুন; আমি মরে গেলুম।”

ইন্দ্রচন্দ্র। “মর্‌বে না তো কি জীয়ন্ত থাক্‌তে তোমায় ছাড়্‌বো। এখন যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক ঠিক তার জবাব দে।”

ইন্দ্রচন্দ্র হরে খানসামার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আছেন, সুতরাং হরির আর সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপায় নাই—উভয় জানুর উপর উভয় হস্ত রাখিয়া উবু হইয়া বলিল, “বলুন।”

ইন্দ্র। সেথো বাবার কাছে এসেছিলো?

হরি। আজ্ঞা হাঁ, এসেছিল।

ইন্দ্র। কি বল্‌লে?

হরি। আমি প্রথমে তাকে কর্ত্তার কাছে যেতে দি নাই, কিন্তু সে গোল কর্‌তে লাগ্‌লো, ক্রমেই কর্ত্তা উপর থেকে শুন্‌তে পেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “কিসের গোল রে হরে” আমি আপনার জন্ত একটা মিছে কথা কয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেম। কিন্তু কর্ত্তা বিশ্বাস কর্‌লেন না, তাকে ডেকে পাঠালেন আর সে সব কথা বলে দিলে।

ইন্দ্র। তার পর।

হরে। তার পর কর্ত্তা তাকে দুধের দাম দিয়ে বিদায় ক’রে দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই অপমান কর্‌লেন।

ইন্দ্র। সেথো আর কিছু বল্‌লে?

হরি। আর কিছু বলে নাই।

ইন্দ্রচন্দ্র, "যা বেটা বেঁচে গেলি" বলিয়া হরের ঝাবলাঝার চুলের মুটি পরিত্যাগ করিলেন।

মুক্তিযুক্ত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হরিচরণ দুই-চারি পদ গমন করিয়া কি ভাবিয়া আবার ফিরিল। ইন্দ্রচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে, লেগেচে?"

হরিচরণ বলিল, "আজ্ঞে না একটা কথা মনে প'ড়ে গেল।"

ইন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "কি?"

হরিচরণ একটা অনাহূত মিথ্যা কথা বলিল। বলিল, "যদু মোড়ল হরের হয়ে সাক্ষী দিতে এসেছিল, আমি তাকে কর্ত্তার কাছে যেতে দি নাই।"

"বটে" বলিয়া ইন্দ্রচন্দ্র একবার দপ্তর খানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎপরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কাপড়ের ভিতর করিয়া লম্বা রকম একটা জিনিস লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। হরেও আপনার কার্য্যে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—::—

উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে।

"বায়সে কোরন্তি দোষঃ,
শরে হংস নিপাতিত।
দুর্জ্জন সহবাসে ন,
অকাল মৃত্যুরেবচ।"

রামায়ণ।

অপরাহ্নে চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দ্রচন্দ্রের মাষ্টারকে সঙ্গে লইয়া উদ্যান ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে বড় মণ্ডল আসিয়া নালিস করিল, "খোকাবাবু গুলি করে আমার তিনটা ছাগল মেরে ফেলেছেন।"

কথাটা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ভাল লাগিল না, বলিলেন, "মাষ্টার তুমি ছেলেটাকে শাসন কর্‌তে পার্‌লে না!"

মাষ্টার মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মশায়, আপনার ছেলেকে আমি শাসন করবো কি, সে আমায় শাসন করে। পড়া করে না বলে পরশু আমি তার কাণমলে দিয়েছিলেম, তাই জন্যে সে যা উত্তর কর্‌লে, তা শুন্‌লে আপনি অবাক্ হবেন।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "কি রকম!"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, আমি তার কাণমলে দেওয়ায় উত্তর কর্‌লে, "আপনি আমায় মারেন কেন? আপনি জানেন

আর দিন কতক বাদে আমি এই কৃষ্ণনগরের জমীদার হবো, আমার লেখা পড়া শেখবার দরকার ?”

মাষ্টারের কথা শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “দেখো মাষ্টার, ছেলেটা দুষ্টুই হোক্ আর যাই হোক্ কিন্তু বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ। ছেলে হবে তো অম্‌নি। পরের দুটো ক্ষতি করে, তার বাপ মা না হয় দাম ধরে নেবে—সেটা না হয় দেওয়াই গেল। পরের ছেলেকে দু ঘা মেরে আসে, না হয় তার বাপ মা দুটো গালাগালি দিলে—তাও বরং সহ্য করা যায়। কিন্তু বাবু পরের ছেলের মার খেয়ে ঘরে এসে, “বাবা আমাকে মেরেছে” বলে কাঁদা, আমার কোন মতে সহ্য হয় না। তুমি কি বল মাষ্টার ?”

মাষ্টার। আজ্ঞে তা বটে ; তবে কিনা অমন করে বেড়ানটা বড় ভাল নয়।

চট্টোপাধ্যায়। আচ্ছা আচ্ছা তুমি না পার আমি শাসন করে দিচ্ছি। ওরে ইন্দ্র যদি বাড়ীতে থাকে,তবে একবার আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়তো।

উদ্যানের উড়ে মালী ব্যতীত সে সময়ে তথায় আর কেহ উপস্থিত ছিল না। দুর্দ্দান্ত বালক ইন্দ্রচন্দ্রকে কর্ত্তা নিজে শাসন করিবেন শুনিয়া মালী মহা আনন্দে অন্দরের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি ইন্দ্রচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিল।

ইন্দ্রচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি আমায় ডাক্‌চেন ?”

চট্টোপাধ্যায়। হাঁ, তুমি নাকি বছর তিনটে ছাগল গুলিকরে মেরেছ ?

ইন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ।

চট্টোপাধ্যায়। কেন মার্‌লে?

ইন্দ্রচন্দ্র নিরুত্তর; অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইন্দ্রচন্দ্রকে নিরুত্তর দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, বন্দুক পেলে কোথায়?"

ইন্দ্র। দপ্তরখানা থেকে চাবি নিয়ে আপনার বাক্স খুলে নিয়েচি।

চট্টোপাধ্যায়। চাবি দিলে কে?

ইন্দ্র। সরকার।

চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে আর কেউ ছিল?

ই। আজ্ঞে না।

যদু মণ্ডল এতাবৎকাল চুপ করিয়া ছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। বলিল, আজ্ঞে হাঁ, আপনার সরকার রাজকুমার ছিল।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "রাজকুমার তোমার সঙ্গেছিল, আর তুমি বল্‌চো না?"

ইন্দ্র। "আজ্ঞা না, রাজকুমার সঙ্গে ছিল না।"

চট্টোপাধ্যায়। যদু কি তবে মিথ্যা কথা বল্‌চে?

ইন্দ্র। আজ্ঞা হাঁ, এটা যদুর নিশ্চয় মিথ্যা কথা।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যদু মণ্ডল অপেক্ষা ইন্দ্রচন্দ্রের কথা অধিক বিশ্বাস করিলেন। ইন্দ্রচন্দ্রের পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,"ছি বাবা,তুমি হ'লে ভদ্রলোকের ছেলে; তোমার কি এরকম করে বেড়ানটা ভাল দেখায়। আজ বাদে কাল তুমি এখানকার জমীদার হ'বে—দশজনে তোমাকে মান্য কর্‌বে; তুমি এ রকম ক'রে বেড়ালে চল্‌বে কেন? যাও, বাড়ির ভিতর যাও, দুষ্টুমি করো না, তোমাকে একটা ঘোঁড়া কিনে দেবো।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঘোড়া কিনিয়া দিবে শুনিয়া ইন্দ্রচন্দ্র আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে বাটীর ভিতর গেল। ইন্দ্রচন্দ্র চলিয়া গেলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যদু মণ্ডলকে বলিলেন, "যদু যা হবার তা হয়েচে; ছেলে মানুষ একটা কাজ করে ফেলেচে, তা কি কর্‌বি বল! তোর ছাগল তিনটের যা দাম হয় দপ্তর খানা থেকে নিয়ে যা; কিছু মনে করিস্‌ না।"

"মনে আর কর্‌বো কি" বলিয়া যদু ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিল।

যদু প্রস্থান করিলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাষ্টারকে বলিলেন, "চল মাষ্টার বাড়ি যাওয়া যাক্‌।"

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, "চলুন।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাইতে যাইতে বলিলেন, "দেখ মাষ্টার রাজা বেটাই ছেলেটাকে খারাপ কর্‌লে।"

মাষ্টার বলিলেন "তার আর ভুল আছে।"

উ‍ড়ে মালী ইন্দ্রচন্দ্রের শাসন দেখিয়া মনে মনে বলিল, "আঃ জগড়নাথ জাতি কুড় রক্ষা কড়িলা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০০—

ইন্দ্রচন্দ্রে কৃষ্ণধনে।

যে বিদ্যা দিয়াছ মা ফিরে কেন লাওনা।
আমার বই কেনার টাকা গুলো ফিরে কেন দাও না।
—একটা কারবার করে থাই।
ছকুবাবু।

পল্লিগ্রামের প্রভাত বর্ণন আর কি করিব; হয়ত পাঠকের তাহা ভাল লাগিবেনা। কলিকাতার ন্যায় মহানগরী হইলে বলিতাম, গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িল; ঝনর ঝনর করিয়া স্কাভেঞ্জারের গাড়ি যাইতেছে; "টিকে নেবে" বলিয়া টিকে ওয়ালা হাঁকিতেছে; চাদর গলায় লাল খেরো মোড়া খোতেন বগলে পাওনাদারেরা বড়লোকের বৈঠকখানার দরজার পার্শ্ব হইতে বাবুকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতেছে— বাবু বলিতেছেন, "আজ নয় দিন কতক পরে এস।" বাবুর ছেলেরা নিচের ঘরে কেবল মাত্র "নসিরাম দঁকে পড়িয়াছে" "নসিরাম দঁকে পড়িয়াছে" বলিয়া পড়া মুখস্থের ভাণ করিয়া মাষ্টারকে ফাঁকিদিতেছে—মাষ্টারও মনে মনে "ভেরিগুড, ভেরিগুড" বলিতেছেন। পল্লিগ্রামে—বিশেষতঃ গৌরাঙ্গপুরের ন্যায় পল্লিগ্রামে এসকল কিছুই নাই; এই জন্য বলিতেছিলাম প্রভাত বর্ণনটা পাঠক বর্গের বড় ভাল লাগিবে না।

যাহোক এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পাড়াগাঁয়ে

দস্তুরমত কাক কোকিল ডাকিয়া প্রভাত হয়। অদ্যও তাহাই হইল, সঙ্গে সঙ্গে জমীদার বাটীতে লোক সমাগম হইতে লাগিল ; কিন্তু লালথাতা বগলে নহে। জমীদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাছারী করিয়া বসিয়াছেন। নায়েব, সরকারেরা যথাযোগ্য স্থানে বসিয়াছে ; প্রজারা নিজ নিজ অভাব জানাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যথাযোগ্য প্রতিবিধান হইতেছে। স্কুলঘরে ভাগিনেয় কৃষ্ণধন পাঠাভ্যাস করিতেছে, কিন্তু "নসিরাম দঁকে পড়িয়াছে" বলিতেছে না। বাস্তবিকই নিবিষ্টমনে পাঠ অভ্যাস করিতেছে ; এমন সময়ে ইন্দ্রচন্দ্র আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল। কৃষ্ণধন পাঠাভ্যাসে নিবিষ্ট, ইন্দ্রচন্দ্র পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে-দেখিতে পাইল না। অনেকক্ষণের পর ইন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণধনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কিহে পড়ায় যে বড় আটা দেখ্‌চি—ব্যাপারটা কি ?"

কৃষ্ণধন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল ইন্দ্রচন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন তুমি কি বল ; তোমার মত ইয়ারকি দিয়ে বেড়ালেই কি ভাল হয়।"

ইন্দ্র। ইয়ারকি দেওয়া মুখের কথা নয়, পূর্ব্বজন্মের সাধনা চাই।

কৃষ্ণধন। "তোমার সাধনা তোমাতেই থাক, আমার ওতে কাজ নাই ; আমরা হ'লেম গরীবের ছেলে, লেখা পড়া না কর্‌লে চলবে কেন ?

ইন্দ্র। দেখো পড়ে যেন হাত পা ভাঙ্গে না।

কৃষ্ণধন, ইন্দ্রচন্দ্রকে কথায় না পারিয়া বলিল, "ভাই তোমাকে একটা কথা বলবো শুন্‌বে কি ?"

ইন্দ্রচন্দ্র বলিল "কি ?" কৃষ্ণধন বলিল, "দেখ, নিজে তো

কিছু কর্‌বে না ; অপরে যদি কিছু করে তা হ'লে প্রতিবন্ধক হওয়া কি উচিত।” কৃষ্ণধনের কথা শুনিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিয়া উঠিল ; ভাল ভাল—তোমার পেটে যে ভূত পেৎনি জন্মেচে শুনেও সুখী হলেম। এখন চল একটা ঘোড়া পসন্দ করে আসি।”

ইন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণধনের পাঠ্য পুস্তক বন্ধ করিয়া দিল।

এইবার কৃষ্ণধন একটু ক্রুদ্ধ হইল, বলিল “কেন ভাই বিরক্ত কর। ইয়ারকি আমার ভাল লাগেনা ; ইয়ারকি দেবার ইচ্ছা হয়,তোমার প্রাণের ইয়ার রাজকুমারের কাছে যাও।”

“কিরে বাবু, ক্রমেই যে গরম হয়ে উঠলি। ইয়ারকি রাজকুমারের সঙ্গে দেবো না তো কি তোর সঙ্গে দেবো ? রাজকুমারকে কত ভালবাসি তা জানিস্—সেদিন যেদো মোড়লের ছাগল মার্‌লাম, রাজকুমার আমার সঙ্গে ছিল ব'লে যদু স্বাক্ষী দিলে কিন্তু আমি এককথায় তার সব উড়িয়ে দিলাম। ইয়ারকি দিবি তো শেখ ; এমনি করে ইয়ারকি দিতে হয়।”

কৃষ্ণধন। মিছে কথা কয়ে বড় কাজই করেচ।

ইন্দ্র। মিছে কথা কিরে গাধা ; একে কি মিছে কথা বলে ?

কৃষ্ণধন। আমাকে গাধা বল্‌লি যে ?

ইন্দ্র। তোকে বলি—না তোর আক্কেলকে বলি।

ক্রমে উভয়ে তুই তোকারি আরম্ভ হইল। কৃষ্ণধন বলিল, “তুই আমার সঙ্গে কইতে পাবিনা।”

“না কথা কইলাম তো বোয়ে গেল” বলিয়া, ইন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণধনকে একটা ধাক্কা মারিল।

“তুই আমাকে ধাক্কা মার্‌লি যে” বলিয়া কৃষ্ণধনও ইন্দ্রচন্দ্রকে একটা ধাক্কা মারিল।

শেষ উভয়ে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। কৃষ্ণধন দুর্ব্বল,ইন্দ্রচন্দ্র

তাহা অপেক্ষা বলবান সুতরাং কৃষ্ণধন ইন্দ্রচন্দ্রের জোরে পরিল না—প্রহার খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতুলের নিকটে নালিস করিতে গেল; ইন্দ্রচন্দ্রও বাটীর ভিতর প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাজীর বিচার।

"ছারদেশের পাপবিচার উল্টা কাঠায় মাপ।"

প্রবাদবচন।

ছার দেশের পাপ বিচারে উল্টাকাঠায় মাপ হইবেই হইবে। সেখানকার চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়াইবে এবং রামা ঘোড়া চড়িবেই চড়িবে—ইহা স্থির নিশ্চয়। আমি তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিব। জমীদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাতাতে গাত্রোত্থান করিয়া কাছারী করিতেছেন—ভাগিনেয় কৃষ্টধন আসিয়া নালিস করিল "ইন্দ্রচন্দ্র আমাকে মেরেচে।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আঃ আর পারা যায় না; কেন মারলে?"

কৃষ্ণধন কলহ ব্যতীত যাবতীয় ব্যাপার বলিলেন। বলা বাহুল্য যদুমণ্ডলের ছাগল মারা হাঙ্গামায় রাজকুমার উপস্থিত ছিল, তাহাও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ণে উঠিল। শুনিয়া চট্টো

পাধ্যায় মহাশয় ডাকিলেন, "হরে" ডাক শুনিয়া হরে খানসামা উত্তর করিল "আজ্ঞে।"

"বাড়ির ভিতর থেকে হঁদে বেটার কাণ ধরে নিয়ে আয়।"

হরিচরণকে ইন্দ্রচন্দ্রের কাণ ধরিয়া আনিতে হইল না, আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সম্মুখে ইন্দ্রচন্দ্রকে দেখিয়া চট্টোধ্যায় মহাশয় বলিলেন,"বাপু তুমি যে আমায় অস্থির করে তুল্‌লে।"

ইন্দ্রচন্দ্র নতমুখে উত্তর করিল, "আমি এমন কিছুই করিনাই যাতে আপনি অস্থির হবেন?"

চট্টোপাধ্যায়। কর নাই আর কেমন করে। এই কৃষ্ণধনকে মেরেচো।

ইন্দ্র। আমাকে মেরেচে, আমিও ওকে মেরেচি।

চট্টোপাধ্যায়। তোমাকে খামকাই মার্‌লে?

ইন্দ্র। আজ্ঞে না; আগে আমিই ওকে মেরেচি, কিন্তু তার আগে আমাকে মিথ্যাবাদী বলেচে।

চট্টোপাধ্যায়। একথা তো ও বল্‌তেই পারে; যেদিন তুমি যদু মোড়লের ছাগল মার তোমার সঙ্গে রাজকুমার ছিল, কিন্তু তুমি তখন আমার কাছে অস্বীকার করেছিলে, আর আজ নিজ মুখে কৃষ্ণধনের কাছে স্বীকার করেছো।

ইন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ।

চট্টোপাধায়। তাই জন্যেই তোমায় মিথ্যাবাদী বলেচে।

ইন্দ্রচন্দ্র নির্ব্বাক নিস্পন্দ—অবনত মস্তকে কাষ্ঠ পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন আমার সাক্ষাতে মিছে কথা কইলে কেন?"

ইন্দ্র। নচেৎ রাজকুমারের চাক্‌রী যায়।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে আর কথা নাই। অনেকক্ষণের পর বলিলেন, "বাবা কৃষ্ণধন যাও পড়গে, তুমি আর ইন্দ্রের সঙ্গে আলাপ রেখো না। ইন্দ্রচন্দ্রকে বলিলেন, "আর এমন কাজ করো না, যাও বাড়ির ভিতর যাও।

মোকর্দ্দমা মিটিয়া গেল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নীরবে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে গেল; ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্দরে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে নায়েব, মুহরী, এবং পারিসদ বর্গেরাও গাত্রোত্থান করিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্দরের দিকে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিলেন। রাজকুমারক বলিলেন, "দেখ রাজকুমার তুমি কাল থেকে অন্যত্র কর্ম্মের চেষ্টা ক'রো; এখানে সুবিধা হবে না।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া রাজকুমার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—অনেক কাঁদা কাটা করিল, কিন্তু তখন কোন ফল হইল না। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কথাটা বলিয়া আর দাঁড়াইলেন না; চোক মুছিতে মুছিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন দুই একজন লোক তাহা দেখিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রাজকুমার রায়।

"অন্যোহন্য দোষে গুণসন্নিপাতে,
নিমজ্জতীন্দরিতি যোব ভাষে।
নূনং ন দৃষ্টিং কবিনাপিতেন,
দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী ॥"
মন্দারমালা।

রাজকুমার রায় রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ—বংশজ। চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায়ের জমীদারী গৌরাঙ্গপুরেই বাস। অতি অল্প বয়সেই রাজকুমার পিতৃহীন হয়। রাজকুমারের পিতা গৌরীশঙ্কর রায়ের কয়েক ঘর যজমান ছিল; তাহাদেরই পৌরহিত্য করিয়া কায় ক্লেশে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃহীন বালক রাজকুমার গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালে কয়েক বৎসর পড়িয়া যৎকিঞ্চিৎ বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছিল; তাহারই সাহায্যে জমীদার সরকারে ছয় টাকা মাহিনায় একটী মুহুরী গিরি পাইয়া এক রকমে দিন নির্ব্বাহ করিতেছিল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত;—অকস্মাৎ চাকুরী গেল। পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিবে বলিয়া রাজকুমারের মাতা যাহা দুই চারি বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী ছিল, বন্ধক দিয়া এবং তাহার উপর কিছু ঋণ করিয়া তিন শতটাকা

পণ দিয়া অতি অল্পবয়সেই রাজকুমারের বিবাহ দিয়াছিলেন। মাতা, ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক বিধবা ভগিনী, স্ত্রী এবং দুইটী শিশু সন্তান রাজকুমারকে ভরণ পোষণ করিতে হয়।

অদ্য এক মাস হইল রাজকুমারের চাকুরী গিয়াছে। দিন আর যায় না। চাকুরী করিয়া রাজকুমার কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে নাই; সুতরাং বিপদগ্রস্ত হইতে হইল। প্রথম দুই চারি দিন বন্ধুবান্ধবগণের নিকট ঋণ করিল; শেষ যখন সকলে জানিল রাজকুমারের চাকুরী গিয়াছে, তখন আর কেহ ঋণ দিল না; অগত্যা ঘটিবাটী ইত্যাদি গৃহ সামগ্রীর উপর হাত পড়িল। কতক বা বন্ধক দিয়া কতক বা বিক্রয় করিয়া রাজকুমার আরও কয়েকদিন স্ত্রীপুত্র দিগকে দুই বেলা দুই মুঠা খাওয়াইল; কিন্তু আর চলে না। আজ আর কিছুই নাই, যাহা দিয়া রাজকুমার চারিটী চাউলের সংস্থান করিতে পারে। দুই প্রহর অতীত হইল উনানে হাঁড়ি চড়িল না। রাজকুমারের মাতা রাজকুমারের উপর কি জানি কিকারণে অভিমান করিয়া দাওয়ার উপর একপার্শ্বে বসিয়া আছেন; ভগিনী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছে, স্ত্রী কনিষ্ঠ পুত্রকে স্তনপান করাইতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী খাইবার জন্য মাতার নিকট উঁপদ্রব করিতেছে। আর রাজকুমার! রাজকুমার উঠানে বসিয়া তামাক সাজিতেছে, খাইতেছে,—ঢালিতেছে—আবার সাজিতেছে, আবার খাই-তেছে, আবার ঢালিতেছে; আর আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে।

এপাড়া সেপাড়া বেড়াইয়া অনেকক্ষণের পর ভগিনী বাটী আসিল দেখিয়া রাজকুমার বলিল, "দেখ্‌ সরস্বতী এত কষ্টে পড়েও তোর পাড়া বেড়ান রোগটা গেল না? এতে কেউ

মন্দ বই ভাল বলে না; আর আমার মাথা হেঁট হয়। আগেতো তুই এমন ছিলি না।"

যে ভগিনী ভ্রাতার ভয়ে সম্মুখে আসিত না, সেই ভগিনী রাজকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, "তার আর হবে কি? না হয় একটু বেড়াতেই গেলেম; এতে যদি মাথা হেঁট হয়, তা হলে আমাকে এখানে রাখ্‌বার দরকার কি? আমার গহণা গুলো ফেলে দাও, আমি চলে যাচ্চি।"

রাজকুমারের মাতা দাওয়ায় বসিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া উত্তর করিলেন, "যার দুমুঠো খেতে দেবার ক্ষমতা নাই, তার শাসন লোকে শুন্‌বে কেন?"

ভগিনী বালিকা; তাহার কথা শুনিয়া রাজকুমারের যত দুঃখ হউক না হউক মাতার কথা শুনিয়া একটু দুঃখ হইল; চক্ষে একটু জল আসিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটী "ক্ষুধা পাইয়াছে" বলিয়া মাতার নিকট উপদ্রব করিতেছিল। মাতা অনেক বুঝাইল "বাবা একটু থাম";—বাবা তাহা বুঝিল না। রাজকুমারের স্ত্রীর চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল। "বল্‌লে বুঝিস্‌ না" বলিয়া অগত্যা রাজকুমারের স্ত্রী পুত্রের পৃষ্ঠে এক চাপড় বসাইয়া দিলেন। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিল; কি বলিবার জন্য পিতার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল রাজকুমার কাঁদিতেছে। শিশু নিজ মনোভাব প্রকাশ করিল না। বলিল, "বাবা তুই কাঁনচিস্‌।"

বালকের কথা শুনিয়া রাজকুমারের চক্ষের জল উছলিয়া উঠিল। পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "না বাবা কাঁদিনাই।"

"এই যে বাবা তোর চকে জল রয়েচে" বলিয়া বালক ক্ষুদ্র হস্ত দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিল।

রাজকুমার বালককে বলিল, "বাবা তোমার মার কাছে থেকে গাম্‌ছা খানা নিয়ে এস।"

বালক বলিল, "কোথা যাবি বাবা?"

আবার রাজকুমারের চক্ষে জল দেখা দিল। বলিল, "তোমার জন্যে খাবার আন্‌তে যাব বাবা।"

পিতা খাবার আনিতে যাইবে শুনিয়া বালক দৌড়িয়া মাতার নিকট হইতে গাম্‌ছা আনিয়া দিল। রাজকুমার সেই মধ্যাহ্নকালে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে গাম্‌ছা স্কন্ধে বাটী হইতে বহির্গত হইল।

রাজকুমার পথে বাহির হইল বটে, কিন্তু কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; লক্ষ্যহীন হইয়া গ্রাম পার হইয়া চলিল। গ্রামের প্রান্ত ভাগে একখানি মুদীর দোকান। মুদী মহাশয় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিরাশীসিক্কা ওজনের প্রায় অর্দ্ধ মোণি বেলে মৃত্তিকা নির্ম্মিত ভোজন পাত্র হইতে ভুক্তাবশিষ্ট কুকুরকে দিবার জন্য পথিপার্শ্বে নিক্ষেপ করিতেছিলেন; রাজকুমারকে যাইতে দেখিয়া ডাকিল, "ওগো রায় মশায়! সেদিনকার পয়সা কটা দিলেন না?"

রায় মহাশয় কি উত্তর দিবেন প্রথমে ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিলেন না। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে দুই এক ঢোক গিলিয়া উত্তর দিলেন, "পয়সা কয়টা হাতে নাই বলে দিতে পারি নাই বাপু; আরও দুই চারি দিন তোমায় অপেক্ষা কর্‌তে হবে।"

"হাতে পয়সা নাই বল্‌লে আমাদের চলে কোথা থেকে। আপ্‌নি সেই দিনেই দিয়ে যাব বলে নিয়ে গেলেন, তার পর আজ কদিন হলো দেখুন দেখি। এইজন্যই তো লোককে ধার

দিইনা।” বলিয়া মুদী মহাশয় মুখ প্রক্ষালন জন্য উচ্ছিষ্ট পাত্র হস্তে পুকুর ঘাটে নামিয়া গেলেন, রাজকুমারও গন্তব্য পথে চলিল।

রাজকুমার গ্রাম পার হইয়া মাঠের উপর পড়িল। এইটী গৌরাঙ্গপুরের মাঠ। রাজকুমার মাঠ পার হইয়া এক গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। গ্রামের নাম সোনাটিক্‌রী। সোনা-টিক্‌রী গৌরাঙ্গপুর হইতে এক ক্রোশ ব্যবধান। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাজকুমার এক দ্বিতল ইষ্টকালয়ের দ্বারে দাঁড়া-ইয়া ডাকিল, “বন্ধু বাড়ী আছ হে?”

একবার, দুইবার, তিনবার, রাজকুমার প্রাণপণে চিৎকার করিল; কিন্তু কোথায় বা বন্ধু আর কোথায় বা কে। বন্ধু আহা-রান্তে নিদ্রা যাইতেছিলেন; অনেক ডাকাডাকিতে কর্ণে শব্দ প্রবেশ করিল, শয়নাবস্থাতেই একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “দুপুর বেলা কে ডাকাডাকি করে দেখ্‌তো রে”

ভৃত্য বহির্দ্বারে আসিয়া রাজকুমারকে বলিল, “কাকে ডাক্‌চো গো?”

রাজকুমার ধীরে ধীরে বলিল, “শ্যাম বাবুকে ব্‌লগে যে, গৌরাঙ্গপুর থেকে তোমার বন্ধু দেখা কোর্‌তে এসেচে; বিশেষ দর্‌কার।”

ভৃত্য বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মনিবের নিকট রাজকুমার ঘটিত আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। শুনিয়া শ্যামবাবু ভৃত্যকে বলিলেন, “বল্‌গে যা বাবু বাড়িতে নাই।”

যেরূপ স্বরে শ্যামবাবু ভৃত্যকে, “বল্‌গে যা বাবু বাড়ি নাই” অনুমতি করিলেন; তাহাতে ভৃত্যকে রাজকুমারের নিকটে আসিয়া আর শুনাইবার আবশ্যক হইল না; নীচে দাঁড়াইয়া

রাজকুমার স্বকর্ণে সকলই শুনিতে পাইল। বলিল, "বন্ধু আজ যা এসেচি তা এসেচি কিন্তু আর আস্‌বো না; আর তোমায় বিরক্ত কর্‌বো না। ভাই আজ আমার ছেলে দুটীকে কিছু খেতে দাও। তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু; তোমার কাছে দুঃখ জানাব না তো আর কারকাছে জানাবো ভাই?"

শ্যামবাবু রাজকুমারের বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী। এক্ষণে ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছেন, আর তাহারই কল্যাণে কলিকাতার এক সওদাগর আফিসে কর্ম্ম করেন; সুতরাং নিজে কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। পূজাপার্ব্বণে বড়গোছের ছুটী পাইলে দুই চারিদিনের জন্য বাটী আইসেন। জানিনা কিকারণে এবার তিন মাসের ছুটী লইয়া বাটী বসিয়া আছেন। তবে শ্যামবাবু তহবিল ভাঙ্গিয়া বাটীতে লুকাইয়া আছেন বলিয়া গ্রামের কেহ কেহ কানাঘুষা করে। ফলকথা কুড়িটাকা মাহিনার চাকুরীতে কলিকাতার বাসাখরচ চালাইয়া শ্যামবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাতে চাকুরী করিলেও চলে, না করিলেও চলে। রাজকুমারের চাকুরী গেলে একদিন এই বাল্যবন্ধু শ্যামবাবুর সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাৎ হয় এবং রাজকুমারের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নগদ চারি আনা সাহায্যও করেন। সেই লোভে রাজকুমার আবার অদ্য ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়াছে জানিয়াও শ্যামবাবু ভৃত্যকে বলিলেন, "দাঁড়িয়ে ফেল ফেল করে চেয়ে রয়েছিস্ কেন? যা বল্‌গে যা বাবু বাড়ি নাই।"

ভৃত্য ইংরাজী সভ্যতালোক প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং ঘোর-তর অস্বীকারটা অভ্যস্ত হইয়া উঠে নাই; এই জন্য উত্তর করিল, "আপনি বাড়ী আছেন, বামুন ঠাকুর তা জান্‌তে পেরেছে।"

শ্যামবাবু। "আরে মর্ বেটা বল্‌গে । আমি বাড়িতে নাই।"

সরলচিত্ত চাষাভৃত্য মনিবের তাড়া খাইয়া রাজকুমারের নিকট আসিয়া বলিল, "বাবু বল্‌লেন, বাবু বাড়ি নাই।"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া এই দুঃখের সময়েও রাজকুমারের হাঁসি আসিল। ভৃত্যের মস্তকে হস্তদিয়া বলিল, বাপু তোমায় আশীর্ব্বাদ করি ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'ক। কিন্তু, বাপু একটী কাজ কর্‌তে হবে, একবার তোমার বাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে।"

ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে মিথ্যাকথা কহিলে কি শাস্তি হয় ভৃত্য এতক্ষণ মনে মনে তাহাই চিন্তা করিতেছিল। এক্ষণে রাজকুমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল দেখিয়া বলিল, "ঠাকুর আমার কোন অপরাধ নেবেন না। কেন আপ্‌নি এত ডাকাডাকি কর্‌চেন, বাবু আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না; আমার সঙ্গে আসুন গাছ থেকে একটা লাউ পেড়ে দিচ্ছি নিয়ে যান।"

রাজকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিল; শেষ উপায়ান্তর না দেখিয়া ভৃত্য সঙ্গে তাহার বাটী হইতে একটা লাউ এবং দুইটী পয়সা লইয়া বাটী অভিমুখে রওনা হইল।

এই সোনাটিকুরী গ্রাম খানিও চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায়ের জমীদারী এলেকাভুক্ত। রাজকুমার, জমীদার সরকারে কার্য্য করে সকলেই তাহা জানে। গ্রামের ভিতর দিয়া আসিবার কালে অনেকের সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাৎ হইল; অনেকে শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল। রাজকুমার ভাল আছি বলিয়া সকলের কথায় জবাব দিল।

মধু ঘোষ বাজরা মাথায় হাট করিয়া আসিতেছে, পথে রাজকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মধু রাজকুমারকে দেখিয়া বাজরা নামাইয়া প্রণাম করিল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে মধু ভাল আছিস্ তো?"

মধু হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে একমুখ দাড়িশুদ্ধ মুখ ব্যাদান করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ দাদা ঠাকুর; আপনি ভাল আছেন তো, মা ঠাক্‌রণ ভাল আছেন?"

"হাঁ সব ভাল আছে বলিয়া রাজকুমার চলিয়া যায় দেখিয়া মধুঘোষ বলিল, "দাদাঠাকুর আমার যদি একটু উপকার করেন, তো আপনার চরণের ধুলো হয়ে থাকি।"

রাজকুমার বলিল কি কর্‌তে হবে বল্; ঢের বেলা হয়েছে এখনও খাওয়া হয় নাই।"

মধুর মুখে কথা নাই; মুখ বিকৃত করিয়া কটিদেশ হইতে ঘর্ম্মসিক্ত মসিবিনিন্দিত কৃষ্ণবর্ণ গেঁজের ভিতর হইতে কতক গুলি পয়সা পথে বিছাইয়া চারি অঙ্গুলিদ্বারা "এই রাম, দুই, তিন" করিয়া আট আনা গণিয়া রাজকুমারের হস্তে দিয়া বলিল, "দাদাঠাকুর আমার সেই আর বছুরে বাকী খাজানা জমা করে দেবেন। আর এই বেগুণ কটা আপনি খাবেন্।"

মধুর কথা শুনিয়া রাজকুমার বলিতেছিল যে, জমীদার সরকার হইতে আমার চাকুরী গিয়াছে। কিন্তু কি ভাবিয়া বলিল না; আট গণ্ডা পয়সা হস্তে লইয়া বলিল, "আচ্ছা।"

মধুঘোষ আট গণ্ডা পয়সা জমীদার কাছারীতে জমা এবং বেগুণ কয়টী রাজকুমারকে খাইতে দিয়া সানন্দচিত্তে প্রস্থান করিল; রাজকুমারও ভাবিতে ভাবিতে সোনাটিকুরী ছাড়াইয়া মাঠে আসিয়া পড়িল।

রাজকুমার ধীর, সত্যবাদী, পরোপকারী বলিয়া গ্রামের মধ্যে খ্যাতি ছিল; বস্তুতঃ তাহাই ঠিক। ইচ্ছা করিলে রাজকুমার জমীদার সরকারে থাকিয়া অনেক উপায় করিতে পারিত; কিন্তু এ উপায়ে উপার্জ্জন করাকে রাজকুমার বিশেষ ঘৃণা করিত। এই জন্য রাজকুমারকে জবাব দিবার কালীন চন্দ্র শিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চক্ষু দিয়া জল পড়িয়াছিল। শীঘ্র শীঘ্র হিসাব নিকাশ পাইবার জন্য একদিন একজন রাজকুমারকে দশটাকা ঘুষ দেয়, রাজকুমার টাকা কয়টী নিজে না লইয়া তৎপর দিবস সেই লোক সমেত টাকা দশটী জমীদার সরকারে দাখিল করিয়া দিল। সেই রাজকুমার অদ্য মধু ঘোষের আট গণ্ডা পয়সা হস্তে লইয়া ভাবিতেছে, "জমা দিব কি না।"

রাজকুমার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ পরাস্ত হইল। আবশ্যক—বিশেষ আবশ্যক—এমন বিশেষ আবশ্যক যে, এক মুষ্টি অন্নের জন্য প্রাণের প্রাণ স্ত্রীপুত্র সমস্ত দিন উপবাসী রহিয়াছে—সেই আবশ্যক—নিয়ম, অনিয়ম, আইন, আদালত কিছুই মানিল না; বেগুণ কয়েকটী সমেত মধু ঘোষের আট গণ্ডা পয়সা রাজকুমারকে উদরসাৎ করাইল। মন যেন বলিল, "দিয়া কাজ নাই।" রাজকুমার তাহাই করিল; সেই আট গণ্ডা পয়সায় চাউল, দাইল প্রভৃতি আবশ্যকীয় আহারীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া গৃহে পৌঁছিল। রাজকুমারের আজিকার দিন কাটিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—**—

"Jesting lies bring serious sorrows."

মধু ঘোষের আট গণ্ডা পয়সায় রাজকুমার খাদ্য দ্রব্যাদি যাহা কিছু আনিয়াছিল, তাহার কিছু খরচ হইয়াছিল কিছু সঞ্চিত ছিল। পরদিন প্রভাতে রাজকুমার মাতাকে বলিল, "মা, সকাল সকাল আমাকে চারটী রেঁধে দাও, এক জায়গায় যাবো, কিছু পাবার সম্ভাবনা আছে।"

যখন লক্ষ্মী ছাড়ে তখন এমনই করিয়াই ছাড়ে। বিনা কারণে দিবারাত্রি কিচি কিচি ঝিকি ঝিকি বই তার বাড়িতে আর কিছুই শুনা যায় না। কি জানি কি কারণে আজিও রাজকুমারের মাতা মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন। পুত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি আর তোমাদের রাঁধ্‌তে পার্‌বো না এখানে থাক্‌তেও চাই না আর তোমাদের খেতেও চাই না। তোমার বে থা দিলাম, বৌ বড় হয়েচে, এখন সে তোমাদের রেঁধে দিক—আপনকার ঘর সংসার করুক—আমি কুলীনগাঁয়ের মুখুর্য্যেদের বাড়ি রাঁধ্‌তে যাবো।"

কথাটা রাজকুমারের বড় ভাল লাগিল না। একটু রাগও হইল; সামলাইতে না পারিয়া বলিল, "এতকরেও যদি তোমাদের মনস্তুষ্টি না হয়, তবে যাও বাছা যেখানে গেলে সুখে থাক সেই খানেই যাও।"

বিনাবাক্যব্যয়ে রাজকুমারের মাতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী রাগ করিয়া যান দেখিয়া পুত্রবধূ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তোমার ছেলের উপর রাগ করে আমায় একলা ফেলে কোথায় যাবে মা!"

"তোমাদের ঘরকন্না তোমরা কর। আমার কি বল, যতদিন গতর আছে যেখানে খাটাবো সেইখানে একমুটো ভাত দেবে" বলিয়া রাজকুমারের মাতা আরও দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন। রাজকুমারের শিশুপুত্র আসিয়া রাজকুমারের মাতার পরিধেয় বস্ত্র ক্ষুদ্র হস্তে ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠাকু মা তুই কোথায় যাচ্চিস?"

ঠাকুর মা "চুলোয় যাচ্চি, আর জ্বালাস্‌নে বাপু" শব্দে হস্ত ছাড়াইয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বাটী হইতে বহির্গত হইলেন দেখিয়া পুত্র বধূ দৌড়িয়া গিয়া রাজকুমারকে বলিল, "মা যে রাগ ক'রে যান; তুমি একবার যাও না, তিনি আমার কথা শুন্‌লেন না।"

রাজকুমার পূর্ব্ব হইতেই মাতার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছিল; এজন্য বলিল, "যায় যাক্‌ আবার আস্‌বে, তুমি চারটী রাঁধ্‌বার যোগাড় কর।"

রাজকুমারের স্ত্রী যাইবার জন্য দুই চারিবার পীড়াপাড়ি করিল, কিন্তু রাজকুমার গেল না, অগত্যা রাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

রন্ধন কার্য্য সমস্তই রাজকুমারের মাতা করিতেন। বিবাহ হইয়া অবধি একদিনের তরেও রাজকুমারের স্ত্রীকে রন্ধন করিতে হয় নাই। এই প্রথম রাজকুমারের স্ত্রীকে রন্ধন করিতে হইল। ভাল মন্দ যাহা হউক একরকম রন্ধন করিয়া

সকলকে আহার করাইল। রাজকুমার অর্থের চেষ্টায় বাহির হইল। ভগিনী আবার পাড়া বেড়াইতে গেল; শিশুপুত্র খেলায় মনো নিবেশ করিল, কেবল রাজকুমারের স্ত্রী আহার করিল না। মনে মনে ইচ্ছা, শাশুড়ী রাগ করিয়াছেন ;—আসিলে উভয়ে একত্রে আহার করিবে। দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ন হইয়া আসিল, কিন্তু শাশুড়ী আসিলেন না। রাজকুমারের স্ত্রী কিছু উদ্বিগ্ন হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রতিবেশী দুই চারি জনের বাড়ীতে পাঠাইয়া শাশুড়ীর সংবাদ লইল, কিন্তু কেহই কোন সংবাদ বলিতে পারিল না; অগত্যা সন্ধ্যাকালে আপনি কিছু খাইল।

সন্ধ্যার পর রাজকুমার গৃহে আসিয়া মাতার সংবাদ লইল; শুনিল মাতা আইসেন নাই। হঠাৎ রাজকুমারের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "এমন করে বস্‌লে যে; মুখে হাতে জল দাও।"

"মনটা বড় ভাল নাই" বলিয়া রাজকুমার স্ত্রীর কথার উত্তর দিল।

রাজকুমারের স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ হয়েছে কি? না হয় ঘরে গিয়ে শোওগে না; আমি পা হাত টিপে দিচ্চি।" রাজকুমারের স্ত্রী স্বামীর কপালে হস্ত দিয়া উষ্ণতা অনুভব করিল।

"না ছায়া এ সে অসুখ নয়, এ অসুখ সহজে যাবার নয়, হাত পা টিপে কাজ নাই, পার তো একটু বিশেষ জোরে আমার গলাটা টিপে ধর, একেবারে সকল অসুখ—সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি হ'ক্।" রাজকুমারের স্ত্রীর নাম ছায়াময়ী। ছায়াময়ীকে রাজকুমার আদর করিয়া ছায়া বলিয়া ডাকিত। রাজকুমার হস্ত ধরিয়া এই কএকটী কথা বলিয়া চুপ করিল। কণ্ঠস্বরে বোধ হইল রাজকুমার কাঁদিতেছে।

রাজকুমার রোদন করিতেছে বুঝিতে পারিয়া ছায়াময়ী মনে মনে বুঝিল, আবার বুঝি কোন নূতন বিপদ আসিয়া জুটিয়াছে, নহিলে স্বামী রোদন করিবেন কেন? ছায়াময়ী অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। কাতর কণ্ঠে বলিল "একি? তুমি কাঁদ্‌চো কেন?"

রাজকুমার। যে দিন চাক্‌রী গিয়াছে সেই দিন থেকেই কান্না আরম্ভ হয়েছে, এত আজ নূতন নয় ছায়া! পূর্ব্বে কেমন করে সংসার চালাব এই ভাবনায় চোক দিয়া জল বেরুতো; সেটী বর্ত্তমানে আবার একটু নূতন ভাবনা এসে জুটেছে, সেই জন্য কাঁদ্‌চি। একটু মান সম্ভ্রম ছিল, আজ তাও-গেল। আমার দুঃসময় দেখে মা ও আমায় ত্যাগ কর্‌লেন। গ্রামের লোকে বল্‌চে রাজকুমার মাকে খেতে দেয় না, তাই তার মা কুলানগাঁয়ে মুখুর্য্যেদের বাড়ী রাঁধ্‌তে গেচে।"

ছায়াময়ী। তুমি তো মাকে খেতে দোবো না বলনি, আর তাড়িয়েও দাও নি যে, এতে তোমার অপমান হবে।

রাজকুমার। এখন আমার দুঃসময়, একথা কে বিশ্বাস কর্‌বে?

ছায়াময়ী। বিশ্বাস কেওনা করে, উপরে ধর্ম্ম আছেন; তিনি তো দেখ্‌চেন।

রাজকুমার। আর ধর্ম্ম! যাক্, সরস্বতী কোথা?

ছায়াময়ী। শুয়েচে।

রাজকুমার। তোমাদের সকলকার খাওয়া হয়েচে?

ছায়াময়ী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "এখন তুমি মুখে হাতে জল দেবে এস।"

রাজকুমার বলিল, আর একটু কাজ আছে সেরে এসে মুখে

জল দোবো। এক জায়গায় কিছু পাবার কথা আছে, সন্ধ্যার সময় যেতে বলেচে, আগে সেখান থেকে হয়ে আসি।

ছায়াময়ী। সমস্ত দিন ঘুরেচো, শরীর অসুখ; আজ আর গিয়ে কাজ নাই।

"না ছায়াময়ী আজ না গেলে কাল বাছাদের খাওয়াবো কি?" রাজকুমার আবার কাঁদিয়া উঠিল।

"যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন, তার জন্য আর কাঁদ্‌লে কি হবে। মা দুর্গাকে ডাক, অবশ্যই মুখ তুলে চাইবেন।" ছায়াময়ী অঞ্চল দ্বারা রাজকুমারের চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন।

রাজকুমার যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ছায়াময়ী অনেক নিষেধ করিল, অনেক মাথার দিব্য দিল, কিন্তু রাজকুমার কোন মতেই শুনিল না; বাহির হইয়া গেল। আর অভাগিনী ছায়াময়ী এতক্ষণ চক্ষের জল চক্ষে রাখিয়া ছিল, কিন্তু আর পারিল না—কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উৎসন্নের পথ।

দাও ঐ বিষপাত্র, দাও ঐ তীব্রসুরা
গাও সবে গাও।
চলেছি জগৎপথে, পথ যে জানিনা ভাল,
দাও বলে দাও॥

কনকাঞ্জলি।

যে বলে আমি নিশ্চিন্ত সে, হয় দাম্ভিক, না হয় মিথ্যা-বাদী। মানব মাত্রেই কোন না কোন বিষয় লইয়া চিন্তা করিতেছে।—রাজার রাজ্যচিন্তা; কবির অর্থচিন্তা; ধনীর ধনচিন্তা; ধার্ম্মিকের ধর্ম্মচিন্তা; দরিদ্রের অন্নচিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলির নাম বস্তুগত চিন্তা;—ইহার একটা লক্ষ্য আছে। এইজন্য বস্তুগত চিন্তায় চিন্তিত লোকের মনে চিন্তার সঙ্গ কতক পরিমাণে শান্তি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার রাজ্যচিন্তায় লক্ষ্য—অমুকের রাজ্যটা আজ না হয় কাল; এরকমে না পারি আর এক রকমে কাড়িয়া লইব। কবির অর্থচিন্তায় লক্ষ্য—একথাটার অর্থ এটা না হয়, ঐটা হইবে, আর না হয় কাল অভিধান খানা দেখিব। ধনীর ধনচিন্তায় লক্ষ্য—এই সুদে আসলে তিন হাজার হলো, এই বার ফোরক্লোজ করে নেবো। ধার্ম্মিকের ধর্ম্মচিন্তায় লক্ষ্য—স্বর্গেতো যাবোই। আর দরিদ্রের অন্নচিন্তা—এরা চারটী ভাত না দেয়, ওদের বাড়ি খাবো। ইহারা সকলেই চিন্তা করিয়া মনের ভিতর একটা

কিছু পাড়া করিতে পারে বলিয়া মনে কতকটা শান্তিসুখ উপ-ভোগ করে। কিন্তু যে অভাগা, বস্তুর অতীত চিন্তায় চিন্তিত ;—কোথায় যাইবে,—কি করিবে,—কিছুই স্থিরতা নাই—শান্তি-সুখ তার নিকট হইতে শত যোজন দূরে পলায়। আমাদের অভাগা রাজকুমার এই বস্তুর অতীত চিন্তায় চিন্তিত, তাই রাজকুমারের মনে শান্তি নাই।

রাজকুমারের স্ত্রী ছায়াময়ীর বস্তুগত চিন্তা,"রাজকুমার ভাল থাকুক, যেখান হইতে হউক আনিয়া যোগাইবেই"—এইজন্য রাজকুমারকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল আর রাজকুমারের চিন্তা বস্তুর অতীত—"কোথায় যাইবে' এইজন্য নিষেধ মানিল না ; ঘোর অন্ধকারে একাকী গৌরাঙ্গপুরের ডাকাতে মাঠের উপর দিয়া চলিল।

রাজকুমার শূন্যপদে মাঠের আলের উপর দিয়া চলিয়াছে ; মনে মনে বলিতেছে, "ভগবান যেন দেখা পাই" গৌরাঙ্গপুরের ডাকাতে মাঠ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। মাঠের পরেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ; গ্রামের নাম সেনহাট। মাঠ পার হইয়া রাজকুমার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়াছে ; ইহারই মধ্যে গ্রাম যেন জনশূন্য ; কেবল গ্রাম্য কুকুরে ঘেউ ঘেউ শব্দ করিতেছে। রাজকুমার পথের বাম দিকে একখানি উদ্যা-নের ভিতর প্রবেশ করিয়া উদ্যান গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া মৃদু-স্বরে ডাকিল "মাষ্টার মহাশয় আছেন।"

গৃহের অভ্যন্তর হইতে বিকৃতস্বরে শব্দ হইল, "কে বাবা, দাদা না কি ? দুপুর রেতে কোথা থেকে বাবা ? এস চাঁদ এস।"

প্রতিশব্দ হইল, "আরে চুপ চুপ ; কি মাতলামী কর ? ওর সঙ্গে আবার বিশেষ আবশ্যক এইজন্য ডেকে পাঠিয়েছিলাম ;

আমার অদৃষ্ট ভাল, তাই ডাক্‌বামাত্রেই এসেচে। ও তোমার দাদা নয়।" উদ্যান গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া এক ব্যক্তি অতি সাবধানে ডাকিল "রাজকুমার এসেচো।"

রাজকুমার বাহির হইতে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

রাজকুমার ভিতরে প্রবেশ করিলে পূর্ব্বের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ হইল। গৃহ প্রবেশ মাত্র রাজকুমার একটা উৎকট গন্ধ পাইল। সন্দেহ হইল; মনে মনে বলিল "মাষ্টার মহাশয় কি মদ খান ?"

রাজকুমার এক মনে কি ভাবিতেছে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "রাজকুমার ভাব্‌চো কি ? হেথাতো কেও তোমার অচেনা নয়।"

রাজকুমার মুখ নত করিয়া বলিল "আজ্ঞে না।"

গৃহের মধ্যে মাষ্টার মহাশয়কে লইয়া চারিজন লোক উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমারের সহপাঠি বাল্যবন্ধু সেই শ্যাম বাবু, কৃষ্ণনগরের পোষ্টমাষ্টার হারাধন বাবু, গ্রাম্য গুরু মহাশয় দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য আর স্বয়ং ইন্দ্রচন্দ্রের মাষ্টার মহাশয়। ইহারা সকলেই রাজকুমারের পরিচিত। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় ধমক খাইয়া এতাবৎ চুপ করিয়াছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। উভয় হস্ত একত্র করিয়া উর্দ্ধদিকে উঠাইয়া বলিলেন, "রায় মহাশয় প্রাতঃ প্র—র।"

এই দুঃখের সময়েও রাজকুমারের মুখে হাঁসি আসিল। বলিল, "হয়েচে আমি অমনই আশীর্ব্বাদ কোচ্চি।"

শ্যামবাবু এতাবৎ মুখ নত করিয়া বসিয়া ছিলেন; লজ্জায় রাজকুমারের সঙ্গে কথা কহিতে পারেন নাই। এইবার পোষ্ট-মাষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আবার মাতলামী ? মাষ্টার মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলে ছিলেম যে, একে এত খাওয়াবেন না।"

"কি বাবা আমার উপর রাগ ক'চ্চ; আচ্ছা এই চুপ কর্‌লেম, আর কোন শালা কথা কইবে।" পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় মুখে অঙ্গুলী দিয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন।

মূহুর্ত্তের জন্য উদ্যান গৃহ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। মষ্টার মহাশয়, গ্রাম্যগুরু দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে কি এক ইঙ্গিত করিলেন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইতে গেলেন। মাষ্টার মহাশয় গাত্রোত্থান করত দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া রাজকুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "রাজকুমার চাক্‌রাটী গিয়ে তোমার বড় কষ্ট হয়েচে না? শুন্‌লাম সেদিন তুমি শ্যাম বাবুর বাড়ি গিয়েছিলে, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই; উনি বাড়ি ছিলেন না, আমার সঙ্গে একটা কাজের জন্য বেরিয়ে ছিলেন, তাই জন্যে দেখা হয় নাই, তোমার যা আবশ্যক আজ এই খানেই হবে। কিন্তু বাবু আমার একটী বিশেষ কাজ আছে, সেইটী তোমাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। তা হলে তোমার আর দুঃখ থাক্‌বে না।"

রাজকুমার বলিল "আজ্ঞা করুন।"

মাষ্টার মহাশয় শ্যামবাবুকে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত মাত্রেই শ্যাম বাবু তক্তোপোসের নিচু হইতে বোতল, গ্লাস এবং এক খানা থালায় কতকগুলা মুড়ি বাহির করিলেন। বোতল হইতে একটু মদ ঢালিয়া প্রদীপের আলোকের সম্মুখে বোতলটা ধরিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। শ্যাম বাবুর বিকৃত মুখ দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "শেষ হয়েচে বলে ভাবচো কেন?"

"এ অক্ষয় তুণ, শেষ হবার যো কি?" শ্যাম বাবু মদ্যপূর্ণ গ্লাসটী রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, দেখ ভাই রাজকুমার! তুমি আমার ছেলে বেলার ইয়ার, আজই না হয়

কাজের জন্য ছাড়াছাড়ি, কিন্তু প্রাণের মিল গিয়েছে কোথায়? তোমাকে ভাই আমার একটী অনুরোধ রাখতে হবে। এইটুকু খাও।"

রাজকুমার বিনীতস্বরে বলিল, "শ্যামবাবু তুমিতো ভাই জান আমি মদ খাই না।"

পোষ্টমাষ্টার বাবুর মুখ হইতে অঙ্গুলী বিচ্যুত হইল; তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "উঃ! আপনি মদ খান না; তবে দেখচি আপনি ব্রাহ্ম! আপনাকে কোন মতেই বিশ্বাস করা যেতে পারে না। আপনাকে কোন গোপনীয় কথা বল্‌লে আর রক্ষা আছে। যাদের ইচ্ছা হয় তাঁরা বলুনগে, আমি কিন্তু এ কাজে নাই।"

"আরে চুপ চুপ, কর কি কর কি" বলিয়া শ্যামবাবু পোষ্ট-মাষ্টারের হস্ত ধরিয়া বসাইলেন।

"আমার কাছে, বাপু স্পষ্টকথা;—ঢাক ঢাক গুড় গুড় নাই। যারা মদ খায় না, তারা সব কর্‌তে পারে" বলিয়া পোষ্টমা-ষ্টার বাবু নিরস্ত হইলেন।

মাষ্টার মহাশয় শ্যামবাবুকে বলিলেন, "ভায়া তুমি ওকে নিয়ে একটু বাহিরে বেড়াও; বড় গরম হয়ে উঠেচে, দেখ্‌চে না।"

পোষ্টমাষ্টার বাবু নিরস্ত হইয়াছিলেন, মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিয়া আবার বকিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "গরম কত, দেখচেন না? একেবারে তেতে লাল!"

শ্যামবাবু পোষ্টমাষ্টারের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "না না, তুমি গরম কে বলে, বরফের মত ঠাণ্ডা, এখন একটু চুপ কর, কাজের কথা কওয়া যাক্‌।"

মাষ্টার মহাশয় রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ রাজকুমার মদ খাওয়াটা যে দোষ নয়, আমি তা বলি না। কেবল আমাদের গ্রাম কেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে যদি অনুসন্ধান করে দেখো, তবে দেখ্‌তে পাবে যার বাড়ীতে পাঁচজন পুরুষ তাঁদের মধ্যে চারজন মদ খায়। আর একটা কথা, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে সন্ধার সময় একটু ফূর্ত্তি না কর্‌লে শরীর কদিন বয় বল দেখি? কিন্তু ফূর্ত্তি কর্ত্তে গিয়ে হুর্‌রে হুর্‌রে করে বেড়া-নটা বড় ভাল নয়। এই আমি মদ খাই, বোধ হয় তুমি পর্য্যন্ত জান না। বিশ্বাস না হয় স্বচক্ষে দেখ। মাষ্টার মহাশয় রাজ-কুমারের সম্মুখ হইতে মদ্যপূর্ণ গ্ল্যাস লইয়া পান করিলেন।

রাজকুমারের মুখে কথা নাই। শ্যামবাবু রাজকুমারকে বলিলেন, "দেখ রাজকুমার একদিন একগ্ল্যাস মদ খেলে লোকে তোমাকে মাতাল বল্‌বে না। আজ যদি তুমি আমার এই অনুরোধটি রাখ, এই গ্ল্যাসটী খাও, নগদ পাঁচ টাকা।" শ্যাম বাবু পকেট হইতে পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া রাজকুমারের হস্তে দিলেন।

টাকা পাঁচটী হস্তে পাইয়া রাজকুমারের মন উদ্বেলিত হইল। মনে হইল একদিন একগ্ল্যাস মদ খেলে লোকে মাতাল বল্‌বে না, একথা ঠিক। তবে এই মদ টুকু খেয়ে টাকা কয়টী লই না কেন? কিন্তু আর খাবো না।" এই সময়ে শ্যামবাবু গ্লাসে মদপূর্ণ করিয়া রাজকুমারের হস্তে দিলেন; আর রাজকুমার— রাজকুমার উৎসন্নের পথে একপদ অগ্রসর হইল; নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণগ্লাস শূন্য করিল।

পোষ্টমাষ্টার বাবু "থ্যাঙ্ক ইউ" বলিয়া রাজকুমারের হস্ত

হইতে গ্লাস লইয়া একমুটা মুড়ি রাজকুমারে মুখে দিলেন। রাজকুমার দায়ে পড়িয়া কতক খাইল, কতক ফেলিয়া দিল।

আবার গ্লাস পূর্ণ হইল; আবার মাষ্টার মহাশয় পান করিলেন, শ্যামবাবু পান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পোষ্টমাষ্টার বাবুও অল্প মাত্রায় পান করিলেন। ক্রমে নৈশগগণ বিদীর্ণ করিয়া সঙ্গীত তরঙ্গ উঠিল। গর্দ্দভ নিনাদে পোষ্টমাষ্টার বাবু গান ধরিলেন।

"কেঁদো বাঘ পড়েছে কলে।
চারপো হলে আপ্‌নি ফলে—
সেটা হালুম হালুম করে॥"

সঙ্গীত বন্ধ হইল; ওয়াক্ ওয়াক্ ধ্বনি আরম্ভ হইল। শ্যামবাবু পোষ্টমাষ্টার বাবুর মাথায় জল দিতে আরম্ভ করিলেন। মাথায় জলপড়ায় বমন বন্ধ হইল; নেশাও একটু নরম পড়িল। আবার গান আরম্ভ হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার রাজকুমারের পানের সময় আসিল—পূর্ণ গ্লাস রাজকুমারের হস্তে প্রদত্ত হইল। রাজকুমার বলিল, "আর না, এক গ্লাস খাবার কথা তাতো হয়েচে।"

"যখন খেয়েচো তখন তেপাত্র কর, গোজন্ম ছেড়ে গন্ধর্ব্ব জন্ম হ'ক।" পোষ্টমাষ্টার বাবু রাজকুমারের গ্লাসশুদ্ধ দক্ষিণ হস্ত মুখের দিকে ঠেলিয়া দিলেন।

"খাচ্চি খাচ্চি" বলিয়া রাজকুমার পুনরায় মদ্যপান করিল। আমার গীত আরম্ভ হইল, কিন্তু অধিকক্ষণ হইতে পাইল না; বাহির হইতে কে কবাটে আঘাত করিল। ভিতর হইতে মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরু"।

উত্তর হইল, "আজ্ঞা হাঁ, কপাট খুলুন।"

মাষ্টার মহাশয় কপাট খুলিয়া দিলেন; একটা বোতল হস্তে গুরু মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "অনেক কষ্টে চার পয়সা বেশি দিয়ে তবে পেয়েছি। বেটা কি দেয়।"

শ্যামবাবুর হস্তে বোতল দিয়া গুরু মহাশয় টেঁক হইতে এক খণ্ড কাগজে মোড়ক করা একটা কি দ্রব্য বাহির করিয়া টিপিতে বসিলেন।

শ্যামবাবু গুরুমহাশয়কে বলিলেন "এরাত্রে গাঁজা কোথায় পেলে?"

গাঁজার কথা শুনিয়া পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিয়া উঠিলেন, "ছোড়্ দেও পাঁড়েজি ছোটা বাত। দুশো এক শোর কথা কও, আধ পয়সার নেশার মাথায় মার ঝাঁটা। এক দিন খেয়ে দেখিছি বাবা; বেটার নেশা যেন বুদ্ধদেব করে তোলে। নেশা কর্‌তে হয় তো মদ খাও। দেখ, যে গুলি খায় তাকে লোকে বলে গুলিখোর, যে গেঁজা খায় লোকে তাকে বলে গেঁজাখোর, যে আফিঙ্গ খায় তাকে বলে আফিঙ্গ খোর, আর যে মদ খায়, তাকে বলে মাতাল; অর্থাৎ যার মাথায় আলো আছে; ইংরাজিতে যাকে বলে 'এন্‌লাইটেন।'

পোষ্ট মাষ্টার বাবু গাঁজাকে গেঁজা বলায় গুরু মহাশয়ের প্রাণ খারাপ হইয়া গেল। বলিলেন, "আর নেকচারে কাজ নাই, যা ক'চ্চো তাই কর। এখন কথার আড় ভাঙ্গেনি, গাঁজাকে গেঁজা বল্‌চো। নেশা সবই সমান, মদই বল আর গাঁজাই বল, তফাৎ কিছুই নাই।

শ্যামবাবু বলিলেন, "একটু আছে যদি রাগ না করেন তো বলি।"

শু। কি রকম?

শ্যা। যেমন চোর আর ডাকাত, চোর যা করে ডাকাতেও তাই করে, কিন্তু চোরের নাম শুন্‌লে ঘৃণা হয়, আর ডাকাতকে ভয় করে।

পোষ্টমাষ্টার বাবু লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন "বাহবা শ্যামবাবু, বেঁচে থাক। একে সব হচ্চে মেণ্টাল ফিলজফি; অনেক দিন পড়েচি বাবা, আর কিছু মনে নাই।

গুরু মহাশয়ের গাঁজা প্রস্তুত হইয়া কলিকায় সাজা হইল। গুরু মহাশয় অগ্নি সংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, গুরু ওটা বাহিরে গিয়ে খাও; মদের উপর ওর ধোঁয়া লাগিলে ভারি নেশা হয়।

গুরু মহাশয় তাহাই করিলেন। বাহিরে গিয়া গাঁজা খাইয়া আবার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পোষ্টমাষ্টার বাবুর উপর গুরুমহাশয় চটিয়াছিলেন, এই জন্য তাহার হস্তে এক গ্ল্যাস মদ দিয়া বলিলেন, "গুরু আমার উপর চোটেচো বাবা, আচ্ছা এক গ্ল্যাস খাও।"

গুরু মহাশয় পোষ্টমাষ্টার বাবুর উপর পূর্ব্ব হইতেই কুপিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে মদ খাইতে বলায় একটা ধমক দিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি কি মদ খাই?"

পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন,"তুমি খাওনা তা আমি জানি।"

গুরু মহাশয় বলিলেন, "তবে আমাকে খেতে বল্‌চো কেন?"

পোষ্টমাষ্টার বাবু হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আরে মস্তারাম, এইতো বুঝ্‌লে হয়; একি তোমার গেঁজা, যে একলা এক কোণে বসে খাবে। এ মদ! এর আর একটা

নাম লিবারেল। এ একলা খাবার জিনিস নয়। যদি কেউ ইয়ার না জোটে তা হলে দুটো রাস্তার লোকও ধরে এনে খাওয়াতে হয়। এতে দিল্‌দরিয়া মেজাজ হয়—দুপয়সা টেঁকে থাক্‌লে দশ পয়সার ক্ষমতা বাড়ে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন লিবারেল হয়ে কন্‌সারবেটীকের মত মদের ডিউটী বাড়াতে গিয়ে মন্ত্রীত্ব হারালেন। শুধু ল্যাক ল্যাক করে ছেলে পড়ালে হয় না।''

বাড়াবাড়ি হইতেছে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়, পোষ্ট মাষ্টারের হস্ত হইতে গ্লাস লইয়া শ্যাম বাবুকে দিলেন। শ্যাম বাবু পান করিয়া পুনরায় গ্লাস পূর্ণ করিয়া রাজকুমারের হস্তে দিলেন। এবার আর রাজকুমারকে কোন কথা বলিতে হইল না; নির্ব্বিবাদে গলায় দিল। শূন্য উদরে দুই গ্লাস মদ্য পান করিয়া রাজকুমারের গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

পোষ্টমাষ্টার বাবু অঘোর হইয়া পড়িলেন। রাজকুমারের গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, তাহার উপর আরও দুই চারি গ্লাস পড়িল; শেষ আর উঠিতে পারিল না; সেই খানেই শুইয়া পড়িল।

রাজকুমার শুইয়া পড়িল দেখিয়া শ্যামবাবু বলিলেন, "কাজের কথা তো কিছুই হলো না।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "এই সবে মাত্র হাতে এয়েচে; আরও দুই পাঁচ দিন যাক্। আগে চাট পাক্, তার পর কাজের কথা। এখন চল রাত্রি ঢের হয়েচে।"

দুইজনে দুই পাত্র মদ্য পান করিয়া গুরুমহাশয় সমভিব্যাহারে মাষ্টার মহাশয় উদ্যান বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। রাজকুমারের সে দিন আর বাড়ি যাওয়া হইল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

অধঃপতনের চূড়ান্ত।

"গোমূত্রমাত্রেণ পয়োবিনষ্টং,
তক্রস্য গোমূত্র শতেন কিম্বা।
অত্যল্পপাপৈর্ব্বিপদঃ শুকীনাং,
পাপাত্মানাং পাপ শতেন কিম্বা॥"

মন্দারমালা।

গোমূত্র স্পর্শে দুগ্ধ বিনষ্ট হইল, কিন্তু তক্রের কিছুই করিতে পারিল না। পোষ্টমাষ্টার বাবু আকণ্ঠ মদ্য পান করিয়াও প্রভাতে উঠিয়া বসিয়াছেন, আর রাজকুমার চারি পাঁচ গ্লাসে এখন পর্য্যন্ত মৃতের ন্যায় পতিত। সংসারের কোন জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই,—নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেছে। মদের অপার মহিমা।

বেলা হইয়াছে দেখিয়া পোষ্টার বাবু ডাকিলেন, "রায় মহাশয়—রায় মহাশয়"; কোথায় বা রায়মহাশয় আর কোথায় বা কে। রায় মহাশয় অসাড়ে নাক্ ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে। পোষ্টমাষ্টার বাবু রাজকুমারের গায়ে ধাক্কাদিয়া পুনর্ব্বায় ডাকিলেন, "রায় মহাশয়;—রায় মহাশয়, উঠুন উঠুন, বেলা-হয়েচে।"

"এঁ এঁ" শব্দ করিয়া রাজকুমার, চক্ষু উন্মীলন করিল। পোষ্টমার বাবু বলিলেন, "উঠে পড়ুন বেলা হয়েচে।"

"উঠি মহাশয়" বলিয়া রাজকুমার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না—আবার শুইয়া পড়িল। বলিল, "মহাশয় একটু জল দিতে পারেন, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্চে।"

"কিছু নয় খোঁয়ারী হয়েচে; এখুনি সেরে যাবে, আপনি উঠুন" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবু গৃহমধ্যস্থ মৃৎকলস হইতে এক ঘটী জল লইয়া নিজেমুখ প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় রাজ-কুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

"উঠ্‌বো কি মহাশয় মাথা যে খসে যাচ্চে।" বলিয়া রাজ কুমার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

"উঠে বসুন; অষুধ দিচ্ছি—এখনি সরে যাবে" বলিয়া পোষ্টমাষ্টার বাবু রাজকুমারের হস্ত ধরিয়া বসাইয়া দিলেন।

রাজকুমার মাথায় হস্ত দিয়া বসিল। পোষ্টমাষ্টার বাবু বোতল হইতে এক গ্লাস মদ ঢালিয়া রাজকুমারের হস্তে দিলেন। বলিলেন, "চোঁ করে এই টুকু মেরে দাও, এখনি সমস্ত অসুখ সেরে যাবে।"

"মাপ করুন মহাশয়, ঐ ছাই খেয়েই আমার মাথা খ'সে যাচ্চে, আবার তাই খেতে বল্‌চেন?" রাজকুমার তক্তাপোষের উপর গ্লাস রাখিয়া দিল।

"এঃ! আপনাকে নিয়ে ঢের ভুগ্‌তে হবে দেখ্‌চি। আপনি কিছুই জানেন না। আপ্‌নার যে রোগ হয়েচে, তাতে এলোপ্যাথিকে কোন কাজ হবে না; এতে হোমিওপ্যাথিক চাই; এই জন্যই বল্‌চি চোঁ করে এই টুকু খেয়ে ফেলুন। 'সিমিলিয়া সিমিলিবস কিউরেন্‌টার।' যাকে বাঙ্গলায় বলে বিষস্য বিষমৌষধং। হোমিওপ্যাথির মূলমন্ত্র হচ্ছে এই।" পোষ্ট-মাষ্টার বাবু আবার রাজকুমারের হস্তে মদের গ্লাস দিলেন।

রাজকুমার বলিল "এখনি আমাকে বাড়ি যেতে হবে। পথে কারো সঙ্গে দেখা হবে"ইত্যাদি অনেক প্রকার আপত্তি করিল, কিন্তু পোষ্টমাষ্টার বাবুর কাছে কোন আপত্তিই টিকিল না। রাজকুমারের সম্মুখে মদের বোতল,—স্পর্শ করিয়া দিবা করিলেন। অজ্ঞান রাজকুমার গ্লাসের মদ টুকু উদরে দিল।

আহা সুরাসুরবন্দিনী, সর্ব্বত্র বিহারিণী সর্ব্বাণী, নানাবাণী, বিধায়িণী, পল্লিগ্রামে কাল বোতল অভাবে ভাণ্ড কলসী বাহিনী, অর্দ্ধপক্ক ধান্য বরণী, ধান্যেশ্বরী মা!—তোমার অপার মহিমা,অনন্ত লীলা! তুমি সত্যযুগে ব্রহ্মাকে মানস কন্যার উপর আসক্ত করিয়াছিলে। ত্রেতায় শিষ্যকে গুরুর উদরে দিয়াছিলে,দ্বাপরে যদুকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলে,—আর কলিতে কি যে করিতেছ তাহা এ মূঢ় অধম পাপ মুখে আর কি বর্ণনা করিবে। তুমি দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, শোকের সান্তনা, চিন্তার শান্তি, অসহায়ের সহায়। তোমার জোরে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংরাজ লঙ্কা পুড়াইয়া ছার খার করিল। তুমি পতিত পাবণী অধমতারিণী।

যাহার চৌদ্দপুরুষে ইংরাজী কাহাকে বলে জানে না, তোমার বিন্দু মাত্র তাহার উদরে প্রবেশ করিলে, 'সে ডেম ইয়োর আইজ' সম্পূর্ণ বলিতে না পারুক,কিন্তু ডেম ইয়োর রাইজ বলে। যে রাজকুমার সংসার চিন্তায় জর্জ্জরিত;—কিসে মান সম্ভ্রম বজায় থাকিবে, কিরূপে স্ত্রী পুত্র দিগকে দুবেলা দুই মুঠা খাইতে দিতে পারিব, সে তোমার প্রসাদে কেমন নির্ভাবনায় গামছা স্কন্ধে এক খুঁট মুখে ধারণ করিয়া সোজাপথ থাকিতে বাঁকা পথে মাঠের উপর দিয়া চলিয়াছে। তাই বলি মা তোমার অপার মহিমা!

দুই চারি গ্লাস মদ্য পান করিয়া রাজকুমারের শিরঃ বেদনা প্রশমিত হইল ;—মনে স্ফূর্ত্তি সঞ্চার হইল। ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল দেখিয়া রাজকুমার পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটী চলিল। যাইবার কালে পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিয়া দিলেন, "দেখো দেরি ক'রনা, এবেলা এখানে খাবে।"

রাজকুমার স্বীকৃত হইয়া চলিল। সোজা পথ ধরিয়া গেলে পাছে কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এই ভাবিয়া রাজকুমার মাঠের উপর দিয়া চলিল।

গৌরাঙ্গপুরের ডাকাতে মাঠ পার হইতে রাজকুমারের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল। ভার্য্যা ছায়াময়ী গৃহ কার্য্য সমাপনান্তে প্রাঙ্গনে বসিয়া শিশু সন্তানকে স্তনপান করাইতেছে, আর ব্যাধতাড়িতা হরিণীর ন্যায় এক একবার সদর দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। রাজকুমার গৃহ প্রবেশ করিল ; ছায়াময়ী রাজকুমাকে দেখিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সন্তান ক্রোড়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারের মুখ শুষ্ক,চক্ষুরক্তবর্ণ,মুখে কথা মাত্র নাই ; সাহস করিয়া ছায়াময়ীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। ছায়াময়ী যেন সকলই জানিতে পারিয়াছে তাই রাজকুমার মুখতুলিতে পারিতেছে না ; রাজকুমারের ভাব দেখিয়া ছায়াময়ী বিস্মিত হইল। মনে করিল, "এআবার কি ?" বলিল, "কাল থেকে কোথায় ছিলে ?"

রাজকুমার কি বলিবে প্রথমে ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিল না ; কিন্তু মদের আর কোন গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,—যাহাকে বাঙ্গালায় মিথ্যা কথা কওয়া বলে সে গুণটা আছে কিনা ; তাহারি সাহায্যে রাজকুমার উত্তর করিল, "বাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম, রাত্রে সেই খানেই খাওয়া

হ'ল না, অনেক রাত্রি ও হয়েছিল তাই আর এলেম—বোধ হয় আবার চাক্‌রীটা হবে।

রাজকুমার বাবুর বাড়ি গিয়াছিলেন, পুনরায় চাক্‌রী হইবে শুনিয়া ছায়াময়ীর আর আহ্লাদের সীমা নাই। আনন্দে চক্ষে জল দেখা দিল। বলিল,"মা কালি কবে সেই দিন দেবেন, আমি পাঁচ সিকের পূজা দিব।

রাজকুমার ছায়াময়ীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "দেখ এই টাকা কয়েটা লও, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে। তোমাকে বলে যাওয়া হয় নাই বলে এলেম, নচেৎ আশা হ'ত না। এখনি আবার বাবুব বাড়ি যেতে হবে, তুমি একবার পাড়ার কাকেও ধরে যা যা দরকার আনিয়ে নিও।"

রাজকুমারের দাঁড়াইবার অবসর নাই, যেন কতই কর্ম্মে ব্যস্ত—তাড়াতাড়ি বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিল। ছায়াময়ী পাড়ার এক বৃদ্ধকে ডাকাইয়া একটাকা, চাউল এবং অন্যান্য দ্রব্য আনাইয়া রন্ধন করিল এবং ননদী ও পুত্রদিগকে খাওয়াইয়া আপনি খাইল। রাজকুমার ছায়াময়ীকে তিন টাকা দিয়াছিল, বাকি দুই টাকা লইয়া পুনরায় পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট দর্শন দিল। মাষ্টার মহাশয়, গুরু মহাশয়, শ্যামবাবু প্রভৃতি বাবুরাও একে একে দর্শন দিলেন। আবার আড্ডা জমিল, আবার মদ চলিল,—রাজকুমার আনন্দে সেদিন কাটাইয়া দিল।

সেদিন আর রাজকুমার পোষ্ট মাষ্টারের আলয়ে রাত্রি কাটাইল না,—অর্দ্ধরাত্রে বাটী আসিয়া শয়ন করিল। রাজকুমারের মুখে উৎকট গন্ধ বাহির হইতেছে; ছায়াময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি খেয়েছ যে মুখ দিয়ে এমন গন্ধ বেরোচ্চে?"

রাজকুমার উত্তর করিল, "ও একটা জিনিস, সমস্ত দিন খেটে একটু না খেলে দেহ বয় না।"

"কৈ আগেতো খেতে না?" বলিয়া ছায়াময়ী নীরব হইল।

"এখনকার চলন হয়েচে, না খেলে ভদ্রলোকে কাছে বস্‌তে দেয় না। রাত ঢের হয়েছে এখন একটু ঘুমোও, আর বকিও না"বলিয়া রাজকুমার একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিল।

"না খেলে ভদ্রলোকে কাছে বস্‌তে দেয় না" ভাবিয়া, ছায়াময়ী আর কোন কথাই বলিল না।

এইরূপে রাজকুমার প্রায় পনর দিন কাটাইল। মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে রাজকুমার সংসার খরচের জন্য দুই চারি টাকা লইয়া আসিতেছে, সংসার ও একরূপ চলিতেছে,—রাজকুমার দিন রাত ইয়ারকী দিতেছে।

আরও পনর দিন গেল, একদিন মাষ্টার মহাশয়কে রাজ-কুমার বলিল, "আমাকে যে কাজের কথা বলেছিলেন তা আজ একমাস হয়ে গেল, কৈ কিছুই তো বল্‌লেন না?"

"এতদিন আবশ্যক হয় নাই; আজ সেটা আবশ্যক হয়েচে। দেখ বাবু তোমাকে আমরা ছোট ভেয়ের মত যত্ন করি, তা তুমি মনেও অনেকটা বুঝ্‌তে পারো। কিন্তু যে কথা গুলি বল্‌বো তা যেন কোথাও প্রকাশ না হয়।" এই কথাগুলি বলিয়া মাষ্টার মহাশয় রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজকুমার হেঁটমুখে উত্তর করিল, "আজ্ঞে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একত্র হয়ে জিজ্ঞাসা করিলে ও মুখ দিয়ে এর একবর্ণও প্রকাশ হবে না।"

"দেখো সেইটী বুঝে কাজ ক'র" বলিয়া মাষ্টার মহাশয় শ্যামবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া ইসারা করিলেন। শ্যাম বাবুও

সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন, শ্যামবাবুর সম্মতি পাইয়া মাষ্টার মহাশয় রাজকুমারকে বলিলেন, "দেখ রাজকুমার, তুমি মুখুর্য্যে মহাশয়ের যে উইল লেখা পড়া করেছিলে, তাতে ইন্দ্রচন্দ্রের পনর আনা তিন পাই, আর কৃষ্ণধনের এক পাই এই রকম লেখ নাই ?

রাজকুমার উত্তর করিল "আজ্ঞা হাঁ।"

"সেই উইল খানি আবার পাল্টে লিখ্‌তে হবে,—কেমন পার্‌বে ?" বলিয়া মাষ্টার মহাশয় চকিতনেত্রে একবার গৃহের চতুর্দ্দিক এবং কবাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজকুমারের মুখে কথা মাত্র নাই; কাষ্ঠ পুতলীবৎ বসিয়া রহিল। রাজকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন "কি হে এতে রাজি নাই ?"

গৃহ মধ্যে মাষ্টারের ব্যস্ততা দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই একেবারে বলিয়া উঠিল, "রাজকুমার বাবুর মুখে যে আর কথাটী নাই।"

রাজকুমার বুঝিতে পারিল যে, সকলেই তাহার কথা শুনিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিতে পারিল বটে, কিন্তু কি উত্তর দিবে এপর্য্যন্ত রাজকুমার তাহা স্থির করিতে পারে নাই। "হাঁ—" কি—"না" কোন উত্তর না পাওয়ায় মাষ্টার মহাশয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন "দেখ রাজকুমার যদি তুমি এতে রাজি হও তবে তোমাকে অতুল ধনের অধিপতি করে দেবো; আর তোমার কোন কষ্ট থাক্‌বে না। একটা উত্তর দাও।"

রাজকুমার বিবেচনা করিবার সময় পাইল না। বলিল "বলুন, পাল্টে কি লিখ্‌তে হবে ?"

"লিখ্‌বে কৃষ্ণ ধনের পনর আনা তিন পাই আর ইন্দ্রচাঁদের এক পাই।" মাষ্টার মহাশয় আবার দ্বারের দিকে সভয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

রাজ। "আদত যে উইল মুখুর্য্যে মহাশয়ের কাছে রইলো?"

শ্যামবাবু উত্তর করিলেন, "তোমায় সে ভাবনা ভাব্‌তে হবে না। কৃষ্ণধন আমার সম্বন্ধী এতো জান?"

রাজকুমার সম্মত হইল। শ্যাম বাবু পকেট হইতে একখান ষ্ট্যাম্প কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "তবে এই লও আর দেরি ক'র না।"

গুরু মহাশয়, "শুভস্য শীঘ্রং" বলিয়া শ্যামবাবুর কথায় সায় দিলেন।

কার্য্য আরম্ভ হইল! রাজকুমার প্রথমে একখণ্ড সাদা কাগজে উইলের খসড়া প্রস্তুত করিয়া সকলকে শুনাইল।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

লিখিতং শ্রীচন্দ্রশিখর দেবশর্ম্মন পিতার নাম ৺মদনমোহন দেবশর্ম্মন। উপাধি মুখোপাধ্যায়; সাকিম গোরাঙ্গপুর, পেসা জমীদারী। কস্য উইল পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে। আমি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি স্থাবর যথা—জমীদারী নিজ গোরাঙ্গ পুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী সোণাটিকুরী এবং অস্থাবর সম্পত্তি নগদ এবং কোম্পানির কাগজ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা যাহার আমি একমাত্র স্বত্বাধিকারী তাহা স্ব ইচ্ছায় সুস্থ শরীরে বাহাল তবীয়তে আমার ভাগিনেয় শ্রীমান কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়কে আমার অবর্ত্তমানে স্বত্ববান এবং ইচ্ছা মত ভোগ ব্যয়কারী বলিয়া উইল করিলাম। উইল রেজেষ্টরী না হইলেও বলবৎ। আমার এই সম্পত্তির অছি আমার প্রথমা স্ত্রী শ্রীমতি সারদাসুন্দরী

দেবী, দ্বিতীয়া স্ত্রী শ্রীমতি কৃষ্ণভাবিনী দেবী এবং তৃতীয়া স্ত্রী শ্রীমতি সরোজিনী দেবী। আর এই উইল লিখিত সম্পত্তির এক পাই আমার চতুর্থা স্ত্রী এবং তাঁহার পালিত পুত্র শ্রীমান ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের। যদি ইহারা স্বধর্ম্মে থাকেন। ইতি তারিখ ১৪ই আশ্বিন সন ১২৭৫ সাল।

শ্রী

পাঠবন্ধ হইলে রাজকুমার একবার সকলের মুখেরদিকে চাহিল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "লেখাটা সাদা কাগজ থেকে ষ্ট্যাম্পে তোল, আর আদত উইলে তুমি যেমন একজন সাক্ষী আছ, তেমনি এতে ও একটা ইসাদি বলে সই কর।"

রাজকুমার বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাই করিল। শ্যামবাবু রাজকুমারের হস্ত হইতে উইলখানি লইয়া প্রথমে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া গুরু মহাশয়ের হস্তে দিলেন।

গুরু মহাশয় উইল হস্তে পাইয়া বলিলেন, "তবে দুর্গা বলে ফাঁদি, কি বলেন?"

"তার আর একবার করে বোল্‌তে?" বলিয়া পোষ্ট মাষ্টারবাবু একটু হাস্য করিলেন।

গুরু মহাশয় পকেট হইতে এক তাড়া কলম বাহির করিয়া একে একে তিন চারিটী নিরীক্ষণ করিলেন এবংতাহার ভিতর হইতে একটী বাছিয়া বাহির করিলেন। তৎপরে উঁচু হইয়া উপবেশন করিলেন।সম্মুখে একখণ্ড চোতা কাগজ পড়িয়াছিল, তাহা কুড়াইয়া লইয়া বাছা কলমটীর দ্বারা দুই চারিবার কাহার নাম লিখিলেন। মুখ বিকৃত করিয়া লেখা গুলি দেখিলেন। পরে পিরাণের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির

করিয়া হস্তের লেখার সহিত মিলাইলেন। শেষ উইলের উপর অতি সাবধানে সেই নামটী লিখিলেন।

মাষ্টার মহাশয় গুরু মহাশয়ের হস্ত হইতে উইল এবং পত্র খানি হস্তে লইয়া লেখা ঠিক হইয়াছে কি না পরীক্ষা করিলেন শ্যামবাবু মাষ্টার মহাশয়ের ক্রোড়ে যেন শুইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "কেমন হয়েছে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "হয়েছে ?"

শ্যামবাবু বলিলেন, "তবে আর কি ? এইবার আপনি অনুগ্রহ করুন।"

"আমার অনুগ্রহের জন্যে কিছু এসে যাচ্চে না, এই সঙ্গে তুমি একটা সই কর" বলিয়া মাষ্টার মহাশয় পোষ্ট মাষ্টারবাবুর হস্তে উইলখানি দিলেন।

পোষ্ট মাষ্টার বাবুর সাপ বেঙ কিছুই দেখা নাই; প্রাপ্তি মাত্রেণ ভক্তব্যং। বিনা বাক্য ব্যয়ে সহি করিলেন। শ্যামবাবুর সহি হইল। সর্ব্ব শেষ মাষ্টার মহাশয় সহি করিয়া উইলখানি নিজ পকেটে রাখিয়া শ্যামবাবুকে বলিলেন, "আপাততঃ এটা আমার কাছেই থাকুক। আর রাজকুমারকে কিছু এবং গুরু মহাশয়কে কিছু দিন।"

মাষ্টার মহাশয় উইলখানি পকেটে রাখায় শ্যামবাবুর মুখটী একটু ভার হইল। কিন্তু মাষ্টার মহাশয়কে কিছু বলিতে পারিলেন না। পকেট হইতে কএক খানা নোট বাহির করিয়া মাষ্টার মহাশয়ের হস্তে দিলেন। মাষ্টার মহাশয় সেই নোট গুলি হইতে পাঁচখানি দশ টাকার নোট রাজকুমারকে এবং পাঁচখানি গুরু মহাশয়কে দিয়া বলিলেন, "আজ আর বেশী টাকা নাই; আবার দুচার দিন বাদে দেওয়া যাবে।"

গুরু মহাশয় বলিলেন,"আজ্ঞে না, দুচার দিন বাদ আমাকে যা দেবার একেবারে দেবেন। আমার এখন কাজ নাই।"

মাষ্টার মহাশয় গুরুমহাশয়কে বলিলেন,"সেই ভাল।" রাজকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এই নিয়ে এখন সংসার চালাও গে।"

রাজকুমার তাহাতেই সম্মত; টাকা কয়টী লইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রাজকুমার উঠিতেছে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "একটু ব'সে যাও।"

রাজকুমার আর যাইতে পারিল না, আবার উপবেশন করিল। পোষ্ট মাষ্টার বাবু মদের বোতল বাহির করিলেন। মদ চলিল। রাজকুমার ও দুই চারি গ্লাস খাইল; একটু নেশাও হইল; কিন্তু মনে মনে জ্ঞান আছে টাকা লইয়া বাটী যাইতে হইবে অথচ মদের মায়াও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। আরও দুই চারি গ্লাস খাইল, শেষ সেবন মাত্র রাজকুমার মাতাল হইয়া পড়িল। অপর সকলে যে যাহার বাটী গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাপের সুখ ও দুঃখ।

সুখের লাগিয়া, যে ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়াগেল।
অমিয়া সায়রে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল ॥

জ্ঞানদাস।

পাপ আর পুণ্য উভয়ই মনের বিকার মাত্র। দেখ যে মদ্যপান করাকে তুমি পাপ জ্ঞান কর; ইংরাজ প্রভৃতি জাতি অহরহ সেই মদ্যপান করিতেছে,—কিন্তু পাপ বলিয়া মনে করে না। নরঘাতক ডাকাইত প্রত্যহই নরহত্যা করিতেছে, কিন্তু ইহা যে পাপ তাহা বুঝে না; আর অসাবধানে তুমি একটা পিপীলিকাকে মাড়াইয়া ফেলিলে মনে মনে বল আহা হা একটা জীব হত্যা হ'ল। এই জন্যই বলিতেছিলাম পাপ পুণ্য মনের বিকার। এই মনের বিকার অনেকটা সঙ্গদোষের উপর নির্ভর করে। অদ্য তাহার একটা সামান্য প্রমাণ দিব। একদিন আমাদের এই রাজকুমার মধুঘোষের আট গণ্ডা পয়সা হস্তে পাইয়া কত কি চিন্তা করিয়াছিল, আর আজ সেই রাজকুমার অম্লানবদনে তাহার সেই পিতৃতুল্য মনিব চন্দ্রকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের উইল জাল করিয়া প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ইন্দ্রচন্দ্রের সর্ব্বনাশ করিল। ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দের দিকে ভাল করিয়া লক্ষ্যও করিল না। পরিণাম চিন্তা একবারও মনো মধ্যে উদয় হইল না।

প্রভাতে রাজকুমারের নেসা ছুটিল। রাজকুমার বাটী আসিয়া ছায়াময়ীর হস্তে টাকাগুলি দিয়া বলিল, "বুঝিয়া খরচ করিও।"

স্ত্রীলোক অবলা একেবারে পঞ্চাশ টাকা হস্তে পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। বলা বাহুল্য যে রাজকুমার কোথা হইতে টাকা পাইল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। তবে ইতিপূর্ব্বে যাহাদের নিকট ঋণ করিয়াছিল, তাহাদের পরিশোধ করিবার কথা বলিল।

রাজকুমার উত্তর করিল, "দুই চারি দিন বাদে আরও কিছু টাকা পাওয়া যাবে; সেই টাকা থেকে শোধ করো।"

ছায়াময়ী আর কিছুই বলিল না। অদ্য রাজকুমার এই টাকা হইতে কয়েকটী টাকা লইয়া নিজে বাজার করিলেন। জুতা, জামা, কাপড় প্রভৃতি নিজের ব্যবহার্য্য সামগ্রী কিনিল। একটা পাঁটা কিনিয়া গ্রাম্য দেবী বিশালক্ষ্মীর নিকটে পূজা দিয়া পাড়ার লোকের বাটীতে প্রসাদ পাঠাইয়া দিল। রাজকুমারের ব্যাপার দেখিয়া পাড়ার লোক অবাক্। যে রাজকুমার খাইতে পায় না, সে আজ প্রসাদ বিতরণ করিতেছে। রাজকুমারের চাকুরী যাইবার পর হইতে কেহ যাহার স্কন্ধে গামছা ব্যতীত একখানা চাদর দেখে নাই, সেই রাজকুমার অষ্টপ্রহর কাল পিরাণ গায়ে দিয়া বেড়ায়; রাজকুমারের পায়ে ইংরাজী জুতা; কাজেই গ্রামের সাদা চোখো গুড়ুক খোরেরা কানাঘুষা আরম্ভ করিল; ক্রমে ক্রমে ইহা তাহাদের গৃহিণীদিগের কর্ণে উঠিল; তাঁহারাও মাঠে ঘাটে জল্পনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "বোসেদের পুকুরে একটা জক ছিল রাজকুমার সেই টাকা

পেয়েচে।” কেহ বলিল,“তা নয় ; ডাকাতে মাঠে কে একতাল সোণা ফেলে গিয়াছিল তাই পেয়েচে।” কেহ বলিল, “এক সন্ন্যাসী রাজকুমারের দুঃখ দেখে এক খানা পাথর দিয়েচে, সেটা যাতে ঠেকে তাই নাকি সোণা হয়।” ফল কথা অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিল। রাজকুমারের ভগিনীর কানে ও তাহার কতক কতক উঠিল ; তিনিও ঠেস দিয়া অনেককে গালি দিলেন,—অনেকের সঙ্গে অনেক রকম ঝগড়াও করিলেন। রাজকুমারের মাতা কিন্তু রাজকুমারের অবস্থা ফিরিয়াছে শুনিয়াও আর গৃহে আসিলেন না ; রাজকুমারও ডাকিল না।

বর্ব্বরস্য ধনক্ষয় শাস্ত্রের লিখন ;—মিথ্যা হইবার নহে। টাকা কয়টী পাইয়া রাজকুমার দিন কয়েকের মধ্যে তাহার গয়া গঙ্গা গদাধর হরি করিল,—আবার যে নাই সেই নাই। আবার অদ্য মাষ্টার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত ; অদ্যও মাষ্টার মহাশয় রাজকুমারকে দুই চারি টাকা দিয়া বিদায় দিলেন। রাজকুমার তাহাতেই সন্তুষ্ট ; টাকা কয়টী পাইয়া তাহার দ্বারা আবার দুই চারি দিন চালাইল। রাজকুমারের হাতে পয়সা থাকিলে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট যাইবার অবসর থাকে না। অদ্য রাজকুমারের হাতে পয়সা নাই, কাজেই প্রভাত হইতে না হইতেই রাজকুমার পোষ্ট মাষ্টার বাবুর বাসায় উপস্থিত। পোষ্ট মাষ্টার বাবু গৌরাঙ্গপুরের ডাকঘর হইতে সম্প্রতি বদলী হইয়াছেন, কাজেই মাষ্টার মহাশয় আর পোষ্ট মাষ্টার বাবুর বাসায় আইসেন না। রাজকুমার কিন্তু তাহা জানিত না। মাষ্টার মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষায় রাজকুমার কাহাকে কিছু না বলিয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া রহিল। মধ্যাহ্নকালে

নূতন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বাসায় আসিয়া অপরিচিত লোক রাজকুমারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

রাজকুমার পরিচয় দিয়া বলিল, "পোষ্টমাষ্টার বাবু কিম্বা মাষ্টার মহাশয় ইহাদের এক জনের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য বসে আছি।"

নূতন পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন. "আগেকার পোষ্টমাষ্টার বাবু কোথায় বদলী হয়েছেন, এখন আমিই এখানকার পোষ্টমাষ্টার। আপনার মাষ্টার মহাশয়কে আমি চিনি না, আর এখানে তাঁরা কেহ আসেন না।"

রাজকুমারের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল. "বলিল তবেকি তাঁহাদের কারও সঙ্গে দেখা হবে না ?"

"আজ্ঞে না" বলিয়া নূতন পোষ্টমাষ্টার বাবু মুখ ফিরাইলেন।

ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমার পোষ্ট আফিসের উদ্যানবাটী পরিত্যাগ করিয়া বরাবর গুরু মহাশয়ের পাঠশালা অভিমুখে চলিলেন। গুরুমহাশয় অদ্য দশ বার দিন হইল পাঠশাল বন্ধ করিয়া বাটী গিয়াছেন। রাজকুমার গ্রামের লোকের মুখে ইহাও শুনিল যে, বোধ হয় গুরুমহাশয় আর এদেশে আসিবেন না।

রাজকুমার দশদিক অন্ধকার দেখিল। ইচ্ছা আর কাহারও সঙ্গে দেখা হউক না হউক মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইলেই হইল। ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল; রাজকুমার পুনরায় মাঠ পার হইয়া নিজ গ্রামের জমীদার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সাহস করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না রাজকুমারের মনে উই-

লের কথা জাগিয়া উঠিল; মনে হইল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যেন সকলি জানিতে পারিয়াছেন। কাজেই রাজকুমার বাটীতে প্রবেশ করিতে না পারিয়া পথের পার্শ্বে একটী বৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা দুইটা বাজিল তথাপি রাজকুমার সেই বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আছে, মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। ক্রমে যত বেলা বাড়িতে লাগিল রাজকুমারের মন ততই উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল। অনেকে পথ দিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই রাজকুমারকে জিজ্ঞাসাও করে না। অনেকক্ষণের পর হরে খানসামার সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাৎ হইল। হরে রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অনেকদিনের পর দাদাঠাকুরের চরণ দর্শন হলো; তবে কি মনে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

রাজকুমার মাষ্টার মহাশয়ের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, এই জন্য দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়াই হরেকে বলিল, "হরিচরণ আমার একটী কাজ করে দিবে?"

হরিচরণ বলিল, "কি কর্‌তে হবে বলুন!"

রাজকুমার মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "একবার মাষ্টার মহাশয়কে ডেকে দিতে পার?"

হরিচরণ উত্তর করিল, "পার্‌বো না কেন, কিন্তু তিনি তো এখানে নাই, দুমাসের ছুটী নিয়ে বাড়ি গেছেন।"

রাজকুমারের মন একবারে দমিয়া গেল; হরিচরণকে কোন কথা না বলিয়া বরাবর শ্যামবাবুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। শ্যামবাবু তখন কোন কার্য্যোপলক্ষে বাটী হইতে বাহির হইতে-ছিলেন, সম্মুখে রাজকুমারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে রাজকুমার দুপুর বেলা কি মনে করে?"

বেলা তিন প্রহর পর্য্যন্ত অনাহার তাহার উপর শ্যামবাবুর এই উক্তি শুনিয়া রাজকুমার মনে মনে একটু বিরক্ত হইল, বলিল "মনে আর কর্‌বো কি মশায়, আপনারা আমাকে রাজা করে দিচ্ছিলেন, কিন্তু রাজা যে আজ না খেতে পেয়ে মারা যায়।"

শ্যামবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন আমার যারে যা দেবার তাতো আমি দিয়েছি।"

"সেকি আমায় একদিন পাঁচ, তার পর লেখাপড়ার দিন পঞ্চাশ আর একদিন মাষ্টার মশায় বার টাকা দেন। এই দিয়ে কি আমাকে রাজা কর্‌ছিলেন?" বলিয়া রাজকুমার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিল।

শ্যা। না হে না; মাষ্টার মহাশয়ের হাতে তোমাকে দেবার জন্য আরও কিছু দেওয়া হয়েচে।

রাজ। আমি আর কিছুই পাই নাই, আর মাষ্টার মহাশয় এখানে নাই, যে তাঁর কাছে থেকে আদায় করে নেবো।

শ্যাম। এলেই পাবে তার আর কি; তোমার টাকা যাবে কোথা।

রাজ। আজ যে আমি না খেতেপেয়ে মারা যাই তার কি বলুন। আজ আমাকে কিছু দিন, পরে তাঁর কাছ থেকে নেবো।

শ্যাম। আজ আমার কাছে এক পয়সাও নাই।

রাজকুমার শ্যামবাবুর কথায় একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। বলিল, "এসব কাজে নাই বল্‌লে চলে না। আজ আমাকে কিছু দিতে হবে। কতবড় কাজটা করে দিয়েছি তাতো মনে আছে; আপনি তো আর ছেলে মানুষ নন?"

রাজকুমারের জোর জোর কথা শুনিয়া শ্যামবাবুও একটু

চটিলেন। বলিলেন, "কিহে বাপু গাই নাইতো বলদ দুয়ে দেবো না কি ?"

এইবার রাজকুমার বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বলিল, "না দেন এখনি টের পাবেন। আমি সব কথা গোল করে দেবো।"

রাজকুমার বাড়াবাড়ি করিতেছে দেখিয়া শ্যামবাবু বলিলেন, "দেখ রাজকুমার তুমি গোল করে আমার কিছুই কর্‌তে পারবে না; বরং আমি যদি গোল করি তো তুমি যে কাজ করেছো তার জন্যে উল্টে তোমাকেই চৌদ্দবৎসর যেতে হয়; বুঝ্‌তে পারলে ? আমি বারণ করে দিচ্চি, খবরদার তুমি আর আমার বাড়ি এসো না। এবার এলে অপমান হবে, আর আমি নিজেই তোমাকে ধরিয়ে দেবো। এখন মানে মানে বাড়ি যাও।"

শ্যামবাবুর কথা শুনিয়া বাস্তবিকই রাজকুমার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এতদিনের পর রাজকুমারের জ্ঞান হইল; রাজকুমার এতদিনের পর বুঝিতে পারিল কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। মুখে কথা নাই, চক্ষের জলে রাজকুমারের বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। শ্যামবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মহাশয় আমাকে বাঁচান; আমার আর কেউ নাই। আমি কিছুই চাই না, কেবল এক ভিক্ষা আমাকে জেলে দেবেন না।"

শ্যামবাবু দেখিলেন, "এতক্ষণের পর যথার্থই কেঁদো বাঘ কলে পড়িয়াছে।" একটু আনন্দ হইল; মনে মনে বলিল ইংরাজি মেজাজের কাছে দেবতাও জব্দ তা, মানুষ কোন ছার। রাজকুমার পায়ে ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া মনে একটু ইংরাজী দয়ার উদয় হইল। বলিলেন, "একথা যদি কারো কাছে কখন বল, তা হলে সেই দিনেই আগে তোমাকে

পুলিসে দেবো, নচেৎ কিছুই বল্‌বো না,এখন আপনার কাজে যাও।”

রাজকুমার তথাপি পা ছাড়িল না। বলিল, “আপনি তিন সত্য করুন আমাকে কখন কোন বিপদে ফেল্‌বেন না; তবে পা ছাড়্‌বো।”

শ্যামবাবু বলিলেন, “যদি আমার কথা প্রমাণ চল তিন সত্য কর্‌চি তোমার কোন বিপদ নাই।”

রাজকুমার শ্যামবাবুর পা ছাড়িয়া দিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, “দেখ্‌বেন মশায় গরীবকে যেন মার্‌বেন না।”

“না না কোন ভয় নাই” বলিয়া হাস্যবদনে শ্যামবাবু পুনরায় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; আর অভাগা রাজকুমার চোর অথবা তাহা অপেক্ষা অধমের ন্যায় হইয়া এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে আর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বদান্যতার পরিণাম।

"জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথ ক্ষৌণীভুজামগ্রণী,
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥"

মহানাটক।

যাঁহার সূর্য্যকুলে জন্ম, পৃথ্বীপতি রাজা দশরথ যাঁহার পিতা, সত্যপরায়ণা সাধ্বীসতী সীতা যাঁহার প্রণয়িণী, লক্ষ্মণ যাঁহার অনুজ, যাঁহার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বীর পৃথিবীতে আর নাই, যিনি স্বয়ং বিষ্ণু, সেই রামচন্দ্রকে যখন বিধাতার বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইয়াছিল তখন অন্য-পরের কথা কি? সে ক্ষেত্রে দরিদ্র রাজকুমার কোন ছার; তাহাকে যে, শ্যাম বাবুর বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে না, একথা যে বলে, তার উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে মা সরস্বতীর ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। তাহাতে আবার রাজকুমার অধর্ম্ম করিয়াছে, সুতরাং বিড়ম্বনা অনিবার্য্য। তার জন্য আবার দুঃখ কি? কিন্তু আমি তাঁহাদের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, নিজে নিজের বুকে হাত দিয়া উর্দ্ধমুখে উত্তর দিন—যদি তাঁহাদের মধ্যে কাহার এমন অবস্থা হয় যে, বাস্তবিকই এক মুষ্টি অন্নের জন্য স্ত্রী পুত্র

হাহাকার করিতেছে; তখন তিনি ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন। পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনিব না; মানব সহিষ্ণুতার উচ্চ শিখর অতিক্রম না করে, এমন কথা হইলে শুনিব। কেহ পারেন, বা পারিয়াছেন? যদি তাহা না হয়, তবে তিনি রাজকুমারের জন্য দুঃখ করিতে বাধ্য। কিন্তু যে ধর্ম্মধ্বজী দুঃখ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া এইখানে পাঠ বন্ধ করুন।

রাজকুমার অনেক সহ্য করিয়া তবে এমন কর্ম্ম করিয়াছে। দারিদ্র যন্ত্রণার উপর ঋণদায়;—একথা কল্পনায় আসিলেও আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করে। ভুক্তভোগী ব্যতিত অন্যে শত চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারিবে না। উত্তমর্ণ এবং উদরান্নের ঘাতক হইয়া যিনি সমাজের অটল ভাবে আছেন তিনি ধন্য। রাজকুমার কিন্তু তাহা পারে নাই। পূর্ণব্রহ্মরূপী অগ্নি স্বাক্ষাতে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাহাকে ভরণপোষণ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সেই স্ত্রীর জন্য, প্রাণের প্রাণ পুত্রদিগের জন্য রাজকুমার জমিদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায়ের উইল জাল করিয়াছে; এই পাপে যদি তাহার আত্মা স্বর্গে না যায় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই—সমাজের নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকে, নাচার!

রাজকুমার যে আশায় জমিদার মহাশয়ের উইল জাল করিয়াছিল, সে আশা পূর্ণ না হইয়া বরং উল্টা হইল। এখন রাজকুমার প্রাণের ভয়ে সদা সশঙ্কিত, কখন পুলিসে গ্রেপ্তার করিবে। সূচীপতনের শব্দ শুনিলে রাজকুমারের মনে হয় ঐ পুলিস আসিতেছে। না খাইতে পাইলেও স্ত্রী-পুত্র সহ গৃহে বাস রাজকুমারের পক্ষে যম যাতনা হইয়া উঠিল। যে স্ত্রী

পুত্রদিগের জন্য রাজকুমার জাল করিয়াছিল আজ পুলিসের ভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইল। রাজকুমার আর গৃহে আইসে না, গ্রামেও কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। দিনের বেলায় রাজকুমার এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া বেড়ায়; নিতান্ত ক্ষুধা বোধ হইলে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া লোকের বাড়ি ভিক্ষা করিয়া খায়; রাত্রে যথা তথা পড়িয়া থাকে। পাঁচদিন এইরূপে কাটাইয়া ছয় দিনের দিন গভীর রাত্রে রাজকুমার নিজ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, "ছায়া, ছায়াময়ী।"

রাজকুমার ছায়াময়ীর হস্তে খরচের জন্য যে কয়েকটি টাকা দিয়াছিল বুদ্ধিমতি ছায়াময়ী তাহার মধ্যে যাহা কিছু বাঁচাইয়াছিল, রাজ কুমারের অবর্ত্তমানে কায়ক্লেশে তাহা দ্বারা চারিদিন সংসার চালাইয়া অদ্য সমস্ত দিবস অনাহারী। জনৈক প্রতিবেশিনী শিশু পুত্র দুটিকে চারটী ভাত দিয়াছিল বলিয়া তাহারা খাইতে পাইয়াছে। রাজকুমারের মাতা যথায় পাচিকার কার্য্য করিতেছেন তথা হইতে রাজকুমারের ভগিনী সরস্বতীকে কিছু খাবার পাঠাইয়া দিয়াছিল; সে তাহা খাইয়া নিদ্রা দিতেছে, ছায়াময়ীর মুখের দিকে কেহ তাকায় নাই, তাই ছায়াময়ী দুই হাত বুকে দিয়া পড়িয়া আছে। বৈকালে একঘর প্রতিবেশী ছায়াময়ীকে খাইবার জন্য ডাকিয়াছিল কিন্তু তাঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ বলিয়া ছায়াময়ী খাইতে যায় নাই।

ছায়াময়ী নিদ্রা যায় নাই। দরিদ্রের গৃহ সামগ্রী ছিন্ন মাদুরের উপর তৈলসিক্ত উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল; রাজকুমারের কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাড়া তাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। গৃহ অন্ধকার, রাজকুমার বলিল "প্রদীপটা জাল।"

ছায়াময়ী উত্তর করিল "তেল নাই।"

রাজকুমারের কর্ণে ছায়াময়ীর কণ্ঠস্বর একটু ভার ভার বলিয়া বোধ হইল। অন্ধকারে চক্ষে হাত দিয়া দেখিল ছায়াময়ী কাঁদিতেছে। রাজকুমারের ধৈর্য্যচ্যুত হইল, আর থাকিতে পারিল না; চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

স্বামীর রোদন করিতেছেন দেখিয়া ছায়াময়ীও আর স্থির থাকিতে পারিল না; বাম হস্তে রাজকুমারের গলদেশ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুখ চাপিয়া ধরিল। বলিল, "চুপ কর চুপ কর।"

ছায়াময়ীর প্রবোধ বাক্যে রাজকুমার একটু শান্ত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কয়দিন কি করে সংসার চালালে?"

ছায়াময়ী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহার দিবেন। যার কেউ নাই তার মা দুর্গা আছেন, বাবা তারকনাথ আছেন।"

রাজকুমার বলিল "নিশ্চয়ই কোথায় ধার করেচো।"

রাজকুমারের কথা শুনিয়া এই দুঃখের সময়েও ছায়াময়ীর হাসি আসিল। বলিল "হুঁ; এপড়ার লোকরা ধায় দেবার পাত্রই বটে। খরচের জন্যে তুমি আমার কাছে যা দিয়ে ছিলে তাই থেকে কিছু বাঁচিয়ে রেখে ছিলেম বলে কয়দিন চল্‌লো। আজ আর কিছুই ছিল না, কাজেই উননে হাঁড়ি চড়ে নাই।"

রাজকুমার ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল "তবে কি আজ তোমাদের খাওয়া নাই।"

ছায়াময়ী উত্তর দিল "ও বাড়ীর মাসিমা নরেন, সুরেনকে চারটী ভাত দিয়েছিল তারা তাই খেয়েচে, আর মা—ঠাকুর-ঝিকে কি খাবার পাটিয়ে দিয়েছিলো, সে তাই খেয়েচে।"

তুমি কি খেলে?" বলিয়া রাজকুমার ছায়াময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিজের আহারের কথা শুনিয়া ছায়াময়ীর লজ্জা বোধ হইল। হেট মুখে উত্তর দিল "আমি তো আর এক দিন না খেলে মরে যাব না।"

"একদিন না খেয়ে মরে যাবে না সেকি রকম কথা হলো; তবে কি তোমার খাওয়া হয় নাই?" রাজকুমার গৃহ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল।

ছায়াময়ী রাজকুমারের হস্ত "ধরিল। বলিল সে কথা যাক্ তুমি সেই যে আস্‌চি বলে বাড়ি থেকে বেরুলে তার পর এই ছয়দিন একবার বাড়ি এলো না; এ কদিন ছিলে কোথা?"

উইলের ব্যাপার শুনিলে পাছে ছায়াময়ী ভাবিত হয় এই জন্য রাজকুমার সে সম্বন্ধে কিছুই বলে নাই। কাজেই রাজকুমারকে মিথ্যা কথার সাহায্য লইতে হইল। বলিল "বাবু একটা জমিদারীর তদারকে পাঠিয়ে ছিলেন। ভাল, যে কয়দিন আমি বাড়ি ছিলাম না তার মধ্যে কেউ আমাকে ডাক্‌তে এসেছিলো?"

ছয়াময়ী বলিল "জমিদার বাড়ি থেকে দুদিন লোক ডাক্‌তে এসেছিল, আর কাল খোকা বাবু নিজে এসেছিলেন।"

রাজকুমারের বুকের ভিতর সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইল। মনে মনে মনে ভাবিল আর কিছুই নহে, সমস্তই জানাজানি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমার উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, আর গৃহে থাকিতে পারিল না। বলিল "ছায়াময়ী তুমি শোও, আমার একটু কাজ আছে সেরে আসি।"

"এত রাত্রে আবার কিসের কাজ? না আজ আর যাওয়া

হবে না।” বলিয়া ছায়াময়ী রাজকুমারের পরিধেয় বসন ধরিল।

“ছাড় ছাড়, এখনি আসচি” বলিতে বলিতে রাজকুমার বলপূর্ব্বক ছায়াময়ীর হস্ত হইতে পরিধেয় বস্ত্র ছাড়াইয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল।

রাজকুমার প্রস্থান করিল। ছায়াময়ী কিন্তু ইহার ভাব বুঝিতে পারিল না। আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে ভাবিতে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বসিয়া কাটাইয়া দিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদ বিপদের অনুগামী।

"One sorrows come, they come not single spies,
But in battalions."

Hamlet.

অনেকক্ষণের পর ছায়াময়ীর দুঃখের নিশি প্রভাত হইল। প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া ছায়াময়ী সরস্বতীর গৃহ দ্বার ঠেলিল। ডাকিল, “ঠাকুরঝী ও ঠাকুরঝী বেলা হয়েচে, উঠ না।”

ছায়াময়ীর মনে মনে ইচ্ছা গতরাত্রে রাজকুমার গৃহে আসিয়াছিলেন সরস্বতীকে সেই কথাটি শুনায়। সরস্বতী তখন সুখ স্বপ্ন দেখিতেছে;—দেখিতেছে যেন এক ষোড়শবর্ষীয় কার্ত্তিকের

ন্যায় সুন্দর যুবাপুরুষ তাহার হস্ত ধরিয়া বলিতেছেন "সরস্বতী তুমি আমায় সুখী কর্‌বে না?" সরস্বতী যেন লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিতেছে না। "হৃদয়েশ্বরী হৃদয়ে এস" বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গনে যুবা সরস্বতীর মুখ চুম্বন করিলেন। যুবকের মুখ খানি যেন সরস্বতীর চেনা; সরস্বতী যেন কি বলিবে বলিবে করিতেছিল, এমন সময়ে ছায়াময়ীর "ঠাকুরঝী ঠাকুরঝী" শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

বাতায়নের ছিদ্র দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া সরস্বতী শর্য্যা ত্যাগ করিল। বাহিরে আসিবামাত্র সম্মুখে ছায়াময়ীকে দেখিতে পাইল। বলিল "কি লো সকাল বেলা এত ডাকাডাকি কিসের জন্যে?"

"এবুঝি তোমার সকাল? তবে না হয় আর একটু ঘুমোও" বলিয়া ছায়াময়ী মৃদু হাস্য করিল।

সরস্বতী। ঘুমোবো না তো কি? কারো ধার ক'রে খেয়েচি নাকি?

ছায়াময়ী। তুই রাগ করিস্ কেন ভাই, আমিও তোকে ঘুমুতে বল্‌চি।

সরস্বতী রাগ করিতেছে দেখিয়া ছায়াময়ী আর থাকিতে পারিল না, এবার হো হো শব্দে মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া উঠিল। সরস্বতী ছায়াময়ীর হাসিতে বিষম ক্রুদ্ধ হইল। বলিল কেন লো তুই আমার কথায় হাস্‌বি, তোর খাই না তোর বাপের খাই?"

ছায়াময়ী একেবারে অবাক্; মুখে আর কথা নাই। প্রাতঃকালে গালি খাইয়া ম্লানমুখে কর্ম্মান্তরে চলিল, সরস্বতী পুনরায় গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া শয়ন করিল।

এই ঘটনার অব্যবহিত কাল পরে সদর দ্বারে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল, "রাজকুমার রাজকুমার, রাজকুমার বাড়ি আছ?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরস্বতী ঝটিতি গৃহের অর্গল মুক্ত করিয়া বাহির হইল। আর সরস্বতীর রাগ নাই। ডাকিল, "বৌ ও বৌ" ছায়াময়ী আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছিল, কিন্তু কুলবধূ হইয়া কি প্রকারে উত্তর দিবে, তাহাই চিন্তা করিতেছিল; এক্ষণে সরস্বতী উঠিয়াছে এবং তাহাকে ডাকাইতেছে দেখিয়া মনে সাহস হইল। প্রাঙ্গণ পার্শ্বস্থ রন্ধন গৃহের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। হাতছানি দিয়া সরস্বতীকে ডাকিল।

সরস্বতী সহাস্যবদনে বলিল, "বৌ খোকাবাবু দাদাকে ডাক্‌তে এসেচেন।"

ছায়াময়ী বলিল, "আমি কি করে জবাব দিব; তুমি বল না যে, বাড়ি নাই।"

সরস্বতী বলিল, "সেটা কি ভাল হয়; বাড়ির ভিতর ডাক্‌বো না?"

"সে তোমার ইচ্ছা. ডাক্‌তে হয় ডাক না হয় না ডাক; কথা কইবে তুমি, আমিতো আর কথা কইতে পার্‌বো না?" বলিয়া ছায়াময়ী রন্ধন শালার মধ্যে আর একপদ প্রবেশ করিল। সরস্বতী বাড়ির ঝিউড়ি; সুতরাং ইন্দ্রচন্দ্রকে লজ্জা করিবার তাদৃশ আবশ্যক করিল না, এই জন্য বলিল "আপ্‌নি বাড়ির ভিতর আসুন।"

আহ্বান শুনিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সদরের পরচালে একটা টিক্‌টিকি বসিয়া ছিল ইন্দ্রচন্দ্রের বাটীতে প্রবেশ কালে সেটা টিক্ টিক্ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। ইন্দ্রচন্দ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে সরস্বতী বসিতে আসন

দিয়া আপনি একপার্শ্বে দাঁড়াইল। ইন্দ্রচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে আর একদিন রাজকুমারকে ডাকিতে আসিয়া সরস্বতীকে দেখিয়াছিল—দুই একটা কথাও কহিয়াছিল; তবে কিনা সেদিন সরস্বতী একটু আড়ালে ছিল। আজ আর তাহা নাই, একেবারে সম্মুখে। ইন্দ্রচন্দ্র যে কার্য্যে আসিয়াছিল, যে সমস্ত কথা বলিবে মনে করিয়াছিল, সরস্বতীকে দেখিয়া সমুদয় ভুলিয়া গেল,—প্রাণটা যেন কিরূপ হইয়া উঠিল।

সরস্বতী এতাবৎ ইন্দ্রচন্দ্রের প্রতি আড় নয়নে দৃষ্টি করিতেছিল আর ইন্দ্রচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে হাসিতে ছিল; কেহই কোন কথা কহে না।

অনেকক্ষণের পর ইন্দ্রচন্দ্র সরস্বতীর মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"রাজকুমার কোথায় গিয়েছে বল্‌তে পারেন ?"

চারীচক্ষের মিলন হইল। সরস্বতী মস্তক অবনত করিয়া বলিল তা বল্‌তে পারিনে; শনিবার দিন থেকে দাদা মোটে বাড়ী আসেন নি।"

সরস্বতীর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তাহার পশ্চাৎ হইতে অস্ফুটস্বরে শব্দ হইল, "ঠাকুরঝী বল যে, কাল রাত্রে একবার বাড়ি এসেছিলেন, কিন্তু তখনি বেরিয়ে গেলেন।"

ইন্দ্রচন্দ্র। কোথায় গেল বল্‌তে পারেন ?

সরস্বতী। "না।

ইন্দ্রচন্দ্র। ভাল, আপনাদের সংসার খরচের কি হচ্চে ?

সরস্বতী। ধার, ধারনা পেলে উপবাস।

ইন্দ্রচন্দ্র। এতদিন আমাকে খবর দেননি কেন ?

সরস্বতী। খবর দেবার লোক কৈ; আমরাতো আর যেতে পারিনা।

ইন্দ্রচন্দ্র। তা বটে, আচ্ছা সন্ধ্যার পর আমি যা পারি দিয়ে যাব, আর রাজকুমার যদি আসে, তাকে বল্‌বেন যেন আমার সঙ্গে একবার দেখা করে; এখন আমি উঠি।

আসন পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রচন্দ্র দাঁড়াইল। একবার সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু ভাল করিয়া দেখা হইল না; লজ্জা আসিয়া প্রতিবন্ধক হইল। আস্তে আস্তে ইন্দ্রচন্দ্র বাটীর বাহির হইল, কিন্তু প্রাণ আর এক জায়গায় পড়িয়া রহিল।

ইন্দ্রচন্দ্র বাটীর বাহির হইয়া গেলে ছায়াময়ী রন্ধনশালা হইতে বাহিরে আসিল। সরস্বতী এখন বৌয়ের উপর ভারি সদয়, আর রাগের লেশ মাত্র নাই। বলিল, "কাল দাদা এসেছিল, তুই একথা তো আগে আমাকে বলিস্‌নে?"

ছায়াময়ী উত্তর করিল, "বল্‌বো কি ভাই বলবার আগেই তুমি বাপ দাদার নাম ভুলিয়ে দিলে; বল্‌লে না জানি কি কর্‌তে।"

সরস্বতী একটু অপ্রতিভ হইল। বলিল, "ঘুমের ঘোরে কি বল্‌তে কি বলেচি ভাই, তার জন্যে রাগ করিস্‌নে।"

ছায়াময়ী আর কিছু বলিল না। সরস্বতী গৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার বাক্স হইতে একটী সিকি বাহির করিয়া সরলাকে বলিল, "বৌ আজতো তোর হাতে কিছু নাই; আমার কাছে এই সিকিটা ছিল, এই নিয়ে আজকে সংসার খরচ কর, রাত্রে খোকাবাবু টাকা দিয়ে যাবেন বলেচেন; তাই থেকে আমাকে দিস্।"

সরস্বতীর চারি আনা পয়সায় ছায়াময়ী সেই দিনের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিল। সকলের আহার হইলে ছায়াময়ী আহার করিল। গতরাত্রে ছায়াময়ী নিদ্রা যায় নাই এইজন্য

আলস্য বোধ হইল। গৃহমধ্যে অঞ্চল পাতিয়া তাহারই উপর শুইয়া পড়িল; অচিরে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল।

অদ্য কিছুতেই সরস্বতীর মন বসিতেছে না। কেবল ঘর বাহির করিতেছে। বেলা অবসান হইয়া আসিল, এখন ছায়াময়ী উঠে নাই দেখিয়া ডাকিল "বৌ ও বৌ।"

বৌয়ের সাড়াশব্দ নাই, অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। দুই চারিবার ডাকিয়া সরস্বতী হস্ত দ্বারা ছায়াময়ীকে ঠেলিয়া দিল। গাত্রে হস্তস্পর্শ হইবামাত্র ছায়াময়ীর নিদ্রাভঙ্গ হইল; চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল সম্মুখে সরস্বতী দাঁড়াইয়া আছে। বলিল,"ঠাকুরঝী আমার শরীরটা ভার হয়েচে, গা হাত কাম্‌ড়াচ্ছে, মাথাও বেশ ধরেচে।"

সরস্বতী ছায়াময়ীর গাত্রে হস্ত দিয়া জ্বর হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিল। দেখিল বাস্তবিকই ছায়াময়ীর গাত্র উষ্ণ; চক্ষুও লাল হইয়াছে। বলিল যদি অসুখ ক'রে থাকে তবে আর উঠে কাজ নাই; আমি বিছানা করে দিচ্চি।" সরস্বতী ছায়াময়ীর সেই ছিন্ন মাদুরটা পাতিয়া ছায়াময়ীকে শয়ন করাইল। যাইবার কালে বলিল, "যদি দরকার হয় তবে আমাকে ডাকিস্‌।"

ছায়াময়ী "আচ্ছা" বলিয়া নীরব হইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড হইল। সন্ধ্যার পর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁঝিঁ, শব্দ আর বংশ দণ্ডের পরস্পর সংঘর্ষণের কেঁ কোঁ শব্দ ব্যতীত পল্লিগ্রামে অন্য শব্দ প্রায় শ্রুত হয় না! সুতরাং এখানে ও তাই। ছায়াময়ী জ্বরের প্রকোপে নিজ গৃহমধ্যে সেই ছিন্ন মাদুরের উপর পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। কনিষ্ঠ পুত্রটি ঘুমাইয়াছে, জ্যেষ্ঠটী এখন ঘুমায় নাই; মাতার পার্শ্বে

শয়ন করিয়া গাত্রে হস্ত বুলাইতেছে। গৃহের দ্বার ভেজান রহিয়াছে। সরস্বতী কাহার প্রতীক্ষায় ঘর বাহির করিতেছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া একবার দাওয়ায় বসিল; পরক্ষণে কি ভাবিয়া নিজগৃহে উঠিয়া গেল। মনে শান্তি নাই; সরস্বতী আবার বাহিরে আসিয়া ছায়াময়ীর গৃহ দ্বারে দাঁড়াইল। কবাটের ছিদ্রে নয়ন স্থাপন করিয়া দেখিল ছায়াময়ী নিদ্রা যাইতেছে। আস্তে আস্তে নিজগৃহে আসিয়া শয়ন করিল। শয়ন করিল বটে, কিন্তু নিদ্রা গেল না। একটু কোন প্রকার শব্দ শুনিয়াই অমনি উঠিয়া বসে। এই অবস্থায় সরস্বতী আরও চারি দণ্ড কাটাইল। নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে দেখিয়া উঠিয়া বসিল; দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইতে আরম্ভ করিল। মনে মনে বলিল, "তবে বুঝি এলেন না; সদর দরজা বন্ধ করে আসি।"

অমাবস্যার রাত্রি; ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সরস্বতী সদরের দ্বার বন্ধ করিবার জন্য গৃহ বহিষ্কৃত হইয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। একবার গাটা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। বোধ হইল কে যেন পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া ফিরিয়া দেখিল—কিছুই নহে। অগ্রসর হইয়া সদরের দ্বার পর্য্যন্ত গেল; চৌকাঠ ধরিয়া একবার রাস্তায় মুখ বাড়াইল, দেখিল জুতাপায়ে মস্ মস্ শব্দে একজন লোক আসিতেছে। আগন্তুক কোন্ দিকে যায় দেখিবার জন্য সরস্বতী দরজা বন্ধ না করিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। দেখিল আগন্তুক সোজা পথ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বাটীর দিকেই আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে আগন্তুক দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও?"

আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, তিনি ভীত হইয়াছেন।

"কেও" শুনিয়া সরস্বতী দ্বার আর একটু ভেজাইয়া দিল। উত্তর না পাওয়ায় আগন্তুক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চে বলিলেন "দাঁড়িয়ে কে, কথার উত্তর দাও।"

আর নিরুত্তরে থাকা ভাল নয় ভাবিয়া সরস্বতী মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমি।"

আগন্তুক বলিলেন "আমি কে?"

সরস্বতীর আর কথা কহিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে গোল হইয়া পড়ে এই ভাবিয়া উত্তর দিল, "আমি সরস্বতী।" আগন্তুক অগ্রসর হইয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত রাত্রে এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন সরস্বতী?"

"আপনি আস্‌বেন বলেছিলেন তাই জন্যে দাঁড়িয়ে আছি" বলিয়া সরস্বতী লজ্জায় মুখ নত করিল।

আগন্তুক আর কেহ নহেন স্বয়ং ইন্দ্রচন্দ্র। ইন্দ্রচন্দ্র বলিলেন "সন্ধ্যার সময় আস্‌বো বলে ছিলাম বটে, কিন্তু একটা বিশেষ কাজে পড়ে দেরি হয়ে গেল। আমার জন্যে তোমাকে ভারি কষ্ট পেতে হয়েচে দেখ্‌চি। তা যা হ'ক কিছু মনে করোনা; আর সকালে যে টাকার কথা বলেছিলাম তা এই লও।"

ইন্দ্রচন্দ্র পকেট হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া সরস্বতীর হস্তে দিয়া বলিলেন, "আপাততঃ এই খরচ কর আর রাজকুমার এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। আমিও মধ্যে মধ্যে তোমাদের দেখে যাবো; এখন চল্লেম।"

ইন্দ্রচন্দ্রের যাইবার কথা শুনিয়া সরস্বতী বলিল, "বাড়ির ভিতর আস্‌বেন না?"

"আবার বাড়ির ভিতর যাবো" বলিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বিনা আপ-

ত্তিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সরস্বতী অগ্রে, ইন্দ্রচন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সরস্বতী নিজ শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল, ইন্দ্রচন্দ্র ঘরের রোয়াক পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, কিন্তু সাহস করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলেন না,—দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সরস্বতী গৃহ প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, ইন্দ্রচন্দ্র দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, সুতরাং গৃহাভ্যন্তর হইতে ডাকিল, "ভিতরে আসুন।"

আবাহন মাত্রেই অধিষ্ঠান; ইন্দ্রচন্দ্র একবারে সরস্বতীর শয্যার উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। সরস্বতী গৃহের এক কোণে বসিয়া তাম্বুল প্রস্তুতে নিযুক্তা হইল। কাহারও মুখে কথা নাই। ইন্দ্রচন্দ্র অনিমিষলোচনে সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, আর সরস্বতী আপন মনে পান সাজিতেছে। অনেকক্ষণের পর সরস্বতীর তাম্বুল প্রস্তুত সমাধা হইল। একটা তাম্বুল হস্তে লইয়া সরস্বতী দণ্ডায়মানা হইল। কি জানি কি অলঙ্ঘনীয় কারণে একবার সরস্বতীর বক্ষঃস্থল দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সেই অবস্থায় সরস্বতী অগ্রসর হইয়া অবনত মুখে "পান পান" বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল।

যদিও ইন্দ্রচন্দ্র এতাবৎ সরস্বতীর মুখের দিগে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতর কি এক ভয় মিশ্রিত ভাব উদয় হইতেছিল,—সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। পান লইতে গিয়া সরস্বতীর হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন; আর চুম্বকে যেমন লৌহ আকর্ষিত হয় সেই রূপ সরস্বতী ইন্দ্রচন্দ্রের অঙ্কশায়িনী হইল। তৈলশূন্য বহুদিনের একটা পুরাতন বোতল দেওয়ালে ঝুলিতেছিল, অকস্মাৎ সে স্বস্থান চ্যুত হইয়া প্রজ্বলিত প্রদীপের উপর পড়িয়া শত খণ্ডে বিভক্ত হইল; প্রদীপও নিবিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিধবার সুখের দশা।

"Woman is the main spring of all human afars."

তা তোমরাই দশে ধর্ম্মে বল, আর দুঃখ থাকবে কেন? দূর করিতে জানিলে দুঃখ কদিন থাকে! এই যে রাজকুমার পুরুষ মানুষ হইয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য এর দ্বার তার দ্বার করিয়া বেড়াইতেছে—কত জাল জুয়াচুরী করিতেছে, কিন্তু দুঃখ দূর করিতে পারিয়াছে কি? আর আমাদের সরস্বতী বালবিধবা স্ত্রীলোক হইয়া একদিনে এক কথায়—এক দিনে এক কথায় বলিতেছি কেন?—এক মুহূর্ত্তে এক কটাক্ষে সব করিল। তাই বলিতেছিলাম দূর করিতে জানিলে দুঃখ কদিন থাকে। এহেন মধুর রমণীকটাক্ষকে আবার তোমরা নিন্দা কর! ছি—তোমাদের মুখ দেখলে পাপ হয়। হে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী মধুররমণীকটাক্ষ! আমি এই থান থেকে তোমায় নমস্কার করি।

রাজকুমারের অদৃষ্টগুণে, আর সরস্বতীর হাতযশে ছায়ামরীর সুরেন নরেনের ভাতের ভাবনা ঘুচিয়াছে সত্য, কিন্তু রাজকুমারের যে দুঃখ সেই দুঃখ। সেই রাত্রে পলায়নের পর রাজকুমার আর বাটী প্রত্যাগমন করে নাই। ছায়ামরীও সেই পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই তাহার জ্বর হইয়াছিল, এক্ষণে সেই জ্বর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সরস্বতী স্বয়ং রন্ধন করিয়া সুরেন নরেনকে খাওয়া-

ইতেছে, আর প্রাণপণে ছায়াময়ীর শুশ্রূষা করিতেছে। ইন্দ্র-চন্দ্রের কল্যাণে অর্থের অভাব নাই, একবারের জায়গায় তিনবার গ্রাম্যবৈদ্য ছায়াময়ীকে দেখিতে আসিতেছেন; দিনের মধ্যে তিন চারিবার স্বয়ং ইন্দ্রচন্দ্র আসিয়া সংবাদ লইতে-ছেন।

অন্যদিন অপেক্ষা অদ্য ছায়াময়ী কিছু ভাল আছে বলিয়া উঠিয়া বসিয়াছে; সরস্বতী ছায়াময়ীর শিশু পুত্রদিগকে লইয়া ছায়াময়ীর সঙ্গে গল্প করিতেছে, এমন সময়ে ইন্দ্রচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য দিন ইন্দ্রচন্দ্র আসিয়া উঠানে দাঁড়াইত, তথা হইতেই সংবাদ লইত; কিন্তু আজ ছায়াময়ী তাহার বিপরীত দেখিল। ইন্দ্রচন্দ্র একেবারে ঘরের দাওয়ার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ছায়াময়ী জ্বরে পড়িয়া রহিয়াছে, সরস্বতী ইন্দ্রচন্দ্র ঘটিত ব্যাপার কিছুই অবগত নহে, সুতরাং না বলা না কওয়া ইন্দ্রচন্দ্রকে দাওয়ার উপর আসিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল; সরস্বতী ইন্দ্রচন্দ্রকে দেখিয়া গৃহের বাহিরে গেল, ইন্দ্রচন্দ্রও তাহার পশ্চাৎগামী হইলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল তথাপি সরস্বতী প্রত্যাবর্ত্তন করিল না দেখিয়া ছায়াময়ী কিছু ব্যস্ত হইল; মনে মনে সর-স্বতীর উপর কিছু বিরক্তও হইল। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রকে বলিল "তোমার পিসি কোথায় গেল দেখেএস তো বাবা।"

বালক সংবাদ লইবার জন্য সরস্বতীর গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা যাহা দেখিল, মাতার নিকট আসিয়া অম্লান বদনে তাহাই বিবৃত করিল। বালক বলিল, "পিসি একটা বাবুর কাছে বসে গল্প কচ্চে।"

বালকের কথা শুনিয়া ছায়াময়ীর মনে বিষম সন্দেহ হইল।

সবিশেষ ব্যাপার জানিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু কয়েক দিনের জ্বরে এবং অনাহারে ছায়াময়ীকে এত দূর দুর্ব্বল করিয়াছিল যে, শয্যা ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল, সুতরাং মনের উদ্বেগ মনেই রহিল।

অনেকক্ষণের পর সরস্বতী হাস্যমুখে ছায়াময়ীর গৃহে প্রবেশ করিল। বলিল "বৌ খোকাবাবু তোর খবর নিতে এসেছিলেন।"

ছায়াময়ী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অসন্তুষ্ট ভাব প্রকাশ করিল, বলিল, "খবর নিতে এসেছিলেন তা এইখান থেকে বলে দিলেই ভাল হতো; ঘরে বসাবার দরকার কি ছিল?"

সরস্বতী বলিল, "তাতে আর হয়েছে কি। ওরা হ'ল জমিদার; ওরা অমাদের বাড়ি আসে এতো আমাদের ভাগ্‌গি।"

ছায়াময়ী বলিল, "ভাগ্‌গি নয় ঠাকুরঝি, এতে লোকে দুষ্‌বে। একে তো লোকে আমাদের নামে খাঁড়ায় বালি দেয়, তার উপর এরকম একটা ছুতো পেলে কি আর রক্ষে আছে।"

সরস্বতী কুপিতা হইয়া উঠিল। বলিল, "পাড়ার কোন আলখাগির ভাল খেগোর হাঁড়িতে খেয়েচি, সরায় জুড়িয়েছি যে একটা মিছে ছুতো নিয়ে দুষ্‌বে রে?"

ছায়াময়ী পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুস্বরে বলিল, "ঝগড়ার কথা নয় ঠাকুরঝি, এখন আমাদের সময় মন্দ তাই বলছি। একটু সরে সাম্‌লে চল্‌লে কার সাধ্য যে এক কথা বলে। যা হ'ক তুমি আর খোকাবাবুর সঙ্গে আড়ালে কথাবার্তা কহোনা।"

ছায়াময়ীর কথায় সরস্বতীর একটু অভিমান হইল; মুখ ভার করিয়া বলিল, "তুমি বৌমানুষ খোকাবাবুর সঙ্গে কথা কইতে পার না এই জন্যই আমাকে কথা কইতে হয়, নহিলে আমার কথা কবার আবশ্যক কি? এই তোমার বেয়ারামের খরচ, সংসার খরচ, কথা না কহিলে কোথায় পেতে? কথা কয়ে তাঁর কানে না তুল্‌লে তিনি তো আর জান হ'তেন না?"

ছায়াময়ী উত্তর করিল "না ভাই ঠাকুরঝি, আমি বেয়ারামে মরে যাই সেও ভাল, না খেতে পাই দুহাত বুকে দিয়ে পড়ে থাক্‌বো সেও ভাল, তবু তোমায় মিনতি করি তুমি আর অমন করে আড়ালে কথা কও না।"

"কথা কবার জন্যে কার গরজ পড়েছে" বলিয়া সরস্বতী বিরক্ত ভাবে ছায়াময়ীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।

রাজকুমারের বাটীর ভিতর ইন্দ্রচন্দ্রের গমনাগমন বৃত্তান্ত প্রতিবাসীরা প্রথমে কল্পনা, তৎপরে জল্পনা, তৎপরে কানাকানি তৎপরে জানাজানি, শেষ মাঠ হইতে পুকুর ঘাটে আনিয়া জমিয়াৎবস্ত করিল এবং অচিরাৎ তথা হইতে পুঁটীর মার সাহায্যে পুঁটীর বাপের কর্ণে উঠিল। পর দিবস প্রাতেঃ পুঁটীর বাপ রামধন মিস্ত্রির দোকানে তামাক খাইতে গিয়া পুঁটীর মার কথার উপর একটু রং চড়াইয়া গল্প করিলেন। শেষ গল্পটা রামধন মিস্ত্রির দোকান হইতে রঙের উপর রসান হইয়া সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইল যে, সরস্বতীর হস্তের বালা জোড়াটা ইন্দ্রচন্দ্র রামধনের দোকান হইতে গড়াইয়া লইয়াছে। প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে; সরস্বতী অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া তাহার মাতা তাহাকে শূন্য হাত করিতে দেন নাই, এক জোড়া পিতলের বালা তাহার হাতে ছিল বটে।

কথাটা ক্রমে জমিদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ণে উঠিল। ইন্দ্রচন্দ্রের বলয় দানের কথাটাও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শুনিতে বাকি রহিল না। কোথা হইতে ইন্দ্রচন্দ্র টাকা পাইতেছে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সধর্মনিষ্ঠা গৃহিণী লীলাবতীর আদরের পুত্র বলিয়া ইন্দ্রচন্দ্র যখন যাহা আব্দার করিতেন তখনই তাহা পাইতেন,—কখন কোন বিষয়ের জন্য অপ্রতুল হয় নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানিতে পারিয়া সে পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রচন্দ্রকে রাজকুমারের বাটীর দিকে যাওয়া পর্য্যন্ত রহিত করিলেন।

খুদি পিঁপড়ের বল আর লম্পটের বুদ্ধি এক স্বতন্ত্র জিনিস। খুদি পিঁপড়ে বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কাজ করে; নিজের দেহের ভার অপেক্ষা অষ্টগুণ ভারি দ্রব্য অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যায়,—ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। আর লম্পটের বুদ্ধির দৌড়খানা দেখুন।

জমিদার চন্দ্র শিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দ্রচন্দ্রকে একেবারে হাতে ভাতে উভয় দিকে মারিয়াছেন। হাতে মারা—অর্থ প্রাপ্তির পথরোধ এবং ভাতে মারা রাজকুমারের বাটীর দিকে পর্য্যন্ত গমন নিষেধ। বুদ্ধিমান ইন্দ্রচন্দ্রের কাছে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বুদ্ধি টিঁকিল না;—তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারিলেন। মাতার নিকট অর্থ চাহিয়া নিষ্ফল হইবামাত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে যে ঘোড়াটী কিনিয়া দিয়া ছিলেন তাহা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জনৈক ডাক্তারকে অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলেন; বাটীর ভৃত্যবর্গ, যাহাদিগের উপর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দ্রচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ভার

দিয়েছিলেন, অশ্ববিক্রীত অর্থের কিয়দংশ ইন্দ্রচন্দ্র তাহাদের পূজা দিলেন; সুতরাং রুদ্ধ পথ নিষ্কণ্টক হইল। দিনের বেলায় ইন্দ্রচন্দ্র আর রাজকুমারের বাটীর দিকে যান না, কিন্তু রাত্রে তথায় রাত্রি প্রভাত করেন।

শীঘ্রই অশ্ববিক্রয় সংবাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানিতে পারিলেন। আদরের পুত্র ইন্দ্রচন্দ্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন; যাহাদিগকে ইন্দ্রচন্দ্রের উপর দৃষ্টি রাখিবার ভার দিয়াছিলেন গালির চোটে তাহাদিগের ভুত ভাগাইয়া দিলেন। শেষ সদর দ্বারের চাবি নিজের কাছে রাখিয়া ইন্দ্রচন্দ্রের রাত্রে বাটীর বাহির হইবার পথ রোধ করিলেন।

নূতন উপায় আরব্ধ হইল; ইন্দ্রচন্দ্র অন্দরের সংলগ্ন উদ্যানের প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া বাটীর বাহির হইতে লাগিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সকল কলকৌশল ব্যর্থ হইল। নিরুপায় হইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাড়ার মুখুর্য্যে, বাড়ুর্য্যে, গাঙ্গুলী, বসু, পাল, প্রভৃতি পারিষদ বর্গকে ডাকাইয়া তাঁহাদের মজলিসে ইন্দ্রচন্দ্রের দৌরাত্ম্যের কথা পেস করিলেন। কেহ বলিলেন "ওদের চাল কেটে উঠিয়ে দেন; তা হলে সকল হাঙ্গাম চুকে যাবে" কেহ বলিলেন "আপনার পাগল বেঁধে রাখাই ভাল; পরের উপর জুলুমের দরকার কি?" অনেক বাদানুবাদের পর শেষ সিদ্ধান্ত হইল যে, ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ দেওয়া যাক্; ছেলেও বড় হয়েচে,—আর আইবড় রাখা ভাল দেখায় না।

সেই বৃদ্ধ হরকালি মুখোপাধ্যায়ের কন্যা মহামায়ার সঙ্গে ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইল। প্রথমে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিবাহে সম্মত হন নাই; জমিদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় ভাবি বৈবাহিক হরকালি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনেক বুঝাইলেন, "এ বিবাহে আপনার কন্যা সুখে বই অসুখে থাকিবে না; আমার এই সম্পত্তি সকলই ইন্দ্রচন্দ্র আর আপনার কন্যার।" জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীনাথ ইন্দ্রচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়া পিতাকে অনেক বুঝাইলেন "এক সময়ে সকলেই অমন হয়ে থাকে আবার আপনিই সুধ্‌রে যাবে।" কাহারও কথায় বৃদ্ধের সম্মতি হইল না, শেষ গৃহিণীর তাড়-নায় আর অসম্মত থাকিতে পারিলেন না। বিবাহের দিনস্থির হইল; উভয় পক্ষেই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাহার বিবাহ তিনি ইহাতে অসম্মত;—ইন্দ্রচন্দ্র কেবল পিতার ভয়ে বিবাহ করিতেছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

তুমি যারে বাম সেই হতভাগা
দুনিয়ায় তার কিছুই নাই।
একা ভেকা হয়ে বেড়ায় অভাগা
ঘুরে ঘুরে মরে সকল ঠাঁই॥

বঙ্গসুন্দরী।

জমিদার বাটীতে আজ ভারি ধূম; কাড়রে ঢুলির তাক্ ডাক্‌সিন আর কাঁসির কাঁই কাঁই শব্দে পাড়া সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। নহবতখানার উপর রহিয়া রহিয়া সানাইদার তাসার তালের সঙ্গে মুলতান রাগিণীতে "আরে বাঁশি বাজা-ওনা শ্যাম" বলিয়া সানাই বাজাইতেছে। গ্রামের কাহারও বাড়িতে আজ হাঁড়ি চড়ে নাই; সকল বাড়ির মেয়েরা আজ জমিদার বাড়িতে সমাগত হইয়াছেন। আজ ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ। বাটীর চাকর চাকরাণীরা মেজেণ্টারে ছোপান কাপড় পরিয়া হাতে রুপার বালা দিয়া চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। দেশ দেশান্তর হইতে বহুসংখ্যক কুটুম্ব কুটুম্বিনী আসিয়াছে। বহি-র্ব্বাটীতে গ্রামের সাদা চোখো গুড়ুক খোরেরা এক এক থেলো হুঁকায় আমপাতার নল লাগাইয়া তামাক খাইতেছেন, আর এ ধার ও ধার করিয়া বেড়াইতেছেন। পুরোহিত মহাশয়—যষ্ঠি পূজা মাখাল পূজায় যাঁহার টিকি দেখিতে পাওয়া না, যায় আজ তিনি প্রভাত হইতে না হইতে জুটিয়াছেন; কর্ত্তাকে শুনাইয়া

শুনাইয়া বলিতেছেন, "আভ্যুত্তিক ক্রিয়ার বেলা করোনা গো। বালকেরা কেহ বা কলাপাতার বাঁশী করিয়া বাজাইতেছে, কেহ বা যথায় আতসবাজী প্রস্তুত করিতেছে তথায় হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহির্বাটী অপেক্ষা সমারোহটা অন্দরে কিছু বাড়াবাড়ি। গাত্রে হরিদ্রা, অধিবাস বিবাহ সব কর্ম্মই একদিনে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা স্ত্রী লীলাবতীর পালিত পুত্র ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ;—সুতরাং এ কর্ম্মে তিনিই প্রাধানা গৃহিণী। লীলাবতী সমাগত আত্মীয়া কুটুম্বিনীগণকে মা, মাসি, বাছা, দিদি, তোমার ঘর, দেখে শুনে খাবে নেবে ইত্যাদি যথাযোগ্য সম্বোধনে আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। হরের মা, বামী, দিগ্মী প্রভৃতি দাসীগণ পরশুরামের ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া করার ন্যায় প্রাঙ্গণে বসিয়া মৎস্যকুল নির্ম্মূল করিতে করিতে পরস্পরে মনের কথা বলাবলি করিতেছে। একটা মেট্কা বিড়াল এতাবৎ স্থির দৃষ্টিতে মৎস্যকুল নির্ম্মূল কত্রীগণের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না; অবসর বুঝিয়া একখানা কর্ত্তিত মৎস্য মুখে করিয়া দৌড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বামী ও বঁটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক "আঃ আবাগীর বেরাল, তোমার মরণও হয় না" শব্দে বিড়ালের পশ্চাদ্ধাবমানা হইল। বিশেষ সুবিধা বুঝিয়া ছাদোপরিস্থ গোদা চিলটা ছোঁ মারিয়া আর একখানা মৎস্য লইয়া গেল।

প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে রোয়াকে কতকগুলি স্ত্রীলোক বসিয়া ঠকাঠক ঘসড় ঘসড় শব্দে ঝাল মসলা বাটিতেছে; অপর পার্শ্বেও ঐরূপ অনেকে একত্রিত হইয়া কচাকচ, খস্ খস্ শব্দে তরকারী কুটিতেছেন। কাহারও হস্তে ইচোড়ের আঠা লাগি-

য়াছে, তিনি তৈলদ্বারা তাহা উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন; কোন অশিক্ষিতার অসাবধানে অঙ্গুলী কাটিয়া গিয়াছে,—তিনি মুখ বিকৃত করিয়া জলে হাত ডুবাইয়া বসিয়া আছেন। রন্ধনশালায় শ্রীকৃষ্ণের মোহন চূড়ার অনুকরণে আর্দ্র চুলে ঝুঁটি বাঁধিয়া কেহ অন্ন সুসিদ্ধ হইল কি না টিপিয়া পরীক্ষা করিতেছেন; কেহ বা ঠন্ ঠন্ শব্দে দাইলের হাঁড়িতে হাতা দিতেছেন। কোন যুবতী তপ্তৈতেলে মৎস্য দিয়া আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া আছেন। জলপড়িয়া রন্ধনশালের সম্মুখভাগ দ্বৈপায়ণ হ্রদ হইয়া উঠিয়াছে; বলাইয়র পিসি লবণ হস্তে আসিতে আসিতে সেই খানে ধপাস করিয়া পড়িয়া গেলেন। "আহা বড় লেগেচে" বলিয়া চারি দিক হইতে একটা সহানুভূতি সূচক শব্দ উঠিল। কোথাও ছেলে কাঁদিতেছে "টে" কোথাও শব্দ উঠিতেছে "খাবার দেনা মা"; কোন যুবতী কোন বিশেষ কারণে নিজ সন্তানের পৃষ্ঠে ধপাধপ চাপড় বসাইয়া দিতেছেন, কেহ বা "আহা মারিস্‌নে মারিস্‌নে" বলিয়া নিবারণ করিতেছেন। বালিকা, যুবতী, বয়সী, অর্দ্ধ বয়সী প্রৌঢ়া প্রভৃতি সকল রকম স্ত্রীলোকের রংবেরংয়ের কথায় বার্ত্তায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্দর মহল একেবারে সুতাহাটা হইয়া উঠিয়াছে; কিছুরই অপ্রতুল নাই,—অপ্রতুল কেবল একালের জ্যাকেট পরা বাঁধান হুকা বিশেষ স্ত্রীলোক।

বরের গায়ের হলুদ কনের বাড়ি না পৌঁছিলে কনের গায়ে হলুদ হইবে না; নাপিত এখন আইসে নাই, কর্ত্তা মহারাগান্বিত হইয়া বসিয়া আছেন। হরে খানসামা তাহার অনুসন্ধানে গিয়াছে; ইতি মধ্যে পরামাণিক কলাবাগান নিঝাড় করিয়া একবোঝা তেউড় স্কন্ধে উপস্থিত। প্রথম নম্বরে কর্ত্তার, তৎপরে

কর্ত্তার পারিষদদিগের, তৎপরে বাজে লোকের গালি খাইয়া রূপার বাটীতে গায়ে হলুদের হলুদ লইয়া কনের বাটীতে গেল।

গায়ে হলুদ সমাধা হইল। এককালে যে সকল মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা আধুনিক নিপাত ব্যাকরণের সূত্রান্তর্গত হইয়া পুরোহিত মহাশয়ের মুখ হইতে না হিন্দু না মুসলমান রূপে বাহির হইতে লাগিল। তিনি তাহারি সাহায্যে কর্ত্তাকে আভ্যুদিক ক্রিয়া সমাপন করাইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গোধূলীলগ্নে বিবাহ বলিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে "ওরে একে ডাক তাকে ডাক" বলিয়া একটা গোল পড়িয়া গেল। গ্রামস্থ সকলেই যথাসাধ্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া—কেবল জুতা জোড়াটী বিশ্বাসী—একে একে জমিদার বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। "সময় হয়েছে সময় হয়েছে আর দেরি করো না" বলিয়া আবার একটা শব্দ উঠিল, কিন্তু বর আর বাটীর ভিতর হইতে বাহির হয় না। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি করিতেছেন, পুরোহিত মহাশয় বকাবকি করিতেছেন; বলিতেছেন "চারি দণ্ডের পর চারি দণ্ড বার-বেলা, বারবেলা না পড়্‌তে পড়্‌তে যাত্রা কর্‌তে হবে।"

অনেকক্ষণের পর গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার কৃষ্ণের ন্যায় কপালে চন্দন, নাকে তিলক, হাতে বালা, লাল বেনারসী জোড় পরিয়া বর বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইলেন। কন-কাঞ্জলী লওয়া হইল; বর বুড়ো পালকীতে উঠিয়া বসিলেন। বাউরে ঢুলির খোলের আওয়াজ পঞ্চম হইতে সপ্তমে উঠিল, বোমের আওয়াজে কানে তালা ধরিল, কদম ঝাড়ের সার, রংমশালের ধূম আকাশে তাল পাকাইয়া উঠিতে লাগিল। দেশী বেহারারা "হিপ্‌প্লো হিপ্‌প্লো" শব্দে বর লইয়া চলিল; বর-

যাত্রেরা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাড়াগেঁয়ে জমিদার; স্নুতরাং তাহার পুত্রের বিবাহ পাড়াগেঁয়ে রকমেই সমাধা করিলেন; সুসভ্য নগরী কলিকাতার ন্যায় ভাড়া করা ফিটন গাড়ি এবং তদপেক্ষা অধিক ময়ূর পঙ্ক্ষীর উপর কোমর ঘুরান নৃত্য প্রভৃতি কিছুরই আয়োজন করেন নাই।

গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া যথাকালে বর কন্যার বাটীতে পৌছিল। বর পৌছিবামাত্র অন্দর হইতে গগন বিদীর্ণ করিয়া হুলুধ্বনি উঠিল, পাল্‌কী হইতে বর যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। কন্যাকর্ত্তা বরযাত্রদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করাইলেন। "ওরে তামক দেরে" শব্দে কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিল। বরের সমবয়স্ক বালকেরা বরকে লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা সামুকের ভিতর হইতে নস্য লইতেছেন, আর "কট্ কট্ সর্ নর্ দম্ ব্যা" র সমাস কারক লইয়া পরস্পরে ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন।

কন্যা সম্প্রদায়ের সময় হইয়া আসিল, কন্যাকর্ত্তা কন্যা পাত্রস্থ করিবার অনুমতি লইয়া বরকে বাটীর ভিতর লইয়া চলিলেন,—বরযাত্রেরা ও বরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, যেন এই সঙ্গে তাঁহাদেরও বিবাহ হইবে। কন্যাপক্ষীয়েরা বরযাত্রদিগকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিলেন; শেষে মীমাংসা হইল যে, দুই চারি জন বরের সঙ্গে যাউক।

স্ত্রী আচারের পর শুভদৃষ্টির সময় আসিল। "ভাল মন্দ লোক থাক তো সরে যাও, আমার হাতের মত হাত হরে,

চক্ষের মাথা খাবে, তাতে হাত দিতে গুয়ে হাত দিবে” ইত্যাদি বচন বলিয়া পরামাণিক চীৎকার করিতে লাগিল। বর কন্যা আপাদমস্তক নূতন বস্ত্রাবৃত হইয়া শুভদৃষ্টি করিল।

লেখকের রুচি মার্জ্জিত নয় বলিয়া এই খানে একটী কথা বলিতে সাহস করিতেছে। শুভদৃষ্টি তো হইল,—কিন্তু প্রাণে প্রাণে হইল কি? বোধ হয় না;—কেন না ইন্দ্রচন্দ্রের মুখ ম্লান, স্ফূর্ত্তি নাই, যেন এ সকল তাঁহার ভাল লাগিতেছেন না। আপত্তি স্থলে অনেকে হয় তো বলিবেন. ইন্দ্রচন্দ্র সমস্ত দিবস উপবাসী, সুতরাং মুখ শুষ্ক, মনে স্ফূর্ত্তি না থাকিতে পারে। আমি কিন্তু তাহা স্বীকার করি না; এই সমস্ত দিবস উপবাসের পর বৌয়ের মুখ দেখিলে স্বতঃই মনে যে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়—সম্মুখে যে আর এক জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়—প্রাণ যে কি জানি কি হইয়া যায় গো! মুখ শুষ্ক, অনাহার জন্য কষ্ট কিছুই অনুভব হয় না যে গো! তোমরা কি বলিতেছ? আমার বোধ হয়, সাতপাকে যে কত মজা—বৌ যে কি মজার জিনিস ইন্দ্রচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিল না; হয় তো এজন্মে পারিবে না।

স্ত্রীআচারের পর কন্যাকর্ত্তা সালঙ্কারা স্ববস্ত্রা কন্যা বরকে সম্প্রদান করিলেন। কন্যাকর্ত্তার পুরোহিত কন্যাকর্ত্তাকে বলাইলেন “আমি দান করিতেছি” বরের পুরোহিত বরকে বলাইলেন“আমি গ্রহণ করিতেছি” বর মন্ত্র বলিল–“ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থানি, মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।” কন্যাও ধ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষী করিয়া বলিল—ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহংপতিকুলে ভূয়াসম্।

মরি মরি! মন্ত্রের বালাই লইয়া মরিরে। এমন মন্ত্র কোন দেশে কোন কালে জন্মিয়াছে কি?—হিন্দু বিবাহের ন্যায় একীকরণ আর কোন দেশে আছে কি? যে বিবাহে এমন মন্ত্র—যে মন্ত্রের অর্থ তোমার হৃদয় আমার হউক আমার হৃদয় তোমার হউক, প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, চর্ম্মে চর্ম্মে এক হউক; এখন সেই বিবাহ কি না কোর্টসিপে দাঁড়াইতেছে। যে মন্ত্রের অর্থ "হে ধ্রুব নক্ষত্র আমি যেন তোমার মত পতিকুলে অচলা হই" আজ কিনা তাহাতে ডাইভোর্স হইতেছে! হিন্দুর অদৃষ্টে আরও কি আছে কে জানে।

যথানিয়মে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল; বরকন্যা বাসরে গেলেন। বরযাত্র এবং কন্যা যাত্রেরা সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞাতসারে কেহ জুতা পায়ে কেহ বা জুতা পশ্চাতে রাখিয়া—কারণ বার পয়সার ফলার করিতে আসিয়া চোদ্দসিকার ঘটিটা হারাইতে নাকি প্রায় কেহ প্রস্তুত নহেন—চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয়, আহারান্তে যে যাহার ঘরে গেলেন।

পরদিবস যথাশাস্ত্র অবশিষ্ট মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা করিয়া বরকন্যা বিদায় হইল। বাদ্যভাণ্ড সমভিব্যাহারে বরকন্যা আইবুড়ো পথ পরিত্যাগ করিয়া বাটী অভিমুখে চলিল। বরের ঢুলির আওয়াজে বোধ হইতে লাগিল যেন আওয়াজ বলিতেছে, "আমরা জিতে গেলুম" কন্যার বাটীতেও বাদ্য ভাণ্ডের অভাব ছিল না; কিন্তু তাহারা যাইবে কোথায়? সুতরাং সদরে বসিয়া বাজাইতে লাগিল, "গেলিতো গেলি; বরে গেল।"

ষষ্ঠি, মাকাল, পুরাতন বটগাছ প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতাকে প্রণাম করিয়া যথা কালে বরকন্যা বাটীতে পৌছিল। লীলাবতী

ঠাকুরাণী পুত্র বধূকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে গেলেন। এখানেও মাঙ্গলিক কার্য্যের কোন ত্রুটী হইল না। পাকস্পর্শ, ফুলশয্যা প্রভৃতি সুশৃঙ্খলে সমাধা হইল, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসিলেন, ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বিরহে মিলন।

"ভুলা যায় কি কথার কথা মন যার মনে গাঁথা।
শুখাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা॥"

বিদ্যাসুন্দর।

বিধির বিপাকে এই তিন দিন ইন্দ্রচন্দ্র সরস্বতীর চাঁদমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছিল। তিন দিনে ইন্দ্রচন্দ্রের তিন যুগ গিয়াছে; প্রাণটী ঠোঁটের আগায় আসিয়াছিল,—আর একটু হইলেই বাহির হইয়া পড়িত; কিন্তু কি জানি কি পূর্ব্ব পুণ্য বলে বাহির হয় নাই। বিবাহের দিন হইতে ফুল শয্যার রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ইন্দ্রচন্দ্র বাটীতে থাকিয়া আর পারিলেন না। পৌর জনেরা ইন্দ্রচন্দ্রকে নববধূ সহ একত্রে শয়ন করিতে দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরে কি কথা হয় শুনিবার নিমিত্ত বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না; কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। কথা কহিলে তবেতো শুনিতে পাইবেন? কথা কহিবে কে? ইন্দ্রচন্দ্রের প্রাণ কোথায়?

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া দুই প্রহরের আমল হইল; পৌরজনেরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। শয়ন করিয়া অবধি ইন্দ্রচন্দ্র শয্যাকণ্টকির ন্যায় একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতেছিলেন; ক্রমে অসহ্য বোধ হইল,—উঠিয়া বসিলেন। সাবধানে দ্বারের অর্গল মুক্ত করিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন; কেহ কোথাও জাগিয়া আছে কিনা যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া পুনরায় গৃহ প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতা নববধূর নাসিকার উপরে হস্ত স্থাপিত করিয়া পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে গৃহ বহিষ্কৃত হইয়া অতি সাবধানে বাহির হইতে শয়ন গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে সোপান অবতরণ করিয়া একেবারে অন্দরসংলগ্ন উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং লম্ফত্যাগে তথাকার প্রাচীর উল্লম্ফন পূর্ব্বক বাটীর বাহির হইলেন। পৌরজনেরা বা বালিকা নববধূ এ সকল কিছুই জানিতে পারিল না।

সেই গভীর নিশায় ইন্দ্রচন্দ্র একাকী মাঠের উপর দিয়া চলিয়াছেন। মনে ভয়ের লেশ মাত্র নাই। মাঠ পার হইয়া ইন্দ্রচন্দ্র রাজকুমারের বাটীর পশ্চাতে,—ঠিক সরস্বতীর গৃহের পশ্চাতে—দাঁড়াইয়া গৃহভিত্তিতে অঙ্গুলী দ্বারা সাঙ্কেতিক শব্দ করিলেন; তৎক্ষণাৎ সেইরূপ প্রতিশব্দ হইল। ইন্দ্রচন্দ্র তথা হইতে সদরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া অতি ধীরে ধীরে কবাট খুলিয়া দিল। ইন্দ্রচন্দ্র বাহির হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন "সরস্বতী?"

প্রত্যুত্তর হইল "হুঁ"

ইন্দ্রচন্দ্র অগ্রসর হইয়া সরস্বতীর হস্ত ধরিলেন; কি বলিবার জন্য মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন; কিন্তু বোধ হয়, সরস্বতীর

তাহা ভাল লাগিল না;—বলপূর্ব্বক ইন্দ্রচন্দ্রের হস্ত ছাড়াইয়া নিজ গৃহাভিমুখে চলিল। ইন্দ্রচন্দ্রও পশ্চাৎ গামী হইলেন।

সরস্বতী আপনার গৃহে প্রবেশ করিল; ইন্দ্রচন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিয়া পুনরায় সরস্বতীর হস্ত ধরিলেন; বলিলেন, "রাগ হয়েচে?"

সরস্বতীর মুখে কথা নাই; অবনতমুখে দাঁড়াইয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। ইন্দ্রচন্দ্র দক্ষিণ হস্তে সরস্বতীর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া নিজ বাম বাহু দ্বারা গলদেশ বেষ্টন করিয়া সরস্বতীর অবনত মুখ উত্তোলন করিলেন। দেখিলেন, সরস্বতীর চক্ষু জলে পূর্ণ,—ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে। সেই ফুল্লেন্দিবর সদৃশ নয়নযুগল জলে পূর্ণ। বিম্বোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে দেখিয়া ইন্দ্রচন্দ্র কি করিবে, কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যে স্থান হইতে জল গড়াইয়া পড়িব পড়িব করিতেছিল, উদ্‌ভ্রান্তভাবে সেই স্থানে চুম্বন করিলেন। এতক্ষণ সরস্বতীর চক্ষের জল চক্ষে আট্‌কাইয়া ছিল, কিন্তু আর কোনরূপে থাকিল না, একটীর পর একটী করিয়া মুক্তাফল ঝরিতে লাগিল।

"ভালবাসা" অন্যের নিকটে কএকটা অক্ষরের সমষ্টি মাত্র হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকার তাহা নহে; তাঁহাদের নিকট ইহা এক বৃহৎ অধ্যায়। প্রেমের এক "বিন্দু" অশ্রুজল অন্যের নিকট এক বিন্দু বটে, কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকার নিকট এক মহাসমুদ্র বিশেষ। ইহার একটা "স্পর্শ" অন্যের নিকট স্পর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু প্রেমিকের নিকট তাহা বিদ্যুৎস্পর্শ; সেই বিদ্যুৎস্পর্শে অন্যের কিছু হউক বা না হউক, প্রেমিক প্রেমিকার প্রাণের উন্মাদ জ্বালা নিবারণ করে।

সরস্বতীর একবিন্দু অশ্রুজল ইন্দ্রচন্দ্রের নিকট এক মহাসমুদ্র বলিয়া বোধ হইল, তাই ইন্দ্রচন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তভাবে সরস্বতীর গণ্ডে চুম্বন করিলেন; একটা আদর স্পর্শে সরস্বতীর প্রাণের উন্মাদ জ্বালা কতকটা নিবারণ করিল বলিয়া এবার সরস্বতী বল পূর্ব্বক ইন্দ্রচন্দ্রের হস্ত মুক্ত হইতে পারিল না, অথবা ইচ্ছা করিয়া মুক্ত হইল না। তবে প্রেমের বন্ধনটা নাকি অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ সংবাদে সরস্বতী অভি-মানিনী;—ইন্দ্রচন্দ্রকে কয়েক দিনের পর সম্মুখে পাইয়া মানসিন্ধু উথলিয়া উঠিল; তাই অবনত মুখে চক্ষের জল ফেলিতেছে।

ইন্দ্রচন্দ্র ব্যগ্রভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদচো সরস্বতী?"

অনেক ক্ষণের পর চক্ষের জল মুছিয়া সরস্বতী মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "ভগবান কাঁদাচ্চেন তাই কাঁদচি, নহিলে এতদিন তো কাঁদ্‌তে হয় নাই।"

ইন্দ্র। সরস্বতী! ভগবান্ তোমাকে কাঁদাবেন কেন? তুমি তো তাঁর কাছে কোন অপরাধ কর নাই। আমিই তোমাকে কাঁদিয়েচি। কি করবো বল,—বাবা জোর করে বিয়ে দিলেন কাজেই করতে হলো। বিয়েই করেচি—কিন্তু তুমি আমার যেমন আছ তেমনিই থাক্‌বে। আজও তুমি আমার হৃদয় রাজ্যের অধিশ্বরী, কালি ও তাই, চিরকাল তাহাই থাকিবে—তিলার্দ্ধের জন্য তুমি তো আমার অন্তর ছাড়া নও।

সরস্বতী। তাই জন্যে বিয়ে হবামাত্রই পাঁচ দিন অদর্শন। এর পর একেবারে চিরদিনের মত অদর্শন হবেন। তা আমি কে? এঁটো পাত বইতো নয়।

ইন্দ্রচন্দ্র সরস্বতীকে অনেক প্রবোধ দিলেন, অনেক দিব্য করিলেন; তবে মান ভঙ্গ হইল। বিবাহের গোলযোগে যে কয়েক দিন ইন্দ্রচন্দ্র আসিতে পারেন নাই, সেই কয়েক দিন কি কষ্টে কাটাইয়াছেন নানা ছাঁদে তাহা সরস্বতীর নিকট ব্যক্ত করিলেন; নববধূ তাঁহার মনে ধরে নাই তাহা ও বলিলেন; সরস্বতীও অনেক বিবাহের কথা বলিল।

কথায় বার্ত্তায় রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল দেখিয়া ইন্দ্রচন্দ্র সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় উদ্যানের প্রাচীর উল্লম্ফন পূর্ব্বক বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া নববধুর পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন; সকলে গাত্রোত্থান করিলে ইন্দ্রচন্দ্র চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে গৃহের বাহির হইলেন। সেই রাত্রে এক ব্যক্তি ইন্দ্রচন্দ্রের সরস্বতীর গৃহে প্রবেশ হইতে পুনরায় প্রাচীর উল্লম্ফন পর্য্যন্ত অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিল;—ইন্দ্রচন্দ্র তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—**—

বিসর্জ্জন।

"ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে! এ চিরবিচ্ছেদে
এইহে ঔষধমাত্র, কহিনু তোমারে।"

বীরাঙ্গনা।

সেই রাত্রে ছায়ময়ীর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে অদ্য প্রায় একমাস গত হইল রাজকুমার নিরুদ্দেশ। ছায়াময়ী পাড়া প্রতিবেশীদিগের হাতে পায়ে ধরিয়া যথাসাধ্য অনুসন্ধান করাইল, কিন্তু কেহ কোন প্রকার সংবাদ আনিতে পারিল না। প্রথম প্রথম সকলেই রাজকুমারের নিরুদ্দেশ সংবাদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল; এমন কি অনেকে পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারিখানি গ্রামেও অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু এখন আর, তাহারা করে না, করিতে বলিলে বরং রাগ করে। অনাথিনী ছায়ামন্নী কেবল বিরলে রোদন করে।

আরও একমাস গেল, কিন্তু রাজকুমারের কোন সংবাদ আসিল না। প্রথম হইতেই ছায়াময়ী জ্বরে পীড়িতা হইয়াছিল, ভালরূপ সারিতে পারে নাই;—তাহার উপর এই সকল ভাবনা চিন্তায় পুনরায় জ্বরে পড়িল। প্রথম বারে সরস্বতী সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল, ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল; কিন্তু এবার কি জানি কি কারণে, সেরূপ করিল না। প্রত্যহ বৈকালে জ্বর হয়,—ছায়ামন্নী ক্রমে শয্যাশায়িনী হইল।

এখন সরস্বতীই একমাত্র অবলম্বন; দয়া করিয়া মুখে এক বিন্দু জল দিলে তবে ছায়াময়ীর মুখে একটু জল পড়ে। এইরূপ আরও তিন মাস কাটিল।

সরস্বতী এখন আর সে সরস্বতী নাই। দেহের পারিপাট্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে; বর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উজ্জ্বল হইয়াছে, মুখে সর্ব্বদা হাসি লাগিয়াই আছে; সঙ্গে সঙ্গে. আর একটী বিষয়ের উন্নতি হইয়াছে, দেহাবয়বের সঙ্গে উদর কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়াছে। সর্ব্বদা অলস ভাব, মুখে অবিরাম জল উঠে, আহারে অনিচ্ছা ইত্যাদি দুই একটা উপসর্গও জুটিয়াছে। মাতা যথায় পাচিকার কার্য্য করেন তথা হইতে কিছু কিছু পাঠাইয়া দেন, তাহা দ্বারা নিজের, রাজকুমারের দুইটী শিশু পুত্রের, এবং ছায়াময়ীর আহারাদির ব্যয় কোন রূপে নির্ব্বাহ হয়, ইহাই সাধারণে প্রকাশ; কিন্তু ছায়াময়ীর মন তাহা বিশ্বাস করে না। আর এক কথা—সরস্বতীকে দেখিয়া প্রতিবেশিনী-গণ মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসে; অনেকে ঠারে ঠোরে দুই একটা কথা বলে, এই জন্য সরস্বতী আর বড় একটা বাটীর বাহির হয় না।

রাজকুমার নিরুদ্দেশ, ছায়াময়ী শয্যাশায়িনী, মাতা বাটীতে নাই; সুতরাং সরস্বতীর যাহা কিছু মনে উদয় হইতেছে, অবাধে তাহাই সম্পন্ন করিতেছে। ইন্দ্রচন্দ্র প্রতি রাত্রেই সরস্বতীর গৃহে যাপন করিতেছেন,—আর পূর্ব্বের ন্যায় বাহির হইতে সঙ্কেত করিতে হয় না,—একেবারে বাটীর ভিতর আসিয়া শয়ন গৃহের দ্বারে দাঁড়ান। জমিদার চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পালিত পুত্রের বিবাহ দিয়াই নিশ্চিন্ত; মনে মনে বিশ্বাস ইন্দ্রচন্দ্র ভাল হইয়াগিয়াছে। ভিতরে ভিতরে ইন্দ্রচন্দ্র যে কি করিতে-

ছেন তাহার কিছুই সংবাদ রাখেন না। তিনি না রাখিলেও পৌরজনেরা রাখিতে বাধ্য। ইন্দ্রচন্দ্র রাত্রে ঘরে থাকেন না; একথা প্রথমে নববধূ দুই চারি জন সমবয়সীর কাছে প্রকাশ করিল; তাহাদের নিকট হইতে লীলাবতীর কর্ণে উঠিল। লীলাবতী আদরের পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন, "বাবা এমন কাজ আর করো না; তোমার বিয়ে হয়েছে, আজ বাদে কাল ছেলে হবে" ইত্যাদি মেয়েলি উপদেশও দিলেন; কিন্তু বাবা, "এসব মিছে কথা, আমি কোথাও যাই না" বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কর্ত্তা শুনিলে পাছে ইন্দ্রচন্দ্রের পক্ষে কোন ক্ষতি হয়, এই ভয়ে লীলাবতী এতাবৎ একথা তাঁহার নিকট অপ্রকাশ রাখিয়াছেন।

মন্দ কথাটা সহজেই লোকের কাণে উঠে বলিয়া সম্পতীর উদরস্ফীতি সংবাদ সহজেই লোকে জানিতে পারিল। একাণ সেকাণ করিয়া ক্রমে জমিদার মহাশয়ের কর্ণে উঠিল; তিনি আরও শুনিলেন যে এ কর্ম্ম ইন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা হইয়াছে। এই ব্যাপারে ইন্দ্রচন্দ্রের নাম সংযুক্ত থাকায় তিনি প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই; কারণ তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ইন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছেন। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় সন্দেহ ভঞ্জনকরিয়া দিলেন; বলিলেন, "আমি স্বয়ং ইন্দ্রচন্দ্রকে তথায় যাইতে দেখিয়াছি।" বলা বাহুল্য ইন্দ্রচন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে অন্দরের উদ্যান প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া বাটীর বাহির হন, তাহাও গোপন রাখিলেন না।

মাষ্টার মহাশয়ের মুখে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন, "তাইতো মাষ্টার! পাজি বেটী আমার ছেলেটাকে খারাপ কর্‌লে; আবার

শুন্‌চি তার নাকি পেট হয়েচে? নচ্ছার বেটী আজ আমার ছেলেটীর উপর নজর দিয়েচে, কাল আর একজনের ছেলের উপর দেবে, পরশু আর একজনের উপর দেবে; তা হলেতো ছেলে পুলে নিয়ে গ্রামে বাস করা ভার হলো।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তার আর ভুল আছে; এরকম আর যাতে না হয় তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। আর বিশেষ গ্রামের ভিতর ভ্রূণহত্যাটা আমার বিবেচনায় ভাল বলে বোধ হয় না।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, "ভাল মাষ্টার সে বেটীর যথার্থ পেট হয়েচে কি না, সঠিক সংবাদ কি রকমে পাওয়া যায়? আগে ভাল করে না জেনে গোল করা ভাল নয়;— বিশেষ এটা একটা জাতঃপাতের কথা কিনা?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "তার আর কি, আমি আজ রাত্রে সব সংবাদ এনে দেবো"

"সেই কথাই ভাল; তুমি জেনে এলে আর কোন গোল-যোগ থাকবে না" বলিয়া বিমর্ষভাবে কর্ত্তা অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে; গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন সময়ে একব্যক্তি আপাদ মস্তক একখানি কাল বনাতে আবৃত হইয়া নিঃশব্দে রাজকুমারের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বৈকাল হইতে ছায়াময়ীর জ্বর আসিয়াছে, সুতরাং তিনি নিজ গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছেন; সরস্বতীও আপনার দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। প্রবেশকারী ব্যক্তি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমে প্রাঙ্গনে দাঁড়াইলেন। কি ভাবিয়া তথা হইতে সরস্বতীর গৃহের দ্বারে গিয়া ইন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় কবাটে

টোকা মারিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল,—আগন্তুক গৃহ প্রবেশ করিলেন। সরস্বতী পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া আগন্তুককে বলিলেন, "আজ আবার একি বেশ?"

আগন্তুক কোন উত্তর দিলেন না, অধিকন্তু মুখ আবৃত করিলেন। "আহা নরলোককে একবার মুখ খানা দেখান" বলিয়া সরস্বতী হস্তদ্বারা আগন্তুকের মুখাবরণ খুলিয়া দিল। আবরণ উন্মুক্ত হইবামাত্র সরস্বতী যাহা দেখিল, তাহাতে প্রায় জ্ঞানশূন্য হইল; চীৎকার করিয়া বলিল, "একি আপনি কে?"

আগন্তুক সরস্বতীর মুখ নিজ হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন "চুপকর চুপকর; আমি তোমার ভালরই জন্যই এসেচি।"

সরস্বতী বলপূর্ব্বক আগন্তুকে হস্ত ছাড়াইয়া বলিলেন, "আপনি যেই হউন, আগে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যান, তার পর অন্য কথা; নহিলে এখনি গোল করে সকলকে ডাক্‌বো।"

"গোল কর্‌তে হবে না, আমি আপনিই বেরিয়ে যাচ্চি, কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দাও," আগন্তুক গৃহের দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন।

সরস্বতী কুপিতা সিংহিনীর ন্যায় বলিল, "তুমি কে যে তোমার কথার উত্তর দেবো? এখন বল্‌চি যদি ভাল চাও তো এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।"

আমি ইন্দ্রচন্দ্রের মাষ্টার, আমার নাম বেণী মাধব ঘোষ "শুন্‌লে?"

আবার দ্বারে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া সর-

স্বতীর বুকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল; মুখ শুখা-ইয়া অর্দ্ধেক হইল। মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার মত আর কারো আসবার কথা আছে নাকি?"

সরস্বতীর মুখে কথা নাই, প্রস্তর প্রতিমার ন্যায় অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার টক্ টক্ করিয়া শব্দ হইল। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন "কে এসেচে দেখ?"

বাহির হইতে যিনি শব্দ করিতে ছিলেন, তিনি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পুনরায় একটু জোরে শব্দ করিলেন; তথাপি দ্বার উন্মুক্ত হইল না। শেষ ডাকিলেন, "সরস্বতী"।

আহ্বানকারীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাষ্টার মহাশয়ের মুখ শুখাইল। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "ইন্দ্রচন্দ্রের মত গলার আওয়াজ বোধ হচ্চে না?"

সরস্বতী বলিল "হুঁ"

মাষ্টার মহাশয় আর কোথায় অছেন, সরস্বতীর পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার মা, আমাকে কোন রকমে বাঁচাও। ও আমাকে এখানে দেখ্‌লে কি আর আস্ত রাখ্‌বে। বল শীঘ্র বল আমি কোথায় যাই।"

কথা কহিতেছে অথচ দ্বার খুলিতেছে না দেখিয়া ইন্দ্রচন্দ্রের মনে বিষম সন্দেহ হইল। বিশেষ জোরে দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন। মাষ্টার মহাশয় ভয়ে অস্থির হইয়া গৃহের একোণ ওকোণ করিতে লাগিলেন। কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া সরস্বতী মাষ্টার মহাশয়কে বলিল "আপ্‌নি এই তক্তাপোষের নীচে গিয়ে চুপ করে বসে থাকুন।"

মাষ্টার মহাশয়ের উদর বিশেষ স্থূল বলিয়া তক্তাপোষের নীচে যাইতে অনেক কষ্ট পাইতে হইল, এমন কি দুই এক

স্থান ছড়িয়াও গেল। কি করেন প্রাণের দায়ে সকল কার্য্যই করিতে হয়।

মষ্টার মহাশয়ের লুকান কার্য্য সমাধা হইল দেখিয়া সরস্বতী প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া দ্বার খুলিল। ইন্দ্রচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। ঘর অন্ধকার দেখিয়া পুনরায় বাহির হইলেন, বলিলেন "আলো জ্বাল"

ভয়জড়িতস্বরে সরস্বতী বলিল "আগুণ নাই কি দিয়ে আলো জ্বালবো?"

ইন্দ্রচন্দ্রের মনে বিষম সন্দেহ হইল। বলিলেন, চকমকি নাই?"

"অন্ধকারে কোথায় হাতড়ে পাব" বলিয়া সরস্বতী আপত্তি করিল। "আচ্ছা আমিই বার কচ্চি" বলিয়া ইন্দ্রচন্দ্র পুনরায় গৃহ প্রবেশ করিয়া চকমকি বাহির করিয়া অগ্নুৎপাদন করতঃ প্রদীপ জ্বালিলেন। দীপ লইয়া ইন্দ্রচন্দ্র যেমন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আর সেই অবসরে মাষ্টার মহাশয় তক্তাপোষের নীচু হইতে বাহির হইয়া এক লম্ফে একেবারে প্রাঙ্গনের উপর গিয়া পড়িলেন। লাফাইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু সামলাইতে পারিলেন না; গুড়ুনি বৃষ্টিতে প্রাঙ্গন অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়াছিল বলিয়া পড়িয়া গেলেন। পলায়মান ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য ইন্দ্রচন্দ্রকে কোন কষ্ট করিতে হইল না,—আস্তে আস্তে গিয়া মাষ্টার মহাশয়ের হস্ত ধরিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের মুখে আর কোন কথা নাই; ইন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই আমার সঙ্গে আসুন।"

ইন্দ্রচন্দ্রের মাষ্টার মহাশয় পুনরায় সরস্বতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরস্বতী এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়া-

ইয়াছিল, ইন্দ্রচন্দ্র তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। ভয়েই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক সরস্বতী আসিল না; দেখিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বাম হস্তে সরস্বতীর হস্ত ধরিয়া টানিয়া আনি-লেন। মাষ্টার মহাশয়ের এবং সরস্বতীর হস্ত একত্র করিয়া দিয়া বলিলেন, "সরস্বতী সুখী হও।"

ইন্দ্রচন্দ্র আর দাঁড়াইলেন না, দ্রুত পদে বাটীর বাহির হই-লেন। ইন্দ্রচন্দ্র বাটীর বাহির হইলে মাষ্টার মহাশয় বন বাদাড় ভাঙ্গিয়া দৌড়িলেন;—আর সরস্বতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ভয়ানক জ্বরের প্রকোপে ছায়াময়ী এসকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারিল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অকূল সাগরে ঝাঁপ।

"———— বাস কর
অসতীর রীতি ধর।
তাই তোরে স্থানান্তর
করি অপমান॥"
সতীনাটক।

পর দিবস প্রভাত না হইতে না হইতে শুষ্ক মুখে মাষ্টার মহাশয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গত রাত্রের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের কথা শুনিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "এখানে কে আছিস্ রে রেজো বেটার গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে আয়তো; কুলাঙ্গার বেটা কেন আপনার জাত কুলের উপর দৃষ্টি রাখে না দেখি?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন আপনার কাছ থেকে চাক্‌রী যাওয়ার পর থেকে সে নিরুদ্দেশ হয়েচে, গ্রামে তাকে কেও দেখ্‌তে পায় না।"

চট্টোপাধ্যায়। যাক্ বেটা চুলোয় যাক্; তার বাড়িতে আর কে আছে?

মাষ্টার। তার স্ত্রী, দুটী ছেলে আর সেই সরস্বতী ঠাক্‌রুণ।

চট্টোপাধ্যায়। তার স্ত্রী বেটীও তো এই দরে চলে?

মাষ্টার। আজ্ঞে তা জানিনা।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং মাষ্টার মহাশয় ব্যতীত গ্রামের আরও কয়েক জন তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলিলেন "আজ্ঞে না সে অতি সতী লক্ষী, সাত চড়ে তার মুখে কথা নাই। আর রাজকুমার নিরুদ্দেশ হওয়া পর্য্যন্ত সে জ্বরে পড়ে, তার উঠবার শক্তি নাই; এতে তার কোন দোষ আছে বলে বোধ হয় না।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "তার আর কেউ আছে?" একজন বলিল "পাতুল গাঁয়ে তার বাপের বাড়ি, বাপ আছে, বোধ হয় মা ও আছে।"

"তোমরা যখন বল্‌চো তার কোন দোষ নাই তখন তার বাপকে খবর দিয়ে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও আর সেই পাজি বেটীর মাথা মুড়িয়ে গাঁয়ের বার করে দিয়ে এস; আমার জমিদারীর ভিতর এসব বদখেয়ালি চল্‌বে না। আমি আজই

শুন্‌তে চাই সে বেটী দূর হয়েচে।” বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবা মাত্র প্রথমেই কনিষ্ঠা গৃহিণীর সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইল। গৃহিণীও সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন সুতরাং সাক্ষাৎ হইবা মাত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কোন কথা বলিতে না বলিতে গৃহিণী বলিলেন “তুমি ইন্দ্রচন্দ্রকে আর কিছু বলোনা, বাছা আমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি করেচে যে, সে বেটীর নাম আর মুখে আনবে না।”

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দ্রচন্দ্রকে কিছু বলিবার জন্যই এই অসময়ে বাটীর ভিতর যাইতে ছিলেন কিন্তু প্রথমেই গৃহিণীর মুখ তাড়া খাইলেন বলিয়া আর যাওয়া হইল না “রাম রাম” শব্দে পুনরায় বাহিরে আসিলেন।

নিমেষ মধ্যে গ্রামে হৈ হৈ শব্দ পড়িয়া গেল। রথ দোল হইলে যত ভিড় না হয় রাজকুমারের বাটীর ভিতর তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক ভিড়। নানাতর লোকে নানাতর কথা কহি-তেছে। কেহ বলিতেছে “বেটীর মাথা মুড়িয়ে গাঁয়ের বার করে দিতে চটুর্য্যে মহাশয় হুকুম দিয়েচেন” কেহ বলিতেছে “শুধু মাথা মুড়ান, ঘোল ঢেলে কুলো বাজিয়ে গাঁয়ের বার কর।” কেহ সহানুভূতি করিয়া বলিতেছেন “আহা সরস্বতী আগে তো তুই এমন ছিলি না, তবে তোর এমন মতিগতি হলো কেন?” আবার কেহবা হিতোপদেশ দিতেছেন “সরস্বতী তুই গলায় দড়ি দিয়ে মর।” সরস্বতী কিন্তু কোন কথারই উত্তর দিতেছে না, নিজ গৃহে অর্গল বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। ছায়াময়ীর উত্থান শক্তি রহিত; সে পড়িয়া পড়িয়া মাথা

কুটিতেছে আর "ঠাকুরঝি তুমি কি সর্ব্বনাশ কল্লে" বলিয়া রোদন করিতেছে।

গৌরাঙ্গ পুর হইতে পাতুল বড় অধিক দূর নহে, দুই ক্রোশের অধিক হইবে না। জমিদারের লোক তথায় গিয়া ছায়াময়ীর পিতাকে সংবাদ দিল। সংবাদ পাইয়া ছায়াময়ীর পিতা সর্ব্বাগ্রে চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাত করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন; শেষ রাজকুমারের বাটী হইতে ছায়ানয়ীকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। ছায়াময়ী যাইতে অনেক আপত্তি অনেক কাঁদাকাটা করিল কিন্তু তাহা কোন কার্য্যে আসিল না। পাড়া প্রতিবেশীবা ছায়াময়ীকে বুঝাইল যে, রাজকুমারের সন্ধান করিয়া তথায় পাঠাইয়া দিবে। অগত্যা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে পুত্র দুইটী লইয়া ছায়াময়ী পিত্রালয়ে গমন করিল।

অনেক বেলা হইল তখন পর্য্যন্ত সরস্বতী দ্বার খুলিল না দেখিয়া প্রতিবেশীগণ গালি দিতে দিতে একে একে বাটী গমন করিলেন এইরূপে সমস্ত দিন গেল। রাত্রি যখন একটা—জনমানবের সাড়া শব্দ নাই তখন সরস্বতী আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া বাটীর বাহির হইল এবং বরাবর সোজাপথে উত্তর মুখে চলিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

———:0:———

মন যে মানা মানেনা।

"এখন ভুলিনি তোরে ওরে কুহকিনী হায়!
জনকের ভগ্ন আশো, জননীর হা হুতাসো
সমাজে কলঙ্ক শ্বাসে, মুখ তুলে চাওয়া দায়
পরাণ লুকায়ে কাঁদি তবু তোর সঙ্গ চায়॥"

কনকাঞ্জলী।

সুখে দুঃখে যেমন করিয়াই হইক বহুকাল হইতে রায়েরা গৌরাঙ্গপুরে চারিচাল বাঁধিয়া ঘর করিতেছিল; এতদিনের পর তাহা ছারখার হইল। রাজকুমার নিরুদ্দেশ, সরস্বতী কোথায় গিয়াছে কেহ তাহা জানে না, ছায়াময়ী পুত্র দুইটী লইয়া পিত্রালয়ে গিয়াছে, রাজকুমারের মাতা এখনও কুলীন গাঁয়ে পাচিকার কার্য্য করিতেছেন। যে রাত্রে সরস্বতী গৃহত্যাগ করিল তৎপর দিবস জমিদারের লোকজনে রাজ কুমারের বাটী ভাঙ্গিয়া সমভূম করিয়া দিল; দরিদ্রের গৃহসামগ্রী যাহা দুই চারিটা ছিল তাহার কতক জমিদারের লোকে, কতক পাড়ার লোকে লইয়া গেল। ইন্দ্রচন্দ্রের সকল গোলযোগ চুকিয়া গেল কিন্তু মনের গোলযোগ চুকিল কৈ! ক্রোধে ঘৃণায় প্রথম দুই চারি দিন ইন্দ্রচন্দ্রের বড় কষ্ট হয় নাই; ক্রমে যত রাগ পড়িতে লাগিল ততই কষ্ট বাড়িতে লাগিল। প্রথম কষ্ট যে দোষে

সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সরস্বতী সে দোষে কত দূর দোষী তাহা ভাল করিয়া জানা হইল না। দ্বিতীয় কষ্ট হাঁড়ি ফেলা হইল কিন্তু কুকুর মারা হইল না; মাষ্টার মহাশয়ের বেয়াদপির জন্য কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ইন্দ্রচন্দ্রের মনে সুখ নাই; নির্জ্জনে বসিয়া কেবল চিন্তা করেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। ছোট ছোট বালক বালিকার খেলা দেখিলে ইন্দ্রচন্দ্রের বড় আমোদ হইত, সময়ে সময়ে আপনিও তাহাদের খেলায় যোগ দিতেন; এখন যোগ দেওয়া দূরে থাকুক সেদিকে ফিরিয়া তাকান না। ইন্দ্রচন্দ্রের অত্যন্ত পাখীর সখ ছিল, প্রত্যহ স্বহস্তে তাহাদিগকে আহার দিতেন; সেই রাত্রের ঘটনার পরদিবস প্রাতে সেগুলাকে খাঁচা হইতে বাহির করিয়া উড়াইয়া দিলেন। রাত্রে নববধূ শয়ন করিতে আসিলে ইন্দ্রচন্দ্র তাহাকে তাড়াইয়া দেন। এইভাবে আরও দুই চারি দিন কাটিল। ইন্দ্রচন্দ্রের কোন বিষয়েই উৎসাহ নাই; সকল বিষয়েই অন্যমনস্ক, কেবল সরস্বতীর কথা—সরস্বতীর গল্প হইলে শুনিতে বা কহিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ এই সকল প্রসঙ্গ লইয়া ইন্দ্রচন্দ্র সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মন ভাল হইবে বলিয়া কে ইন্দ্রচন্দ্রকে মদ্যপান করিতে পরামর্শ দিয়াছে; ইন্দ্রচন্দ্র তাহাই করিতেছেন কিন্তু হরে খানসামা ব্যতীত আর কেহই একথা জানেনা। ছেলের মন খারাপ আছে বলিয়া লীলাবতী ঠাকুরাণী নববধূকে পুত্রের নিকট যাইতে দেন না।

এই সময়ে একদিন প্রসঙ্গ ক্রমে ইন্দ্রচন্দ্রের কর্ণে উঠিল যে, সরস্বতী নিরপরাধিনী, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক মাষ্টার মহাশয়কে ঘরে লইয়া যায় নাই, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে বলপূর্ব্বক মাষ্টার মহাশয় সরস্বতীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কথাটা

শুনিয়া ইন্দ্রচন্দ্রের মন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও খারাপ হইল; সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ের উপর রাগও বৃদ্ধি হইল। ইন্দ্রচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে মাষ্টার মহাশয়ের উপর দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন; মাষ্টার মহাশয়ও তাহার কতক কতক বুঝিতে পারিলেন।

এদিকে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স বড় কম হয় নাই; তবে যে এতদিন উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে ছিলেন সে কেবল আফিমের জোরে। যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে বাঙ্গালা ম্যালেরিয়ার প্রথম প্রাদুর্ভাব; চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই ভয়ানক ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে পেট ভাঙ্গিয়া দিল। আফিম খোরের পেট ভাঙ্গিলে আর প্রায় রক্ষা হয় না; এখানেও তাহাই হইল। একদিন সন্ধ্যাকালে "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিতে বলিতে জমিদার চন্দ্র শিখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তুলসী তলায় শয়ন করিলেন।

এতদিন ইন্দ্রচন্দ্র পর্ব্বতের অন্তরালে থাকিয়া অকস্মাৎ অদ্য চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলেন। পৌরজনেরা ক্রন্দন করিতে লাগিল, ইন্দ্রচন্দ্র পিতার জন্য আছাড় কাছাড় করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, দাস দাসী, আমলা প্রভৃতি ভৃত্য বর্গেরা হা হুতাস করিতে লাগিল। সংবাদ পাইবা মাত্র ইন্দ্রচন্দ্রের শ্বশ্রু হরকালি মুখোপাধ্যায় মহাশয় জামাতাকে সান্তনা করিবার জন্য উপস্থিত ইহলেন, ইন্দ্রচন্দ্রকে "সকলেরই এমন তর হয় বাপু, আমাদের ও বাপ মরেচে, তার আর কি করবে বল; একদিন সকলেরি ঐ পথ, তবে একটু অগ্র পশ্চাৎ" ইত্যাদি সান্তনা বাক্য দ্বারা বুঝাইতেন। পাড়া প্রতিবাসীগণ অনেকেই উপস্থিত হইয়া "আহা আজ একটা ইন্দ্রপাত হলো; গ্রামটা আঁধার হলো ইত্যাদি বাঁধাবোল বলিতে লাগিলেন।

ক্রমে শোকের স্রোত কমিয়া আসিতে লাগিল আর সেই সঙ্গে শব লইয়া যাইবার এবং মুখ অগ্নি করিবার পরামর্শ চলিল। এখানে পাঁচজন দাঁড়াইয়া ফুস্ ফাস করিতেছেন, ওখানে তিন-জন দাঁড়াইয়া গুজু গাজু করিতেছেন, আর "ওরে কল্‌কেটা বোদ্‌লে দে বাবা" বলিয়া ডাক পাড়িতেছেন। ব্রাহ্মণের শব ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরে স্পর্শ করিবার উপায় নাই এইজন্য মুখো-পাধ্যায় মহাশয়ের গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজনের বাটীতে সংবাদ পাঠান হইল বটে কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কেহ বলিয়া পাঠাইলেন "আমার স্ত্রী অন্তঃস্বত্তা, আমি মড়া ছোঁব না", কেহ বা শব স্পর্শ করিবার ভয়ে বাটীতে থাকিয়াও অপরের দ্বারা বলা-ইলেন যে, "তিনি বাটীতে নাই।"

আত্মীয়েরা আসিল না দেখিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ প্রজা চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের জীবদ্দশায় যাহাদের "পোহাবার তের, ছয় তিন নয়, দশ ছয় ষোল" ইত্যাদি পাশা খেলার হুঙ্কারে বৈঠক-খানা কম্পিত হইল; তামাকের ধূম সন্ধিপুঞ্জকে হারি মানাইত; তাঁহাদের সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু সে দুর্দ্দিনে কেহই আসিলেন না। মড়া ছুঁইবার ভয়ে আজ সকলেই দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। যেন তাঁহারা কখন মড়া হইবেন না বা তাঁহাদের বাপ চৌদ্দপুরুষ কখন মড়া হন নাই।

যাহা হউক অনেক কষ্টে শব বহন করিবার জন্য কয়েক জন লোক সংগৃহীত হইল কিন্তু আর এক গোল উপস্থিত হইল মুখ অগ্নি করিবে কে? অনেকে বলিলেন "ইন্দ্রচন্দ্র পোষ্যপুত্র, সেই মুখ অগ্নি করিবে" অনেকে বলিলেন "এখন পুত্রেষ্টী যাগ করা হয় নাই এই জন্য ইন্দ্রচন্দ্রকে অগ্নি অর্শে নাই।" শেষ পুরোহিত মহাশয়কে সংবাদ পাঠান হইল; তিনি ব্যবস্থা দিলেন

"অগ্নি কার্য্য ভাগিনেয় কৃষ্ণ ধন করিবে, পুত্রেষ্টি যাগ হয় নাই বলিয়া ইন্দ্রচন্দ্র অগ্নি অধিকারী হয় নাই।" তাহাই হইল; কৃষ্ণ ধন অগ্নি কার্য্য করিয়া দশ দিনে যথা রীতি শ্রাদ্ধ করিলেন এবং এগার দিনের দিন "এসমস্ত বিষয় আমার মামা আমার নামে উইল করিয়া গিয়াছেন" বলিয়া খাজনাখানার চাবি দিলেন।

বিষয় আমার বলিয়া ইন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণ ধনের চাবি ভাঙ্গিয়া দিলেন। কৃষ্ণ ধন পুনরায় খাজনাখানায় চাবি দিয়া লোক মোতায়েন করিয়া দিলেন; ইন্দ্রচন্দ্র কৃষ্ণ ধনের মোতায়েন লোক দিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিলেন। শেষ ফোজদারী মকদ্দমা রুজু হইল; আদালত হইতে হুকুম আসিল দেওয়ানী মকদ্দমায় বিষয় কাহার স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত পুলিস হেপাজতে খাজনাখানা রহিবে। তাহাই হইল; হুগলীর জজ আদালতে মকদ্দমা রুজু হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—— ০ঃ০ ——

দেওয়ানী মকদ্দমা।

"Ah ! A danial come to judgement."
Merchant of Venice.

স্থানে স্থানে স্তূপীকৃত শুভ্র বালুকারাশি পরিদৃশ্যমান চড়াপড়া গঙ্গার কূলে ঘন নিবিড় ঝাউ বৃক্ষ বেষ্টিত হইয়া কএকখানি একতলা গৃহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এইটী হুগলীর আদালত গৃহ। ইহার এক এক খানি এক একজন ধর্ম্মাবতারের অধিকৃত। কেহ পদ গৌরবে মুন্সেফ, কেহ ডেপুটী, কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ জজ ইত্যাদি ইত্যাদি। সকলেই ক্ষমতানুসারে যথাযোগ্য মূল্যে বিচার বিক্রয় করিতেছেন। ক্রেতারও অপ্রতুল নাই;—দালালও যথেষ্ট। জিনিস ভাল বলিয়া বিক্রেতা দোকান খুলিবার বহু পূর্ব্ব হইতে ক্রেতাগণ প্রাতঃস্নান করিয়া নবমীর ছাগের ন্যায় আদালত সম্মুখে গাছতলায় বসিয়া আছেন। সকলেরই মুখ শুষ্ক; কেহ সেই শুষ্কমুখ ঢাকিবার জন্য পান খাইতেছেন, কেহ বা নিজ দালালের অনুসন্ধানে বৎসহীন গাভীর ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। কোথাও বৃক্ষতলে তেলচিটেধরা সামলা মথায়, তিন চারি স্থানে রিপুকরা চাপকান গায়ে দালাল মহাশয় ক্রেতাকে সস্তাদরে ভালমাল কিনিয়া দিবার

প্রলোভন দেখাইতেছেন; কোথাও কোন অভদ্র দালাল জোর করিয়া ক্রেতার টেঁক হইতে দালালির টাকা কাড়িয়া লইতে-ছেন। কোথাও কোন ক্রেতা জিনিস ক্রয় করতঃ হাস্য মুখে বিক্রেতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে দোকান হইতে বহির্গত হইতেছেন; কোথাও কোন ক্রেতা রদিমাল পাইয়া-ছেন বলিয়া "বিক্রেতা অবিবেচক, কিছুই বুঝে না" বলিয়া নিন্দা করিতেছেন; আর যিনি যথার্থ মূল্য দিয়া ষোলকড়া কানা পাইয়াছেন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বিক্রেতার মাতৃ পিতৃসম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা রটনা করিতেছেন। কোথাও কোন রদিমাল প্রাপ্ত খরিদদারকে হাতে রাখিবার জন্য কোন দালাল আর কিছু খরচ করিয়া ভাল মাল ক্রয় করিবার উপদেশ দিতেছেন —কেহ বা "তোর নিজের দোষে মাল খারাপ হলো" বলিয়া খরিদদারকে ধমকাইতেছেন। এ জিনিসের ভাল মন্দ পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করিবার উপায় নাই;—ইহার মূল্যও অগ্রিম, দালালীও অগ্রিম। বিক্রেতা নিজের অবসর এবং সুবিধা বুঝিয়া তবে ক্রেতাকে মাল ডিলিভার দিয়া থাকেন।

জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের স্থানের দৃশ্য বড় চমৎকার। বিক্রেতা সরকার, মুহুরী, দালাল, এবং ভৃত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া উচ্চাসনোপরি বিরাজমান; অগ্রিম মূল্য দাতা এক এক জন খরিদদারকে অধীনস্থ ভৃত্যদ্বারা আহ্বান করিতেছেন আর দেখা নাই, শুনা নাই, এমন কি অনেক সময়ে দেখিয়াও অন্ধের ন্যায় রদি গলতি পচা ধস্‌ধসে মাল অম্লান বদনে দিতেছেন। দালাল বেচারি অনেক চেষ্টা করিয়াও নিজ খরিদদারকে ভাল মাল দেওয়াইতে পারিতেছেন না। খরিদদার কি করিবেন, অগ্রিম মূল্য দিয়াছেন সুতরাং নায়ে কড়ি দিয়ে ডুবে পার হইতেছেন।

অপরাপর ব্যবসারে বিক্রেতার সংখ্যা অধিক বলিয়া বিক্রেতার নিকট ক্রেতার আদর আছে; ক্রেতা মাল লউক বা না লউক আদর অভ্যর্থনার ক্রটী নাই কিন্তু এ ব্যবসায় সে রূপ নহে; ইহার বিক্রেতার সংখ্যা এক স্থানে অধিক নাই,—একরূপ একচেটিয়া ব্যবসা বলিলেই হয়, সেই জন্য এখানকার বিপরীত আদর। অপরাপর ব্যবসায়ে স্বয়ং বিক্রেতা ক্রেতাকে ডাকিতেছেন "আসুন মহাশয় আমার দোকানে আসুন; নেন না নেন একবার দেখে যান আর এখানে বিক্রেতার ভৃত্য ক্রেতাকে ডাকিতেছে "আসামী শালারাম বড়ুয়া হাজির; এ শালারাম! "আসামী লালারাম সে সময়ে গাছ তলায় বসিয়া তামাকু খাইতে ছিলেন, শালারাম শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র হুঁকা ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বিক্রেতার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; বিক্রেতার ভৃত্যও "তোর নাম শালারাম" বলিয়া লালারামকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে কাঠগরার মধ্যে পুরিল।

বিচারকরূপী বিক্রেতা বিচার বিক্রয় করিলেন;—লালারাম কালাচাঁদ মোদকের দোকান হইতে জল খাবার দ্রব্য অপহরণ করা অপরাধে দুই বৎসরের জন্য জেল বাস। লালারামের উকিলরূপী দালাল যাঁহাকে লালারাম পায়ে হাতে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া ছিলেন, তিনি বিচারককে অনেক বুঝাইলেন যে, লালারাম অপহরণ করিবার মানসে কালাচাঁদের দ্রব্য লয় নাই; তিন দিন পর্য্যন্ত লালারাম না খাইতে পাওয়ায় প্রাণের দায়ে একটা মিষ্টান্ন দোকান হইতে তুলিয়া [illegible]। আর এব্যক্তি চোর নহে; এখানে অর্থের চেষ্টায় আসিয়াছে, দেশে বাড়ী ঘর স্ত্রী পুত্রাদি সকলেই আছে, এবং ভদ্রসন্তান। বিচারক সে কথায় কাণ দিলেন না; লালারাম দুই বৎসরের জন্য জেলে গেল

এহেন বাজারে এহেন বিক্রেতার নিকট আজ আমাদের ইন্দ্রচন্দ্র এবং কৃষ্ণধন বিচার ক্রয় করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। উভয় পক্ষই বড় বড় নামজাদা দালাল নিযুক্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণধন ইন্দ্রচন্দ্রের নামে নালিস করিয়াছেন যে, ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে দেন না। শ্যাম বাবু, পোষ্টমাষ্টার, গুরু মহাশয়, ইন্দ্রচন্দ্রের শ্বশ্রু হরকালি মুখোপাধ্যায়, শ্যালক নলিনীনাথ এবং অপরাপর অনেকেই মকদ্দমা দেখিতে, সাক্ষ্য দিতে এবং তদ্বির করিতে আসিয়াছেন।

অনেকক্ষণের পর মকদ্দমার ডাক হইল; আসামী ফরিয়াদী উভয়েই কাঠ গরার ভিতর দাঁড়াইলেন। প্রথমে ফরিয়াদি উকিল বক্তৃতা দ্বারা বিচারককে বুঝাইয়া দিলেন যে, আসামীর মাতুল মৃত্যু কালে এক উইল দ্বারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির পনর আনা তিন পাই ফরিয়াদীকে ভোগ বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন; আসামী ইন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে দেন না এই জন্য হুজুরের নিকট আমার মক্কেল সুবিচারের জন্য আবেদন করিতেছে।

ইন্দ্রচন্দ্রের উকিল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন“ধর্ম্মাবতার এ উইল জাল, আসামী মৃতব্যক্তির পোষ্যপুত্র, তিনি মৃত্যু কালে ঐ পনর আনা তিন পাই আসামী ইন্দ্রচন্দ্রের নামে এবং এক পাই ফরিয়াদির নামে উইল করিয়া যান। আর এ উইল যে জাল তাহার কোন সংশয় নাই। উইল লিখিবার কালে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের তলব হইল; সকলেই উপস্থিত হইল, কেবল যাঁহার দ্বারা উইল লেখা পড়া হইয়াছিল তিনি উপস্থিত হন নাই; রাজকুমার নিরুদ্দেশ।

প্রথমে মাষ্টার মহাশয় সাক্ষ্য দিলেন যে, ৺ চন্দ্রশিখর চট্টো-

পাধ্যায় মহাশয় মৃত্যু কালে এই উইল করিয়া যান, উইল করিবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার সাক্ষাত তিনি ইহাতে সহি করেন এবং ইহাই তাঁহার স্বাক্ষর। পোষ্টমাষ্টার বাবুও তাহাই বলিলেন; গুরু মহাশয়ও কোন কথা বাদ দিলেন না। ইন্দ্রচন্দ্রের উকিল সাক্ষীগণকে অনেক জেরা করিলেন কিন্তু কথার খেলাপ করিতে পারিলেন না।

শেষ কৃষ্ণধনের উকিল ইন্দ্রচন্দ্র পোষ্যপুত্র নহেন, পুত্রেষ্টি যাগ হয় নাই এবং তাহার মক্কেল কৃষ্ণ ধন অগ্নি কার্য্য শ্রাদ্ধাদি সমস্তই করিয়াছে ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। জজ সাহেব এই সমস্ত প্রমাণ পাইয়া কৃষ্ণ ধনের পক্ষে পনর আনা তিন পাই অংশের ডিক্রি দিলেন।

হুগলীতে পরাজিত হইয়া ইন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করিলেন; অনেক অর্থ ব্যয় হইল কিন্তু কাজ কিছুই হইল না, পূর্ব্ব রায়ই বজায় রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

মোকদ্দমার পরিণাম।

"সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন।
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ! কি জ্বলন্ত জ্বালা
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ যেমন॥"

সারদামঙ্গল।

ইন্দ্রচন্দ্রের আর সে মদনমোহন রূপ নাই; দেহে ম্যালেরিয়া আশ্রয় লইয়া হস্ত পদাদি শীর্ণ এবং উদরটী স্থূল করিয়াছে। পূর্ব্বের সে বাবড়ী কাটা কুঞ্চিতকেশরাশী এখন বাবা তারকনাথের জটায় পরিণত হইয়াছে। সে কামিনীমনমুগ্ধকারীকটাক্ষ আর নাই—পদ্মপলাসলোচনযুগলে কালিমা পড়িয়াছে। এক কথায় ইন্দ্রচন্দ্রের পূর্ব্বের ন্যায় আর কিছুই নাই—আছে কেবল সেই রাগ, একেমার তাকেমার বুলি, আর গালিগালাজ দেওয়া। নবপরিনীতা স্ত্রী মহামায়া ইন্দ্রচন্দ্রের চক্ষুশূল হইয়াছে; তাহাকে সম্মুখে দেখিলেই মারিতে যান, দুর্ব্বাক্য বলেন সুতরাং সে ভয়ে ইন্দ্রচন্দ্রের কাছে যাইতে সাহস করে না। শ্বশ্রূঠাকুরাণী লীলাবতীও সময়ে সময়ে আক্ষেপ করেন

"হাবাতের ঘরের মেয়ে এনে আমার সোণার সংসার জলে পুড়ে গেল।"

মোকদ্দমার ব্যয় বাদে এক পাই অংশের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহাই লইয়া ইন্দ্রচন্দ্র আলাহিদা বাটীতে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বের রাবণের পুরীর ন্যায় সে সংসার আর নাই। লীলাবতী, মহামায়া আর সেই পুরাতন ভৃত্য হরে খানসামাকে লইয়া ইন্দ্রচন্দ্র এখন নূতন সংসার পাতিয়াছেন কিন্তু আপনি পাড়িত—এমন পীড়িত যে উত্থান শক্তি রহিত। গ্রাম্য কবিরাজ দিনান্তে একবার করিয়া দেখিয়া যান; রোগ উপশম না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

অন্য দিন অপেক্ষা অদ্য ইন্দ্রচন্দ্রের জ্বরের বেগ কিছু বৃদ্ধি রাখিয়াছে। গাত্রের দাহে ইন্দ্রচন্দ্র বিছানার এধার ওধার করিতেছেন—আর এক একবার মা মা বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। লীলাবতী শিহরে বসিয়া মাথায় হস্ত বুলাইতেছেন আর ইন্দ্রচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ নত করিয়া "কেন বাবা অমন কচ্চ কেন?" বলিতেছেন। ইন্দ্রচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া লীলাবতীর মনে ভয় সঞ্চার হইল; হরি খানসামাকে বলিলেন "একবার কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে আন" হরি কবিরাজ ডাকিতে গেল।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে হরিচরণ সঙ্গে কবিরাজ মহাশয় উপস্থিত হইলেন। লীলাবতী ঠাকুরাণী গৃহের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন, কবিরাজ মহাশয় ইন্দ্রচন্দ্রের শয্যার উপরে বসিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র ছট্ ফট্ করিতেছেন, মাথা চালিতেছেন, দুই একটা ভুল বকিতেছেন কবিরাজ মহাশয় তাহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন। শেষ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "দেখি হাতটা দেখি" হরিচরণ আস্তে আস্তে ইন্দ্রচন্দ্রের

দক্ষিণ হস্তটী কবিরাজ মহাশয়ের দিকে তুলিয়া ধরিলেন। কবিরাজ মহাশয় সেতারের পরদা টিপিবার ন্যায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের অঙ্গুলীত্রয় নাড়িয়া নাড়ী পরীক্ষা করার পর একটী বচন আবৃত্তি করিলেন "নবজ্বরে যদি পেট ফাঁপে, তবে রসসিন্ধু বড়ি খাওয়াইয়া দিবেক" কবিরাজ মহাশয় একে পূর্ব্বদেশীয় তাহাতে আবার একটু খোনা সুতরাং তাঁহার বচন তিনি ব্যতীত অপর কেহই বুঝিতে পারিল না। তল্পী হইতে একটা বটিকা হরিচরণের হস্তে দিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "নাড়ীটার হংস গতি হয়েচে, তা এই বড়িটা আদার সত্ত পুনর্ণবার রস দিয়া খাইয়ে দিও; আমি এখন আসি" কবিরাজ মহাশয় বাহিরে আসিলেন, হরিচরণও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া পথে কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দেখ্‌লেন মহাশয়?" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "বড় ভাল নয়; হয় রাত্রি আড়াই প্রহর না হয় ভোর"

"তবে আর এ ছাই ওষুধ কেন" বলিয়া হরিচরণ হস্তের ঔষধ ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। "আহা করকি, কর কি, ঔষধটা খাওয়াওগে" বলিয়া কবিরাজ মহাশয় ভূমি হইতে কুড়াইয়া হরিচরণের হস্তে দিলেন। হরিচরণ চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঔষধ হস্তে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল আর "তাইত দর্শনীটা দিলে না যে" বলিতে বলিতে কবিরাজ মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

হরিচরণ বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে; লীলাবতী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কবিরাজ কি বল্লেন হরি?" হরিচরণ আসল কথা কিছুই ভাঙ্গিল না; বলিল "আদার সত্ত আর পুঁই খাড়া দিয়ে এই ঔষধটা খাওয়াতে বল্লেন।" একে হরিচরণের মনের স্থিরতা নাই, তাহার উপর কবিরাজ মহাশয়ের খোনা কথা

সুতরাং পুনর্ণবাকে পুঁইখাড়া বুঝিয়াছিল; অনুপানও তাহাই বলিয়াদিল। পাড়ার প্রতিবাসীগণ সকলেই ইন্দ্রচন্দ্রের জন্য দুঃখিত; প্রত্যহই সকলে আসিয়া ইন্দ্রচন্দ্রের সংবাদ লয়েন। অদ্যও অনেকে আসিয়া সংবাদ লইল; ইন্দ্রচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিল। একমাগী বুড়ি লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল "তা কবিরাজ কি বল্লে?" লীলাবতী উত্তর করিলেন "বল্‌বে আরকি, আদার সত্ত আর পুঁইখাড়া দিয়ে অবুধ খেতে বলে গেল" বৃদ্ধ ঔষধের কথা শুনিয়া "ঘাড় নাড়িয়া বলিল "ও ওষুধ ভাল, আদার রস পুঁই খাডায় মাখে বটে; তা মা এখন চল্লুম" বলিয়া বুড়ি প্রস্থান করিল।

ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল; লীলাবতী ইন্দ্রচন্দ্রকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন কিন্তু ইন্দ্রচন্দ্র খাইতে পারিল না, কস বহিয়া পড়িয়া গেল। উত্তরোত্তর অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। যখন রাত্রি আড়াই প্রহর তখন জ্বর ত্যাগ হইয়া ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দেহও নিস্তেজ হইয়া আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রচন্দ্র এক একবার মা বলিয়া ডাকিতে ছিল ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই লীলাবতী "বাপরে তুই কোথায় গেলিরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সূর্য্যগ্রহণ।

"প্রেমের প্রতিমে স্নেহের সাগর
করুণা নির্ঝর দয়ার নদী।
হ'তো মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি"
নারীবন্দনা।

পঞ্জিকায় এবার অনেক দিনের পরে সূর্য্যগ্রহণ লিখিয়াছে। বড় যোগ; গঙ্গাস্নানে দ্বাদশ জন্মের পাপ ক্ষয় হয়। দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোক গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। যাহারা ভাগ্যবান অর্থ সমর্থ বেশী তাহারা কাশী যাইতেছেন; মধ্যবিত্তেরা কলিকাতা বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের গঙ্গাস্নান করিয়াই স্বর্গের পথ খোলসা করিয়া রাখিবার উদ্দেশে কলিকাতা অভিমুখে চলিয়াছেন। যাত্রীর ভিড়ে পথ চলা যায় না; চটীতে মাথা গুন্তি ভাড়া হইয়াছে। যাত্রীরা আর পূর্ব্বের ন্যায় দুই পয়সায় হাঁড়ি কাঠ পাইতেছে না। শিয়ালদহ ষ্টেসন পূর্ব্ববঙ্গের কোমলাঙ্গী গণের কোলাহল আর হলুদমাখা কাপড়ের গন্ধে ভদ্রলোকের অগম্যস্থান হইয়া উঠিয়াছে। যে ভদ্রলোক নেহাত গরজে পড়িয়া অতি সতর্ক ভাবে যাইতেছেন, তাহাকেও দু দশটা গাঁটরীর ধাক্কা খাইতে হইতেছে। গঙ্গার পশ্চিম—ঘাটাল, নিমতলা, পোল, পাতুল, খানা-

কুল, কৃষ্ণ নগর, গৌরাঙ্গ পুর, প্রভৃতি স্থানের লোকেরা যদি নৌকায় সুবিধা না হয় এই জন্য বাদার হাঁটাপথে পিপীলিকার সারী দিয়াছে; যাত্রীর সংখ্যা অধিকাংশই স্ত্রীলোক।

অদ্য বেলা তিনটা সাতাইস মিনিট নয় সেকেণ্ডে ঈশান কোণে স্পর্শ নদের পাঁজিতে লিখিয়াছে। কিন্তু শ্রীরামপুরের মত; তিনটা সাতান্ন মিনিট বার সেকেণ্ড গতে ঈশানে স্পর্শ, আট দণ্ড স্থিতি, তৎপরে মোক্ষ। সে যাহক,গ্রাহকারের তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না; কারণ আফিস বন্ধ হয় নাই। তিনটা বাজিল, ক্রমে সওয়া তিনটা গ্রহণ লাগিবার আর এগার মিনিট আছে; এই আর আট মিনিট। থালায় জল রাখিয়া, কাচের এক ধারে কালি পড়াইয়া অনেকেই হাঁড়ি ফেলিবার ভয়ে গ্রহণ হয় কি না তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন। গ্রহণ হউক বা না হউক কলিকাতাবাসী প্রায় সকলের দুই চারি কুন্‌কে চাউল বাঁচিয়া গিয়াছে; খাইলে পাছে গঙ্গাস্নান করিয়াও স্বর্গপথ রোধ হয়, এই ভয়ে স্ত্রীলোক মাত্রেই অদ্য অনাহারী তবে শিক্ষিতাদিগের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে—এগারই মাঘ তাহাদের মুঠার ভিতর।

আর তিন মিনিট বাকি। ক্রমে দুই—এই এক—পোঁ পোঁ ঝন্ ঝন্ শব্দে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। "অন্নদান বস্ত্রদান সোণাদান রুপাদান বৈকুণ্ঠে স্থান" শব্দে কাঙ্গালীগণ উর্দ্ধশ্বাসে গঙ্গাতীরাভিমুখে ছুটিয়াছে। অর্দ্ধসের চাউলে এক পয়সার কড়ি মিশাইয়া তাহারই সাহার্য্যে আজ অনেকেই দাতা; তাহারই যৎকিঞ্চিৎ পাইবার জন্য কাঙ্গালীগণ মহা বিব্রত "বাবু আমাকে দাও, মা আমাকে গো, এই দিকে তোমার কানা বাবা গো মা আমাকে দাও" বলিয়া দাতাকে মধুচক্রের ন্যায় ঘিরিয়া

দাঁড়াইতেছে। কশাই তাড়ান গরুর ন্যায়, বয়সী, অর্দ্ধবয়সী, যুবতী প্রভৃতি ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা গাঁটছড়া বাঁধিয়া চলিয়াছেন। কেহ কুঁড়াজালী হস্তে করে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করিতেছেন; কেহবা খুদির মা মাগীর কি অঙ্খার মা, এত ডাকলুম তা এলো না" বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনীর কান ভারি করিতেছেন। কিন্তু কুঁড়াজালির ভিতর মালা দস্তুর মত ঘুরিতেছে।

কলিকাতা জগন্নাথের ঘাটের দৃশ্য আরও চমৎকার। জগন্নাথেদেবের মন্দিরের নিকট হইতে ঘাটের কর্দ্দমের উপর পর্য্যন্ত রাস্তায় দুই পার্শ্বে ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া কাঙ্গালীগণ বসিয়া আছে। ইহারা এক এক জনে তিন চারি খানা, কেহ বা আট দশ খানা পর্য্যন্ত ছেঁড়া কাপড় বিছাইয়া একাই এক সহস্র হইয়া বসিয়া আছে, এজন্মের এই ফল; ভিক্ষা করিয়া উদর পোষণ করিতেছে, কিন্তু জুয়াচুরী করাটি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। একজন গলায় পৈতা দিয়া নিমীলিত নেত্রে অন্ধের ভাণে সুর করিয়া চেঁচাইতেছে "এই অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দিয়ে যাও মা বাপ" আর এক বেটা জুয়াচোর কিছু দিবার ভানে তাহার হস্ত হইতে ছোঁ মারিয়া পয়সাগুলি লইয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এখন অন্ধ ব্রাহ্মণ আর অন্ধ নাই; "ওগো আমার পয়সা নিয়ে গেলো গো" বলিয়া ভিড়ের মধ্যে জুয়াচোরের পশ্চাদানুসরণ করিল। লোকে দেখিয়া অবাক; সেখানেও একটা রীতিমত জনতা হইল। এক মাগী বুড়ি মাদুলী গলায় একটা ছেলে কোলে জনতা বৃদ্ধি করিতেছিল; পশ্চাৎদিক হইতে আর একটা জুয়াচোরে সেই মাদুলী কয়টা কাটিয়া লইল কেহ সেদিকে লক্ষ ও করিল না।

সূর্য্যদেব রক্তিমাবর্ণ হইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে অন্ধকার হইয়া আসিল, ক্রমে সর্ব্বগ্রাস হইল; আর কোলের মানুষ চেনা যায় না। "ও কালির মা তুই কোথা গেলি গো" বলিয়া একজন আর জনকে ডাকিলেন; উত্তরে ঘাটিয়া উড়ে ব্রাহ্মণ করকেট আয়রণের ঘরের ভিতর হইতে উত্তর দিল "আসো গো এয়াঁড়ে আসো" কালির মার অনুসন্ধান কারিণী "আসো গো" স্বর অনুসরণ করিয়া আর একজন ঘাটীয়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণের পর মুক্তি হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্নানের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অগ্রে স্নান করিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত; বিশেষ মাড়োয়ারির মেয়েরা, যেমন নামিবার জন্য, তেমনি উঠিবার জন্য। মুক্তির স্নান শেষ হইল; সকলেই একে একে উঠিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বিধবা যুবতী অর্দ্ধ বয়সী আর বিধবার সঙ্গে এক হাত ঘোমটা দিয়া তীরে উঠিলেন। এখানেও কাঙ্গালীর অপ্রতুল নাই; চাহিয়া কিছু না পাইলে কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। বস্তুত তাহাই ঠিক; এক পঞ্চম বর্ষীয় বালক আদ্র্র বসনা চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বিধবার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া বলিল, "একটা পয়সা দাও না মা।"

বালকের কণ্ঠস্বর বিধবার কর্ণে যেন কেমন কেমন লাগিল। বিধবা একটু ঘোমটা তুলিয়া বালকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন;—প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। বিধবা পশ্চাদ্বর্ত্তিনী অর্দ্ধ বয়সীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "দেখ মা, ছেলেটীর মুখ খানি দেখ"

অর্দ্ধবয়সী মস্তকের চুল ঝাড়িতে ছিলেন, বধূর স্বর শুনিয়া বালকের মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বলিলেন "আহা আমার অভাগার মুখ খানি যেন কেটে বসিয়েছে।"

বালকের সেদিকে কান নাই; যুবতীর কাপড় ধরিয়া আবার টানিল। বলিল "দাওনা মা একটী পয়সা দাওনা মা"

"আমার কোলে এস তোমাকে চার্‌টে পয়সা দিব" বলিয়া যুবতী হস্ত প্রসারণ করিলেন। আর বালক! বালক অমনি যুবতীর ক্রোড়ে উঠিল। কে যেন যুবতীর মস্তক ধরিয়া বালকের মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল। আর থাকিতে না পারিয়া, "এস বাবা এস" বলিয়া যুবতী বালকের গণ্ডে চুম্বন করিলেন।

"আঃ অভাগী কার ছেলে কোলে নিয়েচিস্, এখনি কেড়ে নেবে" বলিয়া অর্দ্ধবয়সী চক্ষের জল মুছিলেন।

যুবতী বালককে ক্রোড়ে করিয়া এক হস্ত দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন, অর্দ্ধবয়সীর কথা শুনিয়া দুই হস্তে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিলেন। মুখের কাছে মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কে আছে বাবা?"

বালক মধুর স্বরে উত্তর করিল "আমার মা আছে।"

যু। "কোথায় আছে?"

বা। "মন্দিরের কাছে ভিক্ষে কর্‌চে।"

"চলনা মা এর মাকে দেখে আসি" যুবতী অর্দ্ধবয়সীর দিকে সাশ্রু নয়নে কহিলেন।

অর্দ্ধবয়সীর বধূগত প্রাণ; বলিলেন "চল মা চল।"

যুবতী বালককে ক্রোড়ে করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন; পশ্চাৎ শ্বশ্রু ঠাকুরাণী চলিলেন। সর্ব্ব পশ্চাৎ দাসী এবং ভৃত্যেরা চলিল।

জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া

বালক হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইল "ঐ আমার মা ভিক্ষা কর্‌চে।"

যুবতী যাহা দেখিলেন তাহাতে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; শাশুড়ির দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ওকে দেখেচো মা?"

"ওমা! এজে আমাদের রায়েদের সরস্বতী না? ও সরস্বতী তোর একি দশা?" অৰ্দ্ধবয়সী অগ্রসর হইয়া ভিকারিণী সরস্বতীর নিকটে দাঁড়াইলেন। আর সরস্বতী কি করিল? সরস্বতী যাহা করিল, তাহা নির্জীব লেখনী লিখিতে অক্ষম। সরস্বতীর চক্ষে শতধার; "তোমরা থাকৃতে আমার এই দুর্দ্দশা হলো" বলিয়া চিৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। সরস্বতীর শিশুপুত্র যুবতীর ক্রোড়ে ছিল, মাতা কাঁদিতেছে দেখিয়া সে আধ আধ স্বরে যুবতীকে বলিল "ওগো আমাকে পয়সা না দাও, মাকে দাও না; মা যে কাঁদচে।"

বালক যুবতীর ক্রোড় হইতে নামিবার প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া যুবতী স্নেহস্বরে বলিলেন "ভিড়ে নেবোনা বাবা।"

অৰ্দ্ধবয়সী বিধবা এবং তাঁহার পুত্রবধূ বিধবা যুবতীর পরিচয় বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠককে দিতে হইবে না; তা দিয়া রাখি, কারণ যদি কেহ বুঝিতে না পারিয়া থাকেন। অৰ্দ্ধ বয়সী বিধবা ৺চন্দ্রশিখর চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা স্ত্রী লীলাবতী, আর বিধবা যুবতী ইন্দ্রচন্দ্রের স্ত্রী মহামায়া মহামায়া লীলাবতীকে বলিলেন "মা এদের দেশে নিয়ে যাবে?"

"আপ্‌নারাই খেতে পাই না তা এদের খাওয়াব কি?" বলিয়া লীলাবতী আবার চক্ষের জল মুছিলেন।

"আমাদের দুজনের দুমুটো জুটে তো এদের ও দুমুটো

কি আর জুট্‌বে না” বলিয়া মহামায়া সরস্বতী ও তাহার শিশু পুত্রকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশ্রূঠাকুরাণীর নিকট আব্‌দার করিতে লাগিল।

লীলাবতী বিধবা পুত্রবধূর আব্‌দার এড়াইতে না পারিয়া সরস্বতীকে বলিলেন “আয় সরস্বতী আর তোর ভিক্ষা করে কাজ নাই, ভগবান যদি আমাদের দুঃখ ঘুচান তোরও দুঃখ ঘুচাবেন।”

সরস্বতী ভিক্ষালব্ধ চাউলগুলি পরিত্যাগ করিয়া] উঠিয়া দাঁড়াইল। লীলাবতী বধূকে লইয়া যে গাড়িতে আসিয়াছিলেন লোকের ভিড়প্রযুক্ত তাহা ঘাট পর্য্যন্ত আসিতে না পারায় জগন্নাথদেবের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। মহামায়া সরস্বতীর পুত্র ক্রোড়ে অগ্রে গিয়া তাহাতে আরোহণ করিল; মাতা আসিতেছে কি না দেখিবার জন্য বালক গাড়ির দরজায় মুখ বাড়াইয়াছিল, লীলাবতী তৎপশ্চাৎ তাহার মাতা গাড়িতে উঠিতেছে বালক তাহাও দেখিল। কিন্তু দেখিল মাতার রিক্ত হস্ত; আর থাকিতে পারিল না বলিল “ওমা চাল পড়ে রইল যে?”

“থাক ওতে কাজ নাই” বলিয়া মহামায়া পুনরায় বালকের মুখচুম্বন করিল। দাস দাসীগণ গাড়ির পশ্চাতে এবং উপরে উঠিয়া বসিল। হেট্‌ টেক্‌ টেক্‌ শব্দে চাবুক ঘুরাইয়া চালক ঘোড়ার পৃষ্ঠে সপাৎ করিয়া এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল যানের চক্র এক পাক ঘুরিল। সরস্বতীর পার্শ্বে বসিয়া আর এক মাগী ভিক্ষা করিতে ছিল সে এতাবৎ কিছু বলে নাই, সতৃষ্ণ নয়নে সরস্বতীর ভিক্ষালব্ধ চাউল গুলির প্রতি দৃষ্টি করিতে ছিল, যেই দেখিল গাড়ি চলিল অমনি আপনার চাউলের সঙ্গে সরস্বতীর চাউল গুলি মিলাইয়া দিল। ভবের বাজারের ব্যাপারই এই।

যথাকালে গাড়ী আসিয়া বাসায় পৌঁছিল, সকলে গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। লীলাবতী রন্ধন করিতে গেলেন। অন্যদিন পুত্রবধূ মহামায়া শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দেন কিন্তু আজ দিল না, সরস্বতীর পুত্রকে লইয়াই মহা ব্যস্ত,কাজেই লীলাবতী স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যই করিতে লাগিলেন। পাক সমাধা হইলে লীলাবতী একে একে সকলকে আহার করাইলেন। সকলের আহার সমাপন হইলে সরস্বতীর নিকট গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় ছয় বৎসর কাল সরস্বতী দেশত্যাগিনী হইয়াছে, সুতরাং কোন সংবাদই জানিত না। ক্রমে জানিল তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার নির্ব্বাসনের পর হইতে রাজকুমার নিরুদ্দেশ, রাজকুমারের স্ত্রী পিত্রালয়ে; জমিদার চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। জাল উইল করিয়া ভাগিনেয় কৃষ্ণধন সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। এই উইল লইয়া ইন্দ্রচন্দ্রে কৃষ্ণধনে মকর্দ্দমা হয়; বিচারে ইন্দ্রচন্দ্র পরাস্ত হয়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়। ইন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া সরস্বতীর চক্ষে জল আসিল, আর কেহ দেখিতে পাইল না কেবল মহামায়া দেখিল।

গ্রহণের স্নান ফুরাইল; বিদেশী লোকেরা গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন। লীলাবতী, পুত্রবধূ সরস্বতী, তাহার পুত্র, দাস দাসী ইত্যাদি লইয়া দেশে চলিলেন। নৌকা তিন দিন অবিরাম চলিয়া চারি দিনের দিন প্রাতে ঘাটালের গড়ের ঘাটে পৌঁছিল। তথা হইতে ডুলি করিয়া সকলে গৌরাঙ্গপুরে পৌঁছিলেন। অদ্য ছয় বৎসরের পর সরস্বতী আবার জন্মভূমি দেখিল। সরস্বতীকে দেখিবার জন্য দলে দলে লোক জমিদার

বাটীতে আসিতে লাগিল। অনেকে অনেক রকম বলিল। কেহ বলিল "ছোট গিন্নি সেই পাহাড়ে খান্‌কীটাকে ঘরে এনেচে"; কেহ বলিল "আহা ব্রাহ্মণের মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে ছোট গিন্নি ভালই করেচে।"

ছোট গিন্নি লীলাবতী, সরস্বতী এবং তাহার পুত্রকে তিন চারি দিন নিজগৃহে রাখিয়া আপনার একপাই অংশ হইতে একখণ্ড নিষ্কর জমি দিয়া নিজ ব্যয়ে ঘর বাঁধিয়া দিলেন এবং অদ্যাবধি ভরণ পোষণের জন্য কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন।

পরিশিষ্ট।

—*—

হাইকোর্টের বিচারে রামের ধন শ্যাম পাইল; ইন্দ্রচন্দ্রের পনর আনা তিন পাইয়ের অংশ, এক পাইয়ের অংশীদার কৃষ্ণধন পাইল। পাইল বটে, কিন্তু তাহার পনর আনা নেড়ে পিয়াদা, মাষ্টার মহাশয়, আর ভগিনী-পতি শ্যামবাবুর উদরস্থ হইল। কৃষ্ণধন অতি সামান্যই পাইয়াছিলেন। "অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হইতে অধিক দিন বিলম্ব হইল না। বাবুয়ানা করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই কৃষ্ণধন সমস্তই বার ভূতকে খাওয়াইয়া এখন হা অন্ন যো অন্ন করিতেছেন। শ্যামবাবু খুব সেয়ানা লোক; ইতিপূর্ব্বে যখন কলিকাতায় চাকরী করিতেন, সেই সময়ে দশ হাজার টাকা তহবিল ভাঙ্গিয়া গা ঢাকা দিয়াছিলেন; তখন একাদশ বৃহস্পতির পালা সুতরাং যে সাহেবের টাকা ভাঙ্গিয়াছিলেন তিনি ওয়ারেণ্ট করিয়াও ধরিতে পারেন নাই; দেশে আসিয়া শ্যালকের যাহা কিছু ছিল তাহাও নির্ব্বিবাদে হজম করেন। কিন্তু আর সহ্য হইল না; বদ হজ্‌মী বেনো জল ঢুকিয়া সাবেক জল পর্য্যন্ত বাহির করিয়া লইল। একাদশ বৃহস্পতির সঙ্গে রন্ধ্রগত শনির একটু দৃষ্টি ছিল বলিয়া অকস্মাৎ এক দিন তহবিল তছরুপের ওয়ারেণ্ট আসিয়া শ্যামবাবুকে গ্রেপ্তার করিল। আর রাজা বাহাদুরের চূড়ান্ত বিচারে তিন বৎসরের জন্য শ্রীঘর হইল। অকস্মাৎ গৃহদাহে

মাষ্টার মহাশয়ের সর্ব্বস্বান্ত, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ফৌত। গুরু-মহাশয় ও পোষ্টমাষ্টারবাবুর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। হুগলীর ফৌজদারী আদালতে জলখাবার চুরি অপরাধে লালারাম নামে যে ব্যক্তির দুই বৎসর কারাবাস আজ্ঞা হয়, তাহার প্রকৃত নাম লালারাম নহে; রাজকুমার পেটের দায়ে নাম ভাঁড়াইয়া ঐ কর্ম্ম করে। এক্ষণে সে জেল হইতে খালাস হইয়া সচ্চরিত্র হইয়াছে, আর নেসাভাঙ্‌ করে না, স্ত্রী এবং পুত্র দুইটীকে শ্বশুরালয় হইতে কলিকাতায় আনাইয়া সংসারী হইয়াছে,—এক্ষণে চোরবাগানে মল্লিক বাবুদিগের বাটীতে সরকারী করিতেছে।

*

সমাপ্ত।